উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,০২৪.৫১ (-১৩৯০.৪১)

নিফটি : ২৩,১৬৫.৭০ (-৩৫৩.৬৫)

ববি-অভিষেকে নয়া চর্চা

ইদ উপলক্ষ্যে ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলে ফিরহাদ ও অভিষেকের দূরত্বের কথা সর্বজনবিদিত। » ৫

যোগী সরকারকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। নির্মমভাবে বুলডোজার চালিয়ে বাড়ি ভাঙচুরের দায়ে প্রয়াগরাজ পুরসভাকে তীব্র ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৭°	২১°	৩৮°	১৯°	৩৮°	২০°	৩৮°	২০°

ভারতে আসার জন্য মুখিয়ে সুনীতা » ৭

শিলিগুড়ি ১৯ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 2 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 312

চাকা খুলে গেল স্কুলবাসের

পেছনের চাকা খুলে যাওয়ায় রাস্তায় থমকে বাস। (ইনসেটে) গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চাকা।

প্রাণে বাঁচল পড়ুয়ারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় ফের অঘটন। এবারে স্কুলবাসের পিছনের দুটি চাকা খুলে বেরিয়ে গেল। গতি খুব বেশি না থাকায় পিছনের চাকা না থাকা অবস্থাতেই বাসটি পড়ুয়াদের নিয়েই কয়েক হাত এগিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বাসে তখন চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি মিলিয়ে পঁচিশজন পড়ুয়া ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার পর বাসের চালক স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফোন করার পর আর একটি বাস এসে পড়ুয়াদের নিয়ে যায়। এদিন জলপাই মোড়ে এই ঘটনায় পড়ুয়াদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অভিভাবকরাও স্কুলের বাসগুলির হাল নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। অভিভাবকদের কথায়, এই স্কুলের বাসের ভাড়া একবারে তিন মাস অন্তর নেওয়া হয়। তিন মাসের বাসের ভাড়া ৫১০০ টাকা। পড়ুয়া পিছু এত টাকা নিলেও বাসগুলি রক্ষণাবেক্ষণে এত গাফিলতি কেন, প্রশ্ন তাঁদের।

এদিকে, স্থানীয়রা পঁচিশজন পড়ুয়া বাসে থাকার কথা বললেও সেটা মানতে নারাজ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তাপসী বণিক। তাঁর কথায়, 'বাসে চার-পাঁচজন পড়ুয়াই ছিল। আমাদের নিজস্ব বাস গ্যারাজে ছিল। তাই আজ ভেন্ডারের মাধ্যমে আমরা বাস নিয়েছিলাম। বাসে আমাদের শিক্ষকও ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, হঠাৎ করে বিকট আওয়াজ হল। চাকা খুলে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আমরাও আগে দেখিনি। মেকানিক্যাল কোনও কারণ থাকবে।'

ওই বাসেই থাকা এক পড়ুয়ার অভিভাবক বিপ্লব দাস বলছেন, 'এরপর তো স্কুলবাসে ছেলেকে তোলাই যাবে না। বাসের চাকা খুলে বেরিয়ে আসছে, ভাবাই যায় না।' এদিকে, কী করে ওই বাসের পেছনের দুই চাকা বেরিয়ে এল, সেটা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'যদি মেকানিক্যাল কোনও সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে কিছু করার নেই।

এরপর দশের পাতায়

দৃশ্যটা দেখে কেঁপে উঠছিলাম

বিজয় মণ্ডল
প্রত্যক্ষদর্শী

চার বন্ধু মিলে মোবাইল ফোনে গেম খেলছিলাম। রাস্তা তখন অনেকটাই খালি ছিল। হঠাৎ করেই বিকট একটা শব্দে আমরা সত্যি বলতে কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল, কোথাও যেন বোম ফেটেছে। সামনের দৃশ্যটা তখন আরও ভয়ানক। রাস্তায় দুটো চাকা পড়ে রয়েছে। বাস ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সত্যিই ওই দৃশ্যটা দেখে মন কেঁপে উঠছিল। আমরা কিছুটা ছুটেও গিয়েছিলাম। ততক্ষণে অবশ্য কোনওভাবে বাসটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন চালক।

একদিকে চাকা পড়ে রয়েছে। কিছুটা দূরে ওভাবে বাস পড়ে রয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে, এমন ছবি বিশ্বাসই করতে পারতাম না। বাসে থাকা বাচ্চাগুলোর কান্না অবশ্য বারেবারেই বোঝাচ্ছিল, ঘটনাটা আসলে সত্য। একটি পড়ুয়া তো এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, যে কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিল না। তখন আমাদেরও হাত-পা কাঁপছিল। চালককে দেখলাম, সেও ভয়ে কাঁপছে। তবে কোনওভাবে বাসটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর, ওই চালকের শিশুদের প্রতি ভালোবাসাটাই নজরে পড়ল। ওই চালককে নিজে বের হওয়ার আগে দেখলাম, সে ওই শিশুগুলোকেই নামাল।

আমরাও সহযোগিতার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে অবশ্য আমাদের মতো আরও কয়েকজন মানুষও এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

বধূর বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দাদাগিরি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ এপ্রিল : মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকারই এক বধূকে গুলি করে মারার চেষ্টা করা হল মঙ্গলবার রাতে। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত তোতারামজোত নুরি চক এলাকায়। আর তাতে নাম জড়িয়েছে সেই এলাকারই 'পরিচিত দুষ্কৃতী' মহম্মদ সফিক ওরফে সেভেনের। ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে সেভেন। পুলিশ খুঁজছে তাকে। আর সেই বধূ অক্ষত থাকলেও ব্যাপক আতঙ্কিত। পরিস্থিতি সামলাতে এলাকায় পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাফও নেমেছে।

যা ঘটেছে

- বধূ সন্তানদের নিয়ে দোকানে এসেছিলেন
- সেই দোকানে আসে অভিযুক্ত সেভেন
- মহিলার ওপর হঠাৎ চড়াও হয় সে
- তাকে থাপ্পড় মেরে বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকায়

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। রেশমা খাতুন নামের ওই বধূর বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকায় সেভেন। সেই মহিলাও প্রাণভয়ে ধস্তাধস্তি করেন। তার ফলে আগ্নেয়াস্ত্রের নল সরে যায়। ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে সেভেন। গুলি লাগে মাটিতে। রেশমার সঙ্গেই ছিল তাঁর দুই সন্তান। তাদের চোখের সামনেই ওই ঘটনা ঘটেছে। ভয়ে তারাও বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মেজাজই আসল রাজা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে স্বমেজাজে তারকা গায়ক কিড রক। মঙ্গলবার ওভাল অফিসে।

বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বেরিয়ে নাবালিকার মৃত্যু

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দুই বন্ধুর সঙ্গে বিরিয়ানি খেতে বেরিয়ে এক স্কুল ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। এনজেপি থানার অন্তর্গত উত্তরকন্যা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ১৪ বছরের ওই নাবালিকা মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিল। তার পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এক বন্ধু ফোন করে তাঁদের জানায়, মেয়েকে জঙ্গল থেকে তারা উদ্ধার করে মালবাহী একটি গাড়িতে করে নিয়ে আসছে। ওই নাবালিকাকে বন্ধুরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা দুজনকে আটক করেছি। ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা আমরা দ্রুত বের করে ফেলব।' পুলিশ সূত্রে খবর, এক বন্ধুর সঙ্গে ওই নাবালিকার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ওই বন্ধু অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তা ওই নাবালিকা জেনে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ওই নাবালিকা এদিন ওই বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল বলে খবর। অভিযোগ, সেখানে মদের আসর বসে। সেখানে বচসার জেরে নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে দিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে বলে পুলিশের অনুমান। ওই বন্ধুর বাড়িটি পুলিশ রাতে সিল করে দিয়ে আসে। সেখান থেকে পুলিশ নাবালিকার জুতো ও বিয়ারের বোতল উদ্ধার করে।

খুনের অভিযোগ তুলে এদিন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল চত্বরেই তার দুই বন্ধুর ওপর চড়াও হন। তাদের মারধর শুরু করেন। সেসময় হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা দুজনকে সেফ কাস্টডিতে নেয়। এদিকে, নাবালিকার মৃত্যুর খবরে তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা হাসপাতালে ভিড় জমাতে থাকেন। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় শিলিগুড়ি থানার বিরাট পুলিশবাহিনী হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে নাবালিকার মা হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নাবালিকার মায়ের কথায়, 'মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ওর গলায় দাগ রয়েছে। গলা টিপে বা কোনও কিছু দিয়ে ফাঁস দিয়ে ওকে মারা হয়েছে। মেয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর ওর এক বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু সে জানায় আমার মেয়ের সঙ্গে নেই। ওই নম্বরে আবার ফোন করলে অন্য এক বন্ধু ফোন ধরে জানায় আমার মেয়েকে আর একজন

পরিবারের প্রশ্ন

- বন্ধুরা ফোন করে নাবালিকার বাড়িতে জানায়, জঙ্গল থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা হচ্ছে
- পরিবারের প্রশ্ন, তাদের মেয়ে জঙ্গলে গিয়েছে তা বন্ধুরা জানল কী করে
- হাসপাতাল চত্বরে নাবালিকার দুই বন্ধুর ওপর চড়াও হয় পরিবারের লোকজন

খুঁজছে। তারপর আর যোগাযোগ করতে পারিনি।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, নাবালিকার কাছে ফোন ছিল না।

প্রশ্ন উঠেছে, সে যে কোনও জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে তা দুই বন্ধু জানল কীভাবে? নাবালিকার আত্মীয়দের কথায়, যারা জঙ্গলে মেয়েকে ফেলেছে তারাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এমনকি ওর এক বন্ধুর জামা ছেঁড়া এবং গলায় ও মুখে আঁচড়ের দাগ ছিল। কিন্তু কোন জঙ্গল বা ঝোপ থেকে আমাদের মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে তা কেউই বলতে চাইছে না।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

উত্তরে রেকর্ড সদস্য এসএফআইয়ের

» পাঁচের পাতায়

২০২৭ বিশ্বকাপ জয় করে অবসর, ঘোষণা বিরাটের

» বারোর পাতায়

আজ লোকসভায় ওয়াকফ বিল

» সাতের পাতায়

ঘরে ঠাঁই হল না মায়ের

» নয়ের পাতায়

ইউনূসের বক্তব্যে অসন্তোষ ভারতে

নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল : পাকিস্তান, এমনকি চিনও ভারতের সঙ্গে যে ধরনের ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বরাবর এড়িয়ে চলে, মুহাম্মদ ইউনূস যেন তা নিয়েই বেনজির সংঘাতের সূত্রপাত করলেন। বাংলাদেশই এ অঞ্চলে সমুদ্রের অভিভাবক দাবি করে তিনি চিনা বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানোয় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভারতে। এ ব্যাপারে শাসক, বিরোধী কার্যত একমত।

সদ্য চিন সফরের সময় ওই মন্তব্যটি করেছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। একটি ভিডিওতে ওই বক্তব্য ভাইরাল হয়। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ভারতের পূর্ব দিকে ৭টি রাজ্য, যাদের সেভেন সিস্টার্স বলা হয়, সেই অঞ্চলটি পাহাড় ও স্থলবেষ্টিত। ওদের সমুদ্রে পৌঁছানোর উপায় নেই। আমরাই এ অঞ্চলে সমুদ্রের একমাত্র অভিভাবক। এটা বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে

বাংলাদেশ ভাঙার ডাক তিপ্রা মোথার

দিয়েছে। এখানে (বাংলাদেশের উপকূল এলাকা) চিনা অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটতে পারে।'

কূটনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে ভারতকে ঘিরে ফেলতে চিনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইউনূস। এতে গোটা ভারতে তো বটেই, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। প্রায় সমস্ত ব্যাপারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও ইউনূসের মন্তব্যের বিরোধিতায় একবাক্যে সরব বিজেপি ও কংগ্রেস। ত্রিপুরার জনজাতিদের দল তিপ্রা মোথার শীর্ষনেতা প্রদ্যোত মাণিক্য একধাপ এগিয়ে বাংলাদেশকে ভেঙে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ইউনূসকে বাংলাদেশের তথাকথিত তদারকি সরকারের প্রধান বলে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্যকে 'আপত্তিকর' ও 'নিন্দাজনক' বলেছেন।

এরপর দশের পাতায়

ভেজাল পনিরে বিপদ

সস্তার লোভে শরীরে ঢুকছে বিষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বাজার থেকে কম দামে পনির কিনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। আর সেই পনির বয়স্ক থেকে শিশু সবাই মিলে খাচ্ছেন? তাহলে সাবধান হয়ে যান। এই ভেজাল পনিরে শরীরে জটিল রোগ বাসা বাঁধতে পারে। বিশেষ করে লিভার এবং চোখ নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে এই ভেজাল পনির। অথচ শহরের অলিগলিতে দোকান খুলে এই পনিরই বিক্রি হচ্ছে দেদার। দাম অনেকটা কম হওয়ায় অনেকেই তা কিনছেন। একইভাবে ভেজাল ছানাতেও ভরেছে গোটা বাজার।

পুষ্টিবিদ দীপিকা ব্যানার্জি বলেন, 'ভেজাল পনির থেকে শরীরে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে।

বিশেষ করে ডায়াবিটিক রোগীদের খুব দ্রুত ক্ষতি হবে। এছাড়া শিশু থেকে বয়স্ক সবারই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। আমি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের ইনস্পেকটরদের এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বলব।'

দীর্ঘদিন সরকারি দুগ্ধ প্রকল্প হিমুল এবং বাংলার ডেয়ারির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভালো ফ্যাটযুক্ত এক লিটার দুধ থেকে খুব বেশি হলে ২০০-২২৫ গ্রাম ছানা তৈরি হয়। তবে, সেই দুধে অন্তত ৬.৫ শতাংশ ফ্যাট থাকতেই হবে। সেই ছানা থেকে জল পুরোপুরি ঝরিয়ে বিশেষ উপায়ে অল্প লবণ জল দিয়ে নির্দিষ্ট পনির চেম্বারে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। রাতভর এভাবে থাকার পরে সকালে সেটা জমাট পনিরের আকার নেয়। এরপর সেই পনির বাজারজাত করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভালো ফ্যাটযুক্ত দুধ কেনার জন্য অন্তত ৬০ টাকা লিটার দাম পড়ে। অর্থাৎ এক কেজি পনির তৈরি করতে পাঁচ-ছয় লিটার বা তার বেশি দুধ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ তৈরির খরচ, সেটিকে বাজারজাত করা সহ

এরপর দশের পাতায়

দুই মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

চাকরির শেষ দিনে প্রাণ গেল চালকের

ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালগাড়ি। -পিটিআই

পরাগ মজুমদার

জিয়াগঞ্জ, ১ এপ্রিল : বাড়িতে তখন হরেকরকম পদ রান্নার আয়োজন চলছে। কন্যা থেকে শুরু করে পরিবারের সকলেই ব্যস্ত। মঙ্গলবার বাড়ির কর্তার চাকরি জীবনের শেষ দিন বলে কথা। পরিবারের সকলে তাঁকে সারপ্রাইজ দিতে এই আয়োজনে নেমে পড়ে সকাল থেকে। তারপরে মুহূর্তের মধ্যে ঘটল ছন্দপতন, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা রেলের লোকো পাইলট গঙ্গেশ্বর মালের ভট্টপাড়ার বাড়িতে। চাকরি জীবনের শেষ দিনেই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জে দুটি মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয় গঙ্গেশ্বর সহ তিনজনের।

এনটিপিসি পরিচালিত নিজস্ব লাইনে দুটি মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার ভোরে। আর ওই দুর্ঘটনায় চাকরি জীবনের শেষ দিনেই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় গঙ্গেশ্বরের। সেই খবর এদিন ফোন মারফত মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা বছর ৬৫-এর ট্রেনচালকের বাড়িতে এসে পৌঁছাতেই সব আয়োজন থমকে গিয়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কাগজ-কলমে ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। আর মঙ্গলবার ছিল লোকো পাইলট হিসেবে তাঁর পেশাদার কর্মজীবনের শেষ দিন।

সেইমতো গোড্ডা জেলার লালমাটি এলাকা থেকে কয়লাবোঝাই ট্রেন নিয়ে ফরাক্কা এনটিপিসির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। জানা যায়, ওই সময় বারহাইট এলাকায় লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল অন্য একটি খালি মালগাড়ি। তখনই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি ট্রেনের। আগুন লেগে যায় মালগাড়ি দুটিতে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান গঙ্গেশ্বর মাল ও অপর মালগাড়ির চালক।

এরপর দশের পাতায়

সবুজ পৃথিবীর রূপকথা লেখেন রূপকুমার

গাছ তো লাগান অনেকেই, কিন্তু পরে তার খোঁজ রাখেন ক'জন! অগত্যা অকালমৃত্যু ঘটে শখের গাছের। রামশাইয়ের রূপকুমার চক্রবর্তী এখানেই ব্যতিক্রমী। শুধু গাছ লাগিয়েই ক্ষান্ত হন না তিনি, সেই গাছের দেখভালের জন্য মাইনে দিয়ে লোকও রেখেছেন।

উত্তরের বৃক্ষমানব

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১ এপ্রিল : ভালোপাহাড়ের কমল চক্রবর্তীর রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে কি না, তা কেউ জানেন না। তবে 'বৃক্ষমানব' কমল চক্রবর্তীর গাছের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আরেক চক্রবর্তীর ধমনীতে নিশ্চয়ই বইছে। তিনি রূপকুমার চক্রবর্তী। গরুমারার জঙ্গলঘেরা রামশাইয়ের মহাকাল মোড়ের বাসিন্দা।

সবুজায়নের হিড়িকে ভাসতে দেখা যায় অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগেও গাছ লাগানোর নজির রয়েছে একাধিক। কিন্তু রূপকুমার একটু আলাদা আর পাঁচজনের থেকে। জাতীয় সড়কের দু'ধারে ২০০-রও বেশি বড় গাছ লাগিয়েছেন তিনি নিজের হাতে। জলঢাকার চর আর অন্যান্য জায়গা ধরলে সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এখানেই নিজের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন না তিনি। নিজের লাগানো গাছগুলোকে পরিচর্যার জন্য রীতিমতো মাইনে দিয়ে লোক রেখেছেন।

ছোটবেলা থেকে চোখের সামনে দেখেছেন গরুমারা-চাপড়ামারি-লাটাগুড়ির গহন অরণ্যকে। গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার শিরশিরানি। বন্যপ্রাণীদের একটু নিশ্চিন্তে থাকার

গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত রূপকুমার।

জায়গা। আবার বনবস্তি ঘরে ঘুরে জেনেছেন, তাঁদের রক্তে কীভাবে মিশে আছে জঙ্গল। তাঁদেরও রুটিরুজির উৎস এই জঙ্গলের গাছগুলো। এসব দেখতে দেখতে কখন যেন ভালোবেসে ফেলেছেন বিশাল বিশাল গাছগুলোকে। সেই টানেই নিজের কয়েক বিঘা চা বাগানেও রকমারি গাছ লাগিয়েছিলেন।

একদিন আঘাত এল। রামশাই থেকে ময়নাগুড়িগামী সড়ক চওড়া করতে অবাধে গাছ কাটা হল। করাতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত গাছগুলোকে দেখে কত রাত যে ঘুমোতে পারেননি রূপকুমার। বছর দেড়েক আগে সিদ্ধান্ত নেন, আবার সবুজ করে তুলবেন তাঁর চারপাশকে। যত গাছ কাটা পড়েছে যতটা সম্ভব তা ফিরিয়ে দেবেন পৃথিবীর মাটিকে।

গল্প শোনাচ্ছিলেন রূপকুমার। বলছিলেন, বিভিন্ন রকমের চারাগাছ কিনে নিজের হাতেই লাগিয়েছি রামশাই বাজার থেকে ময়নাগুড়িগামী রাস্তার দু'ধারে। সংখ্যাটা ২০০ তো হবেই। কৃষ্ণচূড়া, নারকেল যেমন রয়েছে তেমনই আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল কামরাঙার মতো বিভিন্ন ফলের গাছও রয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু গাছে ফলও ধরা শুরু হয়েছে।'

রূপকুমার জানেন, তাঁর সন্তানসম গাছগুলো যেমন অক্সিজেনের জোগান দেবে, তেমনই ফলের গাছগুলো পাখি, ছোট প্রাণীদের খাবার জোটাবে। আর মানুষজনও ফলের স্বাদ পাবে। এরপরই চমকে দিয়ে তিনি বলেন, 'ময়নাগুড়ি থেকে রামশাই বাজার পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে অন্তত ১৫ কিলোমিটারজুড়ে গাছ লাগিয়েছি নিজের হাতে। গোরু-ছাগলের হাত থেকে চারাগাছ বাঁচাতে তা ঘিরেও দিয়েছি।

এরপর দশের পাতায়

থ্যালাসিমিয়া শিশুর প্রাণরক্ষা নার্সের রক্তে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ এপ্রিল : থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত খুদে রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ঘটনা। থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত ওই শিশুকন্যার বয়স ১১ বছর। তার বাড়ি তপন ব্লকে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ দিন আগে ওই শিশুটির শরীরে রক্ত দিতে হয়েছে। মঙ্গলবার তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। এতে চিন্তায় পড়ে যান ওই শিশুর পরিবারের সদস্যরা। রক্তের জন্য হন্যে হয়ে সব জায়গায় ঘুরছিলেন তাঁরা। ওই সময় পরিত্রাতার ভূমিকায় আসেন হাসপাতালের মেল নার্স বিভাস পাহান। তিনি রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান ওই শিশুটির। বিভাস বলেন, '২০ মার্চ শিশুটিকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। এদিন দেখা যায় তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব কম। ফলে ফের রক্তের প্রয়োজন হয়। এদিন তাকে এক ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছে। রক্ত দিয়ে আমি ফের কাজে যোগ দেই। ১৬ এপ্রিল আবার ওই শিশুটিকে রক্ত নিতে হবে।'

এদিকে গরমকাল শুরু হতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে রক্তসংকট চরম আকার নিয়েছে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে প্রতিনিয়ত রক্তের অভাব দেখা যাচ্ছে। এতে সমস্যায় পড়ছেন হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগীরা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির আয়োজন করা হলেও চাহিদা অনুযায়ী যোগান মিলছে না। এদিনও তপনের ওই থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুর পরিবার হাসপাতালে 'এ পজিটিভ' রক্তের সন্ধানে আসেন। কিন্তু হাসপাতালে ওই মুহূর্তে এ পজিটিভ গ্রুপের রক্ত মজুত ছিল না। খবর পৌঁছায় ব্লাড হাব সংস্থার কাছে। তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে ওই গ্রুপে রক্তদাতার খোঁজে আবেদন জানান। তখনই বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রামের বাসিন্দা ওই হাসপাতালের নার্স বিভাসের কাছ থেকে সবুজ সংকেত মেলে। সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝে বিভাস রক্ত দিতে রাজি হন। বিভাসের এমন উদ্যোগে প্রাণ রক্ষা হয় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুকন্যার।

জেগেছে বুদ্ধ, হাসছে পাহাড়

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ১ এপ্রিল : দুর্গাপুজোর মুখে সমতল থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হয়, যদি দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। পাহাড়ও প্রহর গোনে মেঘলা আকাশ পরিষ্কারের জন্য। এমন পর্যটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়, যাঁরা পাহাড়ে ছুটে যান 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'র জেগে ওঠার সাক্ষী থাকতে। মেঘ-কুয়াশা কাটিয়ে মঙ্গলবার শৈলশহরে দর্শন মিলল ঘুমন্ত বুদ্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার। উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা। দার্জিলিং ঘুরতে এসে যদি কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা না পাওয়া যায়, তাহলে যেন বেড়ানো সার্থক হয় না, বলছিলেন অনেক পর্যটক। টাইগার হিলের সৌন্দর্য এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের এটা যে আদর্শ সময়, জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। সবমিলিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা শেষে পাহাড় এখন জমজমাট। বাংলা নতুন বছরের শুরুর মুখে হাসছে পাহাড়।

দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা হোক অথবা কালিম্পংয়ের ডম্বরচক, পাহাড়ের ঢালে এখন পর্যটকদের ঢল। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ এবং গরমের হাত থেকে একটু স্বস্তি পেতে অনেকেরই ডেস্টিনেশন পাহাড়। এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দিল্লি, গুজরাট, মুম্বই থেকেও প্রচুর পর্যটক বেড়াতে এসেছেন পাহাড়ে। এরই মধ্যে ঝাঁ চকচকে আবহাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন। রাতের আঁধার না কাটতেই ঘুমন্ত বুদ্ধের দর্শন পেতে টাইগার হিলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের ভিড়। কেউ কেউ আবার কুড়ি টাকা দিয়ে মাদুর ভাড়া করে গ্যালারিতে বসে সূর্যোদয়ের ছবি ক্যামেরাবন্দি করার অপেক্ষা করছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী রেখে। সূর্যোদয় হওয়ার মুহূর্তে যেন 'সব পেয়েছির' উচ্ছ্বাস।

এমন অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করার মাঝেই কলকাতার হেদুয়া থেকে দার্জিলিং ঘুরতে আসা অঙ্কিতা বসু বললেন, 'সূর্যদয় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে না পেলে পাহাড়ে বেরাতে আসা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।' বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী অঙ্কিতা জানান, সিমেস্টার শেষে বাবা, মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরতে আসার প্রথম শর্তই ছিল টাইগার হিল দেখা। নরেন্দ্রপুর থেকে আসা দশম শ্রেণির ছাত্রী ঋতজা মজুমদার তো ভিড়ের ধাক্কায় ক্যামেরাই নীচে ফেলে দিয়েছে। মন খারাপ করে সে জানায়, 'সূর্যোদয়ের ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা বের করিয়েছিলাম। কিন্তু ভিরের ঠ্যালায় তা তুলতেই পারিনি।' পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় সেদিকে অবশ্য পুলিশি নজরদারি রয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর কানে এলে তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলে জিটিএ মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা জানিয়েছেন। দিল্লি থেকে ঘুরতে এসে বিশাল আগরওয়াল বলেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘার এই সৌন্দর্য ভুলবার নয়।' টাইগার হিল তো বটেই, কাঞ্চনজঙ্ঘায় যে এখন লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে দার্জিলিংয়ের, তা পর্যটকদের কালো মাথাতেই স্পষ্ট। তাই তো হাসছে পাহাড়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার অপেক্ষায় উপচে পড়েছে ভিড়। টাইগার হিলে মঙ্গলবার।

কর্মখালি

নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যোমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M - 7003081407. (K)

Sadhana Devi Vidyapith

Panjabi Colony, Samastipur, Bihar-848101 required TGT, PGT & PRT Teachers with/without B.Ed. in Samastipur Dist. of Bihar for all subjects in an English Medium CBSE. Affiliated School (10+2). Whats App C.V. or Call at : 9470869900, 6203980200, 7367901432. (C/115293)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20120867752 নাম ভুল থাকায় গত 01-04-2025, 2nd Court(S) কোচবিহার, J.M.কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Subhasish Dutta এবং Subhashsish Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কেশব রোড, ওয়ার্ড নং 07, কোতয়ালি, কোচবিহার। (C/114666)

আমার D.L-এ নাম ভুল থাকায় গত 12.02.2025 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Pradip Roy থেকে Prodip Roy হলাম। (C/114787)

আমার নাম DL-এ (JH08 20070043757) ভুল থাকায় E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হতে গত 17/03/25-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা Rahul Molhotra S/o Sandha Molhotra থেকে Rahul Mohanta S/o Yogesh Mohanta হলাম। (C/114788)

দলিতদের ১০টি সংগঠনের মঞ্চ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলিত, হরিজনরা উপেক্ষিত। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেও বঞ্চনার শিকার হতে হয় তাঁদের। দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠন এমন সব অভিযোগে সোচ্চার রয়েছে। এবারে উত্তরবঙ্গের দলিত সম্প্রদায়ের দশটি সংগঠন মিলে উত্তরবঙ্গ দলিত একতা মঞ্চ নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ময়দানে নামল। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়। উত্তরবঙ্গ হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, নর্থবেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, মহাদলিত পরিসংঘ, উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর কংগ্রেস সহ আরও কয়েকটি সংগঠন মিলে নতুন মঞ্চ তৈরি হয়েছে।

২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই ছয় মাস সংগঠনের সদস্যদের থেকে অর্থসংগ্রহ করা হবে। সেই অর্থে সংগঠন পরিচালনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মশা দমনে কীটনাশকে ভরসা স্বাস্থ্য দপ্তরের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : বৃষ্টির অভাবে উত্তরবঙ্গে মশার উপদ্রব বেড়ে চলেছে। তাই ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মশার লার্ভা বিনাশ করতে তারা বায়োলার্ভিসাইড (টেমেফস) এবং স্ট্রেইন ইভিল কীটনাশকের বরাদ্দ অনুমোদন করেছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য। উত্তরবঙ্গের যেসব এলাকায় গত কয়েক বছরে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা দিয়েছিল সেই হটস্পটগুলিতে বেশি পরিমাণে কীটনাশক সরবরাহ করা হবে। যেখানে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কম ছিল সেখানে কম বরাদ্দ করা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'কীটনাশক এখনও আসেনি। ডেঙ্গি সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব গত দুই বছর বা তার বেশি সময় ধরে যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি হয়েছিল, সেখানে বেশি করে ওই কীটনাশক দেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গের সাত জেলা সহ শিলিগুড়ি মহকুমায় গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ২৩ কেজি থেকে ৩৩ কেজি পর্যন্ত টেফেমস বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শুধু মালদা জেলায় পঞ্চায়েত পিছু ৩৯ লিটার করে স্ট্রেইন ইভিল দেওয়া হবে। শীঘ্রই রাজ্যের মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে এগুলি কিনে জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, এত কম পরিমাণে লার্ভা দমনের কীটনাশক পাঠিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

টেমেফস হচ্ছে জৈব কীটনাশক যা দিয়ে মশার লার্ভাকে মেরে ফেলা যায়। আলিপুরদুয়ারের ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মোট ১,৫১০ কেজি টেমেফস বরাদ্দ হয়েছে। পঞ্চায়েত পিছু ২৩.৫৯ কেজি করে দেওয়া হবে। কোচবিহারে মোট ৩,৮১০ কেজি টেমেফস দেওয়া হবে (১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ২৯.৭৬ কেজি করে)। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট বরাদ্দ হয়েছে ২৬০০ কেজি (৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ৩২ কেজি করে)। শিলিগুড়ি মহকুমায় মোট ২,৯৯০ কেজি টেমেফস দেওয়া হবে (৩২ কেজি করে ৯২টি পঞ্চায়েতের জন্য)। কালিম্পং জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৩৬৫ কেজি (৩২ কেজি করে ৪২টি পঞ্চায়েতের জন্য)। দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৪২০ কেজি (৩২ কেজি করে ৬৪টি পঞ্চায়েতে) এবং উত্তর দিনাজপুরে ৩১৮৫ কেজি (৩২ কেজি করে ৯৮টি পঞ্চায়েতে) টেফেমস দেওয়া হবে। অন্যদিকে মালদায় টেমেফসের পরিবর্তে স্ট্রেইন ইভিল দেওয়া হচ্ছে মোট ৫৬৯০ লিটার (৩৯ লিটার করে ১৪৬টি পঞ্চায়েতকে)। শিলিগুড়িতে ১০০ লিটার স্ট্রেইন ইভিল অতিরিক্ত হিসেবে মজুদ রাখতে বলা হয়েছে।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'যেভাবে প্রতিবছর গরমে ডুয়ার্সে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে, তাতে এত কম কীটনাশকে কোনও কাজই হবে না।' জেলা সিপিএম সম্পাদক পীযূষ মিশ্র ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্তর বক্তব্য, পঞ্চায়েত পিছু যত কীটনাশক দেওয়া হবে, তা নস্যি।

যদিও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতপিছু যথেষ্ট কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে। নালা, নর্দমায় এগুলি স্প্রে করা হবে। বিরোধীরা সমালোচনা না করে মশা নিয়ে সচেতনতা প্রচার করুক।'

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

NOTICE

That my client is going to purchase the vacant land measuring 5 (five) kathas at Mouza-Dabgram, Sheet No. RS. 11, Khatian No. RS. 597, Plot No. RS. 434, Pargana-Baikunthapur, J.L. No. 02, P.O. Dabgram-II, P.S. & A.D.S.R. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri from Sri Mahadeb Das S/o. Late Ram Das of Dabgram, Jaburavita, Madhya Santinagar, Bow Bazar, P.S. Bhaktinagar in the district of Jalpaiguri. Anyone having any objection may write to me or Call 98320-12409, East Rabindra Nagar, P.O. Rabindra Sarani, P.S. Siliguri, Dist-Darjeeling within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice otherwise objection will not be entertained.

Sd/- (Pradip Kr. Mandal)
(Advocate/Siliguri)
Cell No. 98320-12409, 99330-82783

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

জোনাকিকে পাশে পেয়ে তাকে আশীর্বাদ করে মিত্তিরবাড়ির বড় বৌয়ের স্বীকৃতি দিল তপতী। **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দেবতা, ১০.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ বিদ্রোহ, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.১৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, রাত ১০.৩০ রহমত আলী, ১.০০ ভালোবাসি শুধু তোমাকে

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, সন্ধে ৭.২০ দেবী, রাত ১০.৪০ টেক্কা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ কমলার বনবাস, দুপুর ২.০০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৫.০০ টক্কর, রাত ১০.০০ তোর নাম, ১.৩০ অহল্যা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চলাচল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.৩৭ শাদি নম্বর ওয়ান, বিকেল ৪.৩৫ সত্যপ্রেম কি কথা, সন্ধে ৭.৩০ গীতা গোবিন্দম, রাত ১০.১৩ খুঁখার

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৪৯ রং, বিকেল ৫.০৬ দিল হ্যায় কি মানতা নেহি, সন্ধে ৭.৫৭ নসীব, রাত ১০.৫৬ বিদাই

রমেডি নাউ : বেলা ১১.৫৫ অ্যান্ড সো ইট গোজ, দুপুর ১.৩৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, বিকেল ৪.৪৫ মিউন, সন্ধে ৬.১০ দ্য নাট জব, ৭.৩৫ ব্রেকিং আপ, রাত ৯.০০ মি বিফোর ইউ, ১০.৫০ পেনেলোপ

এমএনএক্স : দুপুর ১.০৫ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৪.১৫ মিরর্স, সন্ধে ৭.৪৫ মিট দ্য স্পারট্যান্স, রাত ৯.০০ অ্যালেক্স ক্রস

সত্যপ্রেম কি কথা
বিকেল ৪.৩৫ **অ্যান্ড পিকচার্স**

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন
দুপুর ১.৩৫ **রমেডি নাউ**

পালং কাতলা এবং ডালে ডালে এঁচোড় রান্না শেখাবেন বাসবদত্তা গুহ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

টেক্কা রাত ১০.৪০ **জলসা মুভিজ**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : সিএটিজি-অকশন-০৩। নিলাম শুরুর তারিখ : ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং (চায়ের দোকান)-এর** জন্য ই-নিলাম। ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ এবং স্থান সংক্রান্ত বিশদ নিম্নরূপ। (১) এএ/১, **সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১** এবং জিএমইউ/মহিলা-র অধীনে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য রাজমহল রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে প্রবেশমুখের নিকটে পিএফ নং. ১-এ ক্যাটারিং স্টল-এর ব্যবস্থা। (২) এএ/২, **সিএটিজি- এমএলডিটি- টিএলজে- জিএমইউ-১০০-২৩-১** এবং জিএমইউ/মহিলা-র অধীনে তালঝারি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং. ১-এ প্রবেশ দরজার নিকটে এবং স্টেশন বিল্ডিং (ফলের দোকান)-এর নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা। (৩) এএ/৩, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এমআরএইচএ- জিএমইউ-৮১-২৩-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির অধীনে মুড়াহারা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং. ২-তে ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা। (৪) এএ/৪, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এএইচএ- জিএমইউ-১১৪-২৫-১** এবং অসংরক্ষিত/ যে কোনো ব্যক্তির জন্য অভয়পুর রেলওয়ে স্টেশনের জন্য জামালপুর প্রান্তে পিএফ নং. ১-এ কমার্শিয়াল সুপারভাইজর রুম-এ ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (৫) এএ/৫, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এনআইএলই- জিএমইউ-১১২-২৫-১** এবং জিএমইউ / যে কোনো ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত নিমতিতা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং. ১-এ স্টোর-এর নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (৬) এএ/৬, **সিএটিজি- এমএলডিটি- কেপিআরডি- জিএমইউ-১২-২২-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির অধীনে কল্যাণপুর রোড রেলওয়ে স্টেশনের জামালপুর প্রান্তে পিএফ নং. ১-এ এফওবি-র নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (৭) এএ/৭, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এমআরএইচএ- জিএমইউ-১৯-২২-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির জন্য মুড়াহারা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং. ১-এ বুকিং অফিসের নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (৮) এএ/৮, **সিএটিজি- এমএলডিটি- জিজিএ- জিএমইউ-১১৬-২৫-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির জন্য ঘোঘা (জিজিএ) রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং. ১-এ সুলভ শৌচালয়ের নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (৯) এএ/৯, **সিএটিজি- এমএলডিটি- কেটিজে- জিএমইউ-৬৮-২২-১** এবং জিএমইউ/ মহিলা-র জন্য খালতিপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছরের জন্য পিএফ নং. ২-তে নিউ ফারাক্কা প্রান্তের দিকে এফওবি থেকে ২০ মিটার দূরত্বে ক্যাটারিং স্টলের ব্যবস্থা। (১০) এএ/১০, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এমজেডসি- জিএমইউ-১২১-২৫-১** এবং ৫ বছরের জন্য মীর্জাচৌকি স্টেশনে পিএফ নং. ১-এ এফওবি-র নিকটে হাওড়া প্রান্তের দিকে ২০০ মিটার দূরে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (১১) এএ/১১, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এনএনএইচটি- জিএমইউ-৬৪-২৪-৪** এবং জেনারেল মাইনর ইউনিট/ স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিধবা বা রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবাদের জন্য নলহাটি হল্ট রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ০১-এ বুকিং অফিসের নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (১২) এএ/১২, **সিএটিজি- এমএলডিটি- বিইএলটি- জিএমইউ-৭৪-২৩-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির অধীনে বেলা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ১-এ বুকিং অফিসের নিকটে ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা। (১৩) এবি/১, **সিএটিজি- এমএলডিটি- কেটিজে- এসএমইউ-৬৭-২৪-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তি খালতিপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছরের জন্য পিএফ নং ২ তে এফওবি-র থেকে ২০ মিটার দূরে মালদা টাউন প্রান্তে ক্যাটারিং স্টলের ব্যবস্থা। (১৪) এবি/২, **সিএটিজি- এমএলডিটি- জেডিপিটি- এসএমইউ-৮৫-২৪-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তি, জগদীশপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ১-এ বুকিং অফিসের নিকটে ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা। (১৫) এবি/৩, **সিএটিজি- এমএলডিটি- এমএলডিটি- এসএমইউ-১০৪-২৩-১** এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)/কোনো ব্যক্তি, মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ৪/৫-এ পিলার নং ০২ ও ০৩-এর মধ্যে ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা। (১৬) এবি/৪, **সিএটিজি- এমএলডিটি- পিএনএসএ - এসএমইউ-৫৭-২৪-১** এবং জিএমইউ/ যে কোনো ব্যক্তির অধীনে পুনসিয়া হল্ট রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ১-এ বুকিং অফিসের নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (১৭) এবি/৫, **সিএটিজি- এমএলডিটি- বিজিপি- এসএমইউ-১০৯-২৫-১** এবং এসএমইউ/ সংখ্যালঘু /মহিলার জন্য সংরক্ষিত, ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে ১ম শ্রেণির মহিলা ওয়েটিং হলের পাশে পিএফ নং ১-এ ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (১৮) এবি/৬, **সিএটিজি- এমএলডিটি- টিকেএলই- এসএমইউ-১৮-২৫-১** এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র যে কোনো ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত টিকানি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং ১-এ এফওবি-র নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (১৯) এবি/৭, **সিএটিজি- এমএলডিটি-এমজিআর- এসএমইউ-৬-২৫-১** এবং তপশিলি উপজাতি (এসটি)-র যে কোনো ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত মুঙ্গের রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ১-এ জামালপুর প্রান্তে র‍্যাম্প-এর প্রবেশমুখে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। (২০) এবি/৮, **সিএটিজি- এমএলডিটি-এসএলজে- এসএমইউ-২৪-২৪-১** এবং জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে সকরিগলি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ১-এ ২য় শ্রেণির ওয়েটিং হল-এর নিকটে ৫ বছরের মেয়াদের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-01/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেলফি জোন নিয়ে অনিশ্চয়তা

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : ধূপঝোরায় এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের সেলফি পয়েন্ট তৈরি হলেও কবে সাধারণ পর্যটকের জন্য চালু করা হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আপাতত ধূপঝোরার কটেজে থাকা পর্যটকদের জন্য সেলফি পয়েন্ট চালু থাকলেও সাধারণ পর্যটকরা কবে এই পরিষেবা পাবেন তা নিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ কিছুই জানাতে পারেনি। গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফরের আগেই ধূপঝোরার সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু জঙ্গলে প্রবেশের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 'এন্ট্রি ফি' তুলে দেওয়ার পর ধূপঝোরার সেলফি পয়েন্টে সাধারণ পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ধূপঝোরার পিলখানা কোনও বেড়ানোর জায়গা নয়। যাঁরা ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে থাকছেন তাঁরাই সেলফির পরিষেবা পাচ্ছেন। পিলখানার সামনে কারও যাওয়ার অনুমতি নেই। সেলফি জোনের প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে।' সাধারণ পর্যটকদের প্রবেশের বিষয়ে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বন্যপ্রাণ বিভাগের পরিকল্পনা ছিল ধূপঝোরার পিলখানার ব্যারিকেডের বাইরে সেলফি জোন নির্মাণ করা। সেখানে পর্যটক পিছু ২০ টাকা প্রবেশমূল্য নিয়ে সেলফি তোলার অনুমতি দেওয়া হবে। পর্যটকরা সেলফি পয়েন্টে ২০ টাকার বিনিময়ে ৩০ মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে পারবেন। কংক্রিটের সেলফি পয়েন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এন্ট্রি ফি মকুব হয়ে যাওয়ায় বন্যপ্রাণ বিভাগ কার্যত ফাঁপরে পড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটির অনেকেই মনে করছেন, সেলফি জোন সাধারণ পর্যটকদের

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প

জন্য খুলে দেওয়াই যেতে পারে। কারণ এটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের এন্ট্রি ফি নয়। চালু হলে বন পরিচালন সমিতির আয় হত। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নজিরদারির দায়িত্ব তারা নিতে পারত।

ধূপঝোরা বিট অফিসের সামনেই ওই সেলফি পয়েন্ট। ব্যারিকেডের ওপারে পিলখানা রয়েছে। সকালে জঙ্গলে যাওয়ার আগে এবং বিকেলে ফিরে আসার পর সেলফি জোন খুলে দিলে কুনকিকে নিয়ে পর্যটকরা সহজেই সেলফি তোলার সুযোগ পেতে পারতেন। কিন্তু এখন বিট অফিসের পরে সেলফি জোনকেও তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কবে চালু হবে কেই জানেন না।

কিডনি চাই

O+ গ্রুপের কিডনির প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। অনির্বাণ বিশ্বাস M : 7001224832.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি উর্মিলা খাড়িয়া, পিতা : বিফাই খাড়িয়া। আমার ST সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন -9064658725. (C/115517)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০০১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০০২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃজনমূলক কাজে ব্যস্ত থেকে মানসিক তৃপ্তি। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগে লাভ হবে। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন। **বৃষ :** পাওনা আদায়ে কোনওরকম জোর করবেন না। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে আপনার সামান্য ভুলেই সংকটের অবস্থা তৈরি হবে। ভাইয়ের সহায়তা পেয়ে খুশি হবেন। **কর্কট :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজনের মধ্যে চলা বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। বাবার সঙ্গে অহেতুক মতপার্থক্য। **সিংহ :** বস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। পথে চলতে সতর্ক থাকা দরকার। নতুন কোনও কাজে হাত দিলে সফলতা আসবে। **কন্যা :** সংসারের কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। আনন্দানুষ্ঠানে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা। **তুলা :** দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির প্রবেশে শান্তি বিঘ্নিত করবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। **বৃশ্চিক :** উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। **ধনু :** অর্থাগমে বিলম্ব হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতির বলয়ে প্রবেশ না করাই বাঞ্ছনীয় হবে। স্নায়ুরোগে দুর্ভোগ। **মকর :** ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ অভিজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করুন। রত্ন, লৌহ, কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। **কুম্ভ :** হঠাৎ কোনও মূল্যবান সম্পদ হাতে আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে দায়িত্ব বৃদ্ধি। ক্রীড়া ও সংগীতজগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। **মীন :** নতুন প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সংসারে নতুন সদস্যের আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ১২ চৈত্র, ২ এপ্রিল, ২০২৫, ১৯ চ'ত, সংবৎ ৪/৫ চৈত্র সুদি, ৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।৪৯। বুধবার, চতুর্থী দিবা ৭।২৩ পরে পঞ্চমী শেষরাত্রি ৫।১৫। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ১।৪২। প্রীতিযোগ দিবা ১০।৪৫। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।২৩ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৬।১৯ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।১৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।৪২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১। ৪২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে, দিবা ৭।২৩ গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৫।১৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১০।১০ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৮ গতে ৪।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ – (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও১।৩২ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পণ্যবাহী গাড়ি ও কনটেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষ

দুর্ঘটনায় নিহত ২ কিশোর

শমিদীপ দত্ত ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : পণ্যবাহী গাড়ি ও কনটেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই কিশোরের। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ কাওয়াখালিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের নাম শুভদীপ মণ্ডল (১৫) ও অপ্রাপ্তবয়স্ক হরিপ্রসাদ বিশ্বাস ওরফে সুজয় (১৭)। দুজনেরই বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগর এলাকায়। শুভদীপ এবছর ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক দিয়েছে। আর হরিপ্রসাদ মায়ের সঙ্গে হাটে হাটে জামাকাপড়ের দোকান করত। সে-ই তিনচাকার পণ্যবাহী গাড়িটি চালাচ্ছিল। ঘটনার সময় গাড়ির গতি বেশি ছিল, বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। অপ্রাপ্তবয়স্কের হাতে স্টিয়ারিং দেওয়ার পরিণতি যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এদিনের ঘটনা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'এই কারণেই আমরা অপ্রাপ্তবয়স্কের হাতে স্টিয়ারিং দিতে বারণ করি। সচেতন করার পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপও করা হয়।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিপ্রসাদের দাদা বিজয় পণ্যবাহী গাড়িতে লিউসিপাকড়ি থেকে শিলিগুড়িতে সবজি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন। বিজয়ের অসুস্থতার কারণে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৩টা নাগাদ ভাই হরিপ্রসাদ বন্ধু শুভদীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। সবজি শিলিগুড়ির স্টেশন বাজারে নামিয়ে ফেরার পথে সকাল আটটা নাগাদ কাওয়াখালিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হরিপ্রসাদের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শুভদীপকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অজয় সরকার নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'পণ্যবাহী গাড়িটি দ্রুতগতিতে কাওয়াখালির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় উলটোদিক থেকে আসা কনটেনারে ধাক্কা মারে।'

এদিন জ্যোতিনগরে গিয়ে দেখা গেল শোকের আবহ। শুভদীপের বাবা সন্তোষ মণ্ডল বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। অন্যদিকে, ছেলের এমন ভয়ংকর পরিণতি কল্পনাও করতে পারছেন না হরিপ্রসাদের বাবা পতিতপবন বিশ্বাস। তিনি হাউমাউ করে কাঁদছিলেন। একই পরিস্থিতি নিহত কিশোরদের মা সুনীতি বিশ্বাস এবং শান্তি মণ্ডলেরও। তাঁরা কেঁদে গড়াগড়ি খাচ্ছেন বাড়ির উঠোনে।

জ্যোতিনগরের বাসিন্দা অনিল ঘোষের কথায়, 'খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। তরতাজা দুটি প্রাণের এভাবে চলে যাওয়া, কিছুতেই মানা যাচ্ছে না। পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই।' দুই তরুণের বন্ধু বিবেক দে'র মন্তব্য, 'ওরা কোনওদিনই গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়িতে যায় না। এদিন খুব প্রয়োজনে ওরা একসঙ্গে রওনা হয়েছিল।' অন্যদিকে, কিশোরদের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং তুলে দেওয়ার কারণেই এই পরিণতি বলে মনে করছেন অনেকে। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত বলছেন, 'আসলে এখনকার প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেশি থাকে। স্কুলেও দেখেছি, আঠারোর কমবয়সি পড়ুয়ারা বাইক, স্কুটার নিয়ে আসছে। এই প্রবণতা যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা এদিনের ঘটনাই প্রমাণ করে।'

দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে পণ্যবাহী গাড়িটি।

শোকের ছায়া

- হরিপ্রসাদের দাদা বিজয় পণ্যবাহী গাড়িতে লিউসিপাকড়ি থেকে শিলিগুড়িতে সবজি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন
- বিজয়ের অসুস্থতার কারণে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৩টা নাগাদ ভাই হরিপ্রসাদ বন্ধু শুভদীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন
- সবজি শিলিগুড়ির স্টেশন বাজারে নামিয়ে ফেরার পথে সকাল আটটা নাগাদ কাওয়াখালিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা

সইদুলের সঙ্গীর বাড়িতে হানা পুলিশের

রেজাবুলের কাছে অ্যাকাউন্টের তথ্য

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১ এপ্রিল : অনলাইন জালিয়াতির ২০০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর কারবারে অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল। সইদুলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মহম্মদ রেজাবুলের বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে হানা দিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তার বাড়ি থেকে বহু সংখ্যক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং এটিএমের তথ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বিশাল পুলিশবাহিনী চটহাটের নীচবাজারের রেজাবুলের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে দুটি পেনড্রাইভও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত রেজাবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তার বাড়িতে থাকা একটি বিশেষ ফাইলের কথা জানতে পারে পুলিশ। সেইমতো এদিন রাতে পুলিশ তাকে নিয়ে নীচবাজারের সেই বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়। রেজাবুলের স্বীকারোক্তি মতো সেই বাড়ি থেকে একটি ফাইল উদ্ধার করে পুলিশ। তাতে ছিল প্রচুর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য। এছাড়াও সেই ফাইলে একাধিক ব্যক্তির এটিএম কার্ডের তথ্যও মিলেছে। আর যে দুটি পেনড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেগুলির একটির মেমরি ১৬ জিবি, অপরটি ৩২ জিবি মেমরির। খবর পুলিশ সূত্রের। যদিও, সেই পেনড্রাইভগুলিতে কী কী রয়েছে, সেসব এদিন রাত অবধি খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, পেনড্রাইভ দুটি থেকেও মিলতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা এটিএম কার্ডের তথ্য।

সইদুল তার 'প্রতারণার সাম্রাজ্য' পরিচালনার অনেক দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল রেজাবুলের ওপর। ভাড়ার অ্যাকাউন্ট জোগাড় করা থেকে কারেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানাবার জন্য ব্যবসার ভুয়ো নথি তৈরি করা, বিভিন্ন পার্সেল প্যাকেট করে, তাতে সিম ভরে বিদেশে পাঠানো সবই করত এই রেজাবুল। দাবি পুলিশের। তাই তাকে আদালত তদন্তের স্বার্থে ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। বুধবার তার পুলিশ হেপাজত শেষ হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মোতাবেক তদন্ত চলছে বলে ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ জানিয়েছেন।

রেজাবুলের সঙ্গে কথা বলছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

কী ঘটনা

- রেজাবুলের বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে হানা দিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ
- এদিন রাতে পুলিশ তাকে নিয়ে নীচবাজারের সেই বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়
- সইদুল তার 'প্রতারণার সাম্রাজ্য' পরিচালনার অনেক দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল রেজাবুলের ওপর
- ভাড়ার অ্যাকাউন্ট জোগাড়, ভুয়ো নথি তৈরি করত রেজাবুল

বর্জ্যে ঢাকা মেডিকেল চত্বর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : বর্জ্য পদার্থে ছেয়ে গিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর। বিভিন্ন বিভাগের পিছনের দিকে প্লাস্টিকে মোড়া বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। যা থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি দূষণ ছড়াচ্ছে। কিন্তু সেগুলি নিয়মিত কেন পরিষ্কার করা হচ্ছে না তা নিয়ে রোগীর পরিজনরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'বর্জ্য পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকদিন ধরে সমস্যা রয়েছে। তবু নিয়মিত সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। যে আবর্জনা জমে রয়েছে তা সবই জৈব।'

ব্লাড ব্যাংকের পিছনের অংশ, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের আশপাশের অংশে আবর্জনা ছেয়ে গিয়েছে। যেখানে কালো, নীল প্লাস্টিক মোড়া বর্জ্যের মধ্যে থেকে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে দিনের বেলায় গবাদিপশু চরে বেড়াচ্ছে। মেডিকেলের

জঞ্জাল সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি করেছে। কিন্তু সেটাও ঠিক করে কাজ করছে না বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা রাধারানি সরকার তাঁর ছেলেকে মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছেন। রাধারানির কথায়, 'মেডিকেলে এর আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখেছি। কিন্তু এবার কেন এত আবর্জনা জমে রয়েছে জানি না। এই আবর্জনা থেকে রোগ ছড়াতে পারে। তাছাড়া, মেডিকেল কলেজের মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এত আবর্জনা থাকবে তা ভাবা যায় না।'

মেডিকেলে এমনিতে সাফাইকর্মীর সংকট রয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে মেডিকেল সাফাইয়ের ক্ষেত্রে সারাবছর সহায়তা করা হয়। কিন্তু তারপরও মেডিকেলে প্রতিদিন পুরোপুরি সাফাই হয় না। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বিশেষ বিশেষ সময় মেডিকেলে সাফাইকর্মী পাঠান ঠিকই, তা নিয়মিত হয় না। যে কারণে বছরের অধিকাংশ সময় আবর্জনা উপচে পড়ে। বিধাননগর থেকে মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য এসে হতবাক তুফান রাহা নামে এক ব্যক্তি। তুফানের কথায়, 'মেডিকেলের মতো জায়গায় পরিচ্ছন্নতাকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

চিতাবাঘের হানা, জখম ২

মেটেলি ও বানারহাট, ১ এপ্রিল : চা পাতা তোলার সময়ে একই দিনে দুটি বাগানে চিতাবাঘের হামলায় দুই শ্রমিক আহত হলেন। মঙ্গলবার সকালে মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হন সমীর খেড়িয়া নামে এক শ্রমিক। বর্তমানে ওই শ্রমিক মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন বানারহাট ব্লকের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনেও হামলা করে চিতাবাঘ। সেখানে আহত হন অশ্রু রাই নামে এক শ্রমিক। সুলকাপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কাজের ফাঁকে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন এক চা শ্রমিক। মঙ্গলবার মোহরগাঁও গুলমায়। ছবি : সূত্রধর

মণ্ডল সভাপতি বদলের পর সমস্যা শুরু

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে কোন্দল বিজেপিতে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় অনেকদিন থেকেই 'অনাথ' তৃণমূল। নেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি। তা কবে তৈরি হবে? বলতে পারছেন না কেউ। এই অবস্থায় বিধানসভা ভোটের আগে ঘর গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল বিজেপির। কিন্তু তা আর হল কই? বরং গোষ্ঠীকোন্দল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে পদ্ম শিবিরে। সম্প্রতি বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সাংসদ জয়ন্ত রায় ঘনিষ্ঠ শ্যামল রায়। এরপর নানা জায়গায় মণ্ডল কমিটিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ মণ্ডলের নয়া সভাপতি হয়েছেন রাহুল বর্মন।

গত রবিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-২ মণ্ডলের সভাপতি পদেও বদল ঘটে। দীর্ঘদিনের বিজেপি নেতা বিমল দাসকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাবলু বর্মনকে। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দলের একাংশ। সোমবার বিমলের নেতৃত্বে ডাবগ্রাম-১ ও ২ অঞ্চলের বেশকিছু নেতা মাথাবাড়িতে বৈঠক করেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিমল বলেন, '২২ বছর থেকে বিজেপির সঙ্গে আছি। বিভিন্ন পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছি। বিভিন্ন বুথ ও নীচুতলার কার্যকর্তাদের না জানিয়ে জেলা নেতৃত্ব মণ্ডল সভাপতি পদে বদল করেছেন।'

বিমলের দাবি, তাঁকে সরিয়ে দেওয়ায় তাঁর অন্তত ৫০ জন অনুগামী বসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানানো হবে।

ফুলবাড়ির বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ দাসের বক্তব্য, 'যাঁরা বিগতদিনে দলকে সহযোগিতা করেননি তাঁরা নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন। বাম-তৃণমূল থেকে যাঁরা দলে এসেছেন, তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুরোনো ও প্রবীণ বিজেপি নেতা-কর্মীরা প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না।' এভাবে চলতে থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকায় বিজেপির ফল খারাপ হতে পারে বলে চর্চা চলছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে। যদিও বিষয়টিকে 'মান-অভিমান' ও 'পরিবারের সমস্যা' বলে উল্লেখ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ মণ্ডল সভাপতি বাবলু। তিনি বলেন, 'সামান্য কিছু সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, সব পরিবারেই এরকম হয়। জেলা নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়েছে, সমস্যা মিটে যাবে।'

অন্যদিকে, ঘটনাটি জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন জেলা সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সর্বভারতীয় দল। এই দলে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে সবকিছু করা হয়। এরপরও যদি কারও কিছু বলার থাকে, সেটা দলের ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় বললেই হয়। বাইরে ক্ষোভ প্রকাশ করে আখেরে দলের কোনও লাভ হবে না।'

> ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সর্বভারতীয় দল। এই দলে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে সবকিছু করা হয়। এরপরও যদি কারও কিছু বলার থাকে, সেটা দলের ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় বললেই হয়। বাইরে ক্ষোভ প্রকাশ করে আখেরে দলের কোনও লাভ হবে না।
>
> **শ্যামল রায়** *জেলা সভাপতি বিজেপি, জলপাইগুড়ি*

রাস্তার শিলান্যাস

খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি, ১ এপ্রিল : রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের মঞ্জয়জোত এলাকায়। কালীভাসা সাব-সেন্টার থেকে দুধগেট পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করা হবে। মঙ্গলবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা হবে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল ছিল। পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছিল। যার ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল স্থানীয়দের। অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি তাঁরা। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সভাধিপতির পাশাপাশি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অটল চা বাগান থেকে ঘোষপুকুরের হাওদাভিটা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি গ্রামীণ রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের থেকে হিরাগছ পর্যন্ত সাড়ে ৫ কিমি রাস্তার জন্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

মারপিট

চোপড়া, ১ এপ্রিল : দু'পক্ষের মারপিটে উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুরের মনসুরা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এব্যাপারে থানায় লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পুড়ল গমখেত

চোপড়া, ১ এপ্রিল : মঙ্গলবার ফের চোপড়া থানা এলাকার দুটি জায়গায় গমখেত পুড়ল। এদিন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাপোখর এলাকায় প্রায় দু'বিঘা গমখেত পুড়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে ঘিরনিগাঁওয়ের মোলানি এলাকাতেও। স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, পাশের জমিতে নাড়া পোড়ানোর জেরেই বিপত্তি ঘটেছে।

ত্রিপাক্ষিকের বিরোধিতায় আমরা বাঙালির পথসভা। ছবি : রজতকান্ত দে

পথে আমরা বাঙালি

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে এপ্রিলের শুরুতেই দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে আগামী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সেই বৈঠকের আগেই বিরোধিতায় নামল আমরা বাঙালি।

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে পথসভা করে আমরা বাঙালি। 'বাংলা আমার দেশ, বাংলাকে ভালোবাসি' গানের মাধ্যমে পথসভা শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খুশিরঞ্জন মণ্ডল, দার্জিলিং জেলার সচিব শম্ভু সূত্রধর, কার্যালয় সচিব প্রবীরকুমার সিংহ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হারাধন বণিক, মহিলা সচিব পূর্ণিমা বাড়ুই, উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি নীতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ।

ত্রিপাক্ষিক নিয়ে যে তাঁরা ক্ষুব্ধ, তা স্পষ্ট ভাষায় জানান আমরা বাঙালির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খুশিরঞ্জন মণ্ডল। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ড তৈরি করা যাবে না। বৃহস্পতিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে ফের গোর্খাল্যান্ড তৈরির চেষ্টা হবে। এর বিরুদ্ধে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। এর আগেও আমরা গোর্খাল্যান্ড তৈরির আন্দোলনকে নস্যাৎ করেছি। প্রয়োজনে এবার আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

টাকা গায়েব

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : ব্যাংককর্মী পরিচয় দিয়ে ফোন। আর তাতে বিশ্বাস করে ওটিপি শেয়ার করতেই গায়েব ১৫ হাজার টাকা।

মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাংককর্মী পরিচয়ে ফোন পান বেলাকোবার শিকারপুকুর এলাকার অসীম কর্মকার। তাঁর দাবি, 'কেওয়াইসি আপডেট করার কথা বলে ফোন কার্ডের তথ্য চাওয়া হয়। ফোনে ওটিপি আসে। তা জানাতেই দু'ধাপে অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ ও ৫ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়।' টাকা হারিয়ে জলপাইগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় অনলাইনে অভিযোগ জানান তিনি। উদ্বেগের সুরে তিনি বলেন, 'আমি একজন চালক। একেকিছু জানা নেই। বুঝতেও পারিনি।'

পুড়েছে কীটপতঙ্গ, ময়ূরের ডিম

লাটাগুড়ি, ১ এপ্রিল : এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জ্বলতে থাকা ডুয়ার্সের বনাঞ্চলে বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবারও লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের বেশ কিছু স্থানে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে বন দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনও এগিয়ে এসেছে। তবে তার আগেই জঙ্গলের বহু ভেষজ গাছ সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। কীটপতঙ্গ ও পাখির বাচ্চা ও বিশেষ করে ময়ূরের ডিমের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রত্যেক রেঞ্জ অফিসারকে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের উত্তর মণ্ডলের মুখ্য বনপাল শ্যামকুমার মোলে জানান, সব রেঞ্জ অফিসারকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোটা শীতকালের পর বসন্ত শেষেও সেভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়নি ডুয়ার্সে। এদিকে ডুয়ার্সের গরুমারা, জলপাইগুড়ি ও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের একাধিক জঙ্গলে প্রায় প্রতিদিন আগুন লাগছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, আগুনে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। তারপর ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের চালসা রেঞ্জ ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের। গরুমারা জাতীয় উদ্যানেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে জঙ্গলের ছোট গাছের ক্ষতি তো হয়েছেই। সেই সঙ্গে কীটপতঙ্গ, পাখির শাবকরাও আগুনের শিকার হয়েছে বলে আশঙ্কা। তবে বন দপ্তরের সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ময়ূর ও বনমুরগির ডিমের ক্ষতি। এই সময় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে তারা। আগুনে সেই ডিমের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বনকর্মীদের একাংশই জানিয়েছেন, লাটাগুড়ি ও বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হাতিশুঁড়া, বনতুলসী, কেমুক, অশ্বগন্ধার মতো বিভিন্ন ভেষজ গাছ রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। আগুনে এই সমস্ত গাছের অনেকটাই একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, আগুনে যেমন গাছপালাছাড়াও ছোট-বড় বন্যপ্রাণীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই গোটা এলাকা দূষণের শিকার হয়। আগামীদিনে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।'

মঙ্গলবারও লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলে একাধিক জায়গায় আগুন লাগে। ঘটনার খবর পেয়ে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের বিট অফিসার সুজিত লেপচা ও ক্রান্তি পুলিশের ট্যুরিস্ট বন্ধু এএসআই সুরজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে বনকর্মী ও পুলিশকর্মীরা ফায়ার ব্লোয়ার দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলি টিম গঠন করা হয়েছে। বনকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আবর্জনায় দূষিত পরিবেশ, প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১ এপ্রিল : কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসস্ট্যান্ডের পাশে আবর্জনার স্তূপ। চাকুলিয়া বাজার, হাসপাতাল সংলগ্ন অঞ্চল ও বেলনের রামপুরে আবর্জনা জমে পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ঝাঁ চকচকে ভবনে বিচরণ গবাদিপশুর। ফলে এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে গোয়ালপোখর-২ ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ক্ষোভ বাড়ছে প্রতিটি গ্রামেই। বর্ষার সময়কাল নিয়ে আগাম আশঙ্কাও বাড়ছে। প্রশ্ন উঠছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা নিয়েও।

যদিও গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর বলেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে প্রকল্পের কাজ চালু করা হয়েছিল ঠিকই। কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করছি, খুব শীঘ্রই সব সমস্যা দূর করে প্রকল্পের কাজ চালু করা যাবে।'

২০২৩-এর শেষের দিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়েছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের গাড়ি ও বালতি দেওয়া হয়। কিন্তু বছর যেতে এক গাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ না হতেই কাজ বন্ধ করে দেয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের বক্তব্য, নজরদারির অভাবে ভবনগুলির দরজা, জানলা উধাও হয়েছে। বর্তমানে ভবনগুলিতে বিচরণ গবাদিপশুর। রাতে এমন পরিত্যক্ত ভবন দুষ্কৃতীদের আড্ডা। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

যদিও চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের বক্তব্য, 'প্রকল্পের কাজ চালানোর জন্য এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মজুরা এলাকার রাস্তা খারাপ থাকায় কাজ বন্ধ করেন তাঁরা। তবে রাস্তা সংস্কার করে শীঘ্রই প্রকল্পটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।' কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিপাতা এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ চালু হয়েছিল। জমির মালিক ও প্রশাসনের মধ্যে জমি বিতর্কে কাজ বন্ধ রয়েছে। কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইসার আহমেদের বক্তব্য, 'ভবন নির্মাণের পর জমির মালিক চাকরির দাবি করেছেন। প্রশাসন তা দিতে অস্বীকার করায় বেঁকে বসেছেন তিনি। শেষে মামলা গড়িয়েছে আদালতে। তারপর থেকে কাজ বন্ধ রয়েছে।' বেলন, সাহাপুর, নিজামপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও চালু হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রকল্পটি। মোটা অঙ্কের অর্থ তছরূপ করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারনা এলাকায় ঝাঁ চকচকে ভবন থাকলেও সেখানেও কোনও কাজ হয়নি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমিনা খাতুনের দাবি, 'রাস্তার সমস্যার জন্য কাজ আটকে রয়েছে। চালু করার চেষ্টা চলছে।'

এলাকার বাসিন্দা নরেশচন্দ্র সিংহের বক্তব্য, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সদিচ্ছার অভাব আমরা লক্ষ করছি। কোনও না কোনও বাহানা তৈরি করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। অর্থের অপচয় হয়েছে।'

এমন পরিস্থিতিতে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের দিশা কে দেখাবে, প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে।

> স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে প্রকল্পের কাজ চালু করা হয়েছিল ঠিকই। কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করছি, খুব শীঘ্রই সব সমস্যা দূর করে প্রকল্পের কাজ চালু করা যাবে।
>
> **সুজয় ধর, বিডিও, গোয়ালপোখর-২**

মুখ থুবড়ে পড়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প।

গুলি দিয়ে ‘গুলি’ খেলা শিশুদের

কীর্তনপাড়ায় দলঞ্চা নদীর তলায় ২৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : মার্বেল দিয়ে গুলি খেলা এখন অতীত। ইসলামপুরের পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কীর্তনপাড়ার শিশুরা ‘গুলি’ দিয়ে গুলি খেলায় মত্ত। গুলি মানে? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন বন্দুকের গুলি অর্থাৎ কার্তুজ। এক-দুটো নয়, ২৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে বাচ্চাদের থেকে। মঙ্গলবার শিশুদের এই কীর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে যান বাসিন্দারা। কোথা থেকে এল কার্তুজ? এই প্রশ্নের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর এখনও দিতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই হইচই পড়ে যায় ওই এলাকায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে কার্তুজগুলি উদ্ধার করে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, ‘প্রথমে ২১ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। পরে আরও চার রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া যায়। কার্তুজগুলি কোন বন্দুকের, কীভাবে ওখানে এল, সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু হয়েছে।’ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সমস্ত কার্তুজ বড় বন্দুকের।

ঘটনাক্রম

- সোমবার বাচ্চারা দলঞ্চা নদী থেকে কার্তুজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়
- মঙ্গলবার কার্তুজগুলো দিয়ে গুলি খেলছিল শিশুরা
- বিষয়টি নজরে আসে গ্রামবাসীদের
- বাচ্চাদের হাত থেকে কার্তুজগুলো নিয়ে তাঁরা খবর দেন থানায়
- পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে
- নদী থেকে আরও কার্তুজ উদ্ধার হয়
- কোথা থেকে এল এত কার্তুজ, তা অজানা
- স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ

কবে, কোথায়, কীভাবে কার্তুজগুলো খুঁজে পায় শিশুরা? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সোমবার বাচ্চারা প্রতিদিনের মতো খেলাধুলো সেরে দলঞ্চা নদীতে স্নান করতে নামে। নদীতে নামতেই তাদের পায়ের তলায় শক্ত কোনও জিনিস ঠেকার অনুভূতি হয়। বাচ্চারা নিজেদের মতো সেগুলো তুলে নেয়। তারপর যে যার মতো বাড়ি নিয়ে চলে যায়।

এদিন সকাল পর্যন্ত বিষয়টা কারও নজরে আসেনি। অভিভাবকরাও জানতেন না। বাচ্চারা ফের গুলি খেলতে বের হয়। কিছুদিন পরেই গ্রামে কীর্তনের অনুষ্ঠান হবে। তার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন কয়েকজন বাসিন্দা। সেই সময় বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। সকলেই হতবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের হাত থেকে তাজা কার্তুজগুলো নিয়ে তাঁরা খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে সেগুলি উদ্ধার করে।

ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমে যায়। আরও কার্তুজ থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় শিশুদের সঙ্গে কথা বলে গ্রামবাসীরা নদীতে সেই জায়গায় চলে যান। নদীতে নেমে নতুন করে বেশ কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া যায়। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস সেখানে পৌঁছে কার্তুজগুলো নিয়ে থানায় আসেন।

কীভাবে নদীতে এত কার্তুজ এল, তা এখনও জানা যায়নি। গ্রামবাসীদের প্রাথমিক ধারণা, বাইরে থেকে কেউ এসে হয়তো সেখানে ফেলে গিয়েছে। কিন্তু এত কার্তুজ কারও কাছে মজুত থাকার বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুলিশের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দা রতন কর্মকার বলেন, ‘চাঁদা তুলতে বেরিয়ে বাচ্চাদের গুলি নিয়ে খেলতে দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। হয়তো রাতের অন্ধকারে বাইরের কেউ এখানে এসে নদীতে কার্তুজগুলো ফেলে গিয়েছে।’ এদিকে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আড়ালে।। বক্সা টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অপূর্ব ঘোষ।

‘সব অভিযোগ ভিত্তিহীন’

কাঁচা রাস্তা পাকা হয়নি। পৌঁছায়নি পানীয় জল। আমআদমির সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন অরুণ ঝা

খতেজা খাতুন
প্রধান, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : দলে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

প্রধান : আমাদের অঞ্চলে গোষ্ঠীকোন্দল বলে কিছু নেই। দু-একজন আছে যারা দলের নামে বিরোধিতা করে। এই ধরনের লোক সবসময় থাকবে। তার জন্য উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

জনতা : ভদ্রকালী বাজার সহ বেশিরভাগ এলাকায় নিকাশিনালা গড়ে তুলতে পারেননি কেন?

প্রধান : নিকাশিনালার কাজ কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে। আশা করি দ্রুত কাজ শেষ করা যাবে।

জনতা : এখনও অনেকে জমির পাট্টা পাননি। এ ব্যাপারে আপনার নিষ্ক্রিয়তার কারণ কী?

প্রধান : নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমরা ফিল্ড ভেরিফিকেশনের কাজ নিয়মিত করে চলেছি।

জনতা : কাদোখোয়া সহ বহু এলাকায় কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ড সীমিত। তাই আমরা পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সাহায্য চেয়েছি।

জনতা : এখনও বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি। এটা কেন?

প্রধান : জলের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য কাজ কিছুটা পিছিয়েছে। ঠিকাদার সংস্থা জানিয়েছে, ল্যাব থেকে রিপোর্ট এলেই বাকি কাজ সেরে ফেলা হবে।

জনতা : নিয়মিত আবর্জনা সাফাই হয় না কেন?

প্রধান : সীমান্ত এলাকা হওয়ার দরুন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করতে বলা হয়েছে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে কেন?

প্রধান : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের একাংশ সাফাইয়ের কাজকে অন্য নজরে দেখছেন। তাই সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে আমরা তাঁদের নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছি।

জনতা : ভদ্রকালী থেকে রামগঞ্জ এবং সুজালির দিকে যাওয়ার মূল রাস্তা বেহাল। সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : রাস্তাটির কিছু অংশ যে বেহাল এটা ঠিক। আমরা ইতিমধ্যেই সংস্কার শুরু করেছি।

জনতা : আবাস যোজনা সহ অন্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষকে কাটমানি দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি কাটমনির অভিযোগ কেউ করবে না।

জনতা : জনশ্রুতি রয়েছে, গোবিন্দপুর মানেই গোলাবারুদের রাজনীতি। এমনটা কেন?

প্রধান : অনেকেই এমনটা মনে করেন আমি জানি। কিছু মানুষের জন্য এলাকার বদনাম হয়। কিন্তু গোবিন্দপুর অনেক বদলে গিয়েছে।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ২০
জনসংখ্যা : ৩৭,০৯৮ (*২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
আয়তন : ২৭.৫ বর্গকিলোমিটার

কাজ দেওয়ার নাম করে সিকিমে

মাদারিহাট, ১ এপ্রিল : জানুয়ারি মাসে মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজনাই চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের দুই বোনকে সিকিম নিয়ে যায় এক ব্যক্তি। দুজনই নাবালিকা। পরিচারিকার কাজ দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুই বোন যাওয়ার পর থেকেই তাদের আর ফোনে পেতেন না মা-বাবা। কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না তাদের সঙ্গে। আর কোনও উপায় না পেয়ে ১৮ মার্চ মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দুই বোনের বাবা। মঙ্গলবার সিকিম প্রশাসনের সহযোগিতায় মাদারিহাট থানার পুলিশ সিকিম থেকে উদ্ধার করে আনে বড় মেয়েকে। আর বাঙ্গাবাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে চন্দ্রবাহাদুর ছেত্রী নামে এক ব্যক্তিকে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আরেক বোনের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানান, চন্দ্রবাহাদুরকে সাতদিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে। এক বোনকে উদ্ধার করা হলেও আরেক নাবালিকার খোঁজ চলছে।

মিরিকে খাদে গাড়ি, মৃত এক

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মিরিকে পথ দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার এক গাড়িচালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ছয়জন। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন দুপুরে একটি ছোট গাড়িতে চেপে ছ’জন শিলিগুড়ি থেকে মিরিক হয়ে সুখিয়াপোখরির সেলমবংয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি মিরিকের গয়াবাড়ি জিরো পয়েন্টের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গাড়ির চালক অবিন রাইয়ের (৩০)। যাত্রীদের পুলিশ এবং স্থানীয়রা উদ্ধার করে মিরিক মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখান থেকে এক মহিলা সহ তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়।

অভিযোগ তুলতে চাপ

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : ধর্ষণের অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে মঙ্গলবার ইসলামপুর থানায় নালিশ জানালেন গ্রামের মহিলারা। গত মাসের শেষদিকে সাড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক নাবালকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাতে নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ও গ্রামের সব বাচ্চার নিরাপত্তার দাবি জানান গ্রামের মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, নাবালকের পরিবার বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত।

গোঁসাইপুরে শ্লীলতাহানি

বাগডোগরা, ১ এপ্রিল : টোটোয় যাওয়ার সময় এক মহিলা যাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ সমীর এবং খলিদ। ধৃতদের বাড়ি বাগডোগরার লোকনাথনগর এবং রেল কলোনি এলাকায়। সোমবার রাতে গোঁসাইপুরে টোটোয় ভাইকে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ।

পা পিছলে বধূর মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ১ এপ্রিল : খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কির নিউ মার্কেট এলাকায় রবিবার পা পিছলে পড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম চন্দনা মণ্ডল (৪৫)। তিনি সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ির বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

পদ ছাড়ছেন বিজেপির মনোজ

আলিপুরদুয়ার ও কামাখ্যাগুড়ি, ১ এপ্রিল : একই দিনে দুটি বড় ঘটনার সাক্ষী থাকল আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি। দলের জেলা সভাপতির পদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা চলছিল। একদিকে সেই পদের জন্য মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস। এদিকে, আলিপুরদুয়ার শহরে বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে এই মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফেসবুকে বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দলের আরেক জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ জানিয়ে দিলেন, তিনি দলের কোনও পদে আর থাকছেন না। তবে ফেসবুকে পোস্ট করলেও পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে মনোজ এখনও নেতৃত্বের কাছে কোনও চিঠি পাঠাননি বলে সূত্রে খবর।

এবার প্রশ্ন হল, এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না। এব্যাপারে বিজেপির জেলা স্তরের কোনও নেতাই মুখ খুলছেন না। তবে দলের মধ্যে যে আলোচনা চলছে, তা থেকে উঠে আসছে, মিঠুর ঘটনাটা ক্রিয়া, আর মনোজেরটা প্রতিক্রিয়া।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ার সেই পোস্টে নাম না করে দলের নেতাদের কাঠগড়ায় তুলেছেন মনোজ। ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘কয়েকজন নেতৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু কয়েকজন সাধারণ কর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত করে ও তাদের পছন্দের বিরুদ্ধে চাটুকারীকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্বাচনে দলের রেজাল্ট খারাপ হলে এর দায় তাদেরই নিতে হবে।’

ফেসবুক পোস্ট করার কিছুক্ষণ পরই মোবাইল বন্ধ করে দেন মনোজ। তাঁকে বারবার ফোন করেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর এই ফেসবুক পোস্টে বিজেপির সংগঠনের অন্দরে হইচই পড়ে গিয়েছে। এদিন কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন মনোজ। জানিয়ে দিয়েছেন, ‘এই পরিবেশে দলের কোনও দায়িত্বে থাকতে পারছি না। তাই দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি নিলাম।’ সাধারণ কর্মী হিসেবে বিজেপিতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলব। যদি কোনও রাগ-অভিমান থাকে তবে তা কথা বলে মিটিয়ে নেওয়া হবে।’

ক্ষোভ প্রকাশ ফেসবুকে

শহরে ফের টোটোর দৌরাত্ম্য

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : শহরজুড়ে ফের টোটোর দৌরাত্ম্য। মঙ্গলবার সুভাষপল্লির নেতাজি মোড়ে (হাতি মোড়) নম্বরবিহীন টোটো ঢুকে পড়ে। চালককে ঘুরে যেতে বলেন এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী। তোয়াক্কা না করে পুলিশকর্মীর সঙ্গে বচসা জুড়ে দেন চালক। এমনকি চালক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলেও অভিযোগ ট্রাফিককর্মী খোকন রায়ের। এরপর তিনি টোটোর চাবি নিতে যান। তাঁর হাত থেকে চাবি ছাড়ানোর চেষ্টা করেন চালক। দু’দিক থেকে টানাটানিতে বেঁকে যায় চাবি। পুলিশকর্মীর অভিযোগ, দুই মহিলা টোটোযাত্রী তাঁকে ধাক্কা দেন। যদিও তখনই প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। টোটো সহ চালককে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান স্থানীয়রা।

একদিকে যখন এই ঘটনা, অন্যদিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও এদিন দেখা গেল টোটোর দৌরাত্ম্য। হাসপাতালের পেছনে যানজটের কারণে শববাহী গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত দাঁড় করাতে বারণ করা হয়েছে। অথচ সেখানেই টোটো দাঁড় করাচ্ছিলেন চালকরা। অলিখিত স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলেছিলেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই এই ছবি ধরা পড়ছিল। অবশেষে এদিন প্রতিবাদ করেন শববাহী গাড়ি এবং অ্যাম্বুল্যান্সের চালকরা। ডেকে আনা হয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের। তাঁরা এসে টোটোগুলি সরিয়ে দেন। কয়েকঘণ্টা যেতেই ফের একইভাবে টোটোর দখলে চলে যায় জায়গাটি।

দুটি ঘটনা নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘অবৈধভাবে কোথাও টোটো দাঁড় করাতে দেওয়া যাবে না।’ কিন্তু তারপরেও শহরের ছবিটা কিন্তু বদলাচ্ছে না।

যদিও এ ব্যাপারে বৃহত্তর শিলিগুড়ি ই-রিকশা ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ পাল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বহু শোরুম গজিয়ে উঠছে। সেখানে দেদার টোটো বিক্রি হচ্ছে। টিসি নম্বর ল্যাপস হয়ে যাওয়া বহু টোটো রাস্তায় চলছে। এই বিষয়গুলির জন্য টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এটা দেখা উচিত।’

কয়েকদিন আগে সেবক রোডে টোটো আটকাতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী। ডিসেম্বর মাসে বেপরোয়াভাবে চলা একটি টোটো আটকাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল। হাসমি চক, বিধান রোডে টোটো সরাতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। এমন নানা ঘটনা হামেশাই ঘটছে শহরে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি আদৌ মিলবে? প্রশ্ন থেকেই যায়।

হাতি মোড়ে পুলিশকর্মীর সঙ্গে বচসা টোটোচালকের (ওপরে)। জেলা হাসপাতালে অলিখিত টোটোস্ট্যান্ড।

প্রতিবাদ

- প্রথম ঘটনায় নেতাজি মোড়ে টোটোচালকের সঙ্গে পুলিশকর্মীর বচসা
- চালক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ট্রাফিককর্মীর
- টোটো সহ চালককে আটক করা হয়
- দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে
- যত্রতত্র টোটো দাঁড় করানোর প্রতিবাদ করেন শববাহী গাড়ির চালকরা

পথে চললেই ধুলো মাখে গোটা শরীর

খড়িবাড়ি, ১ এপ্রিল : বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি রাস্তা মারুতি চা বাগান হয়ে বিহারের ভুটিচারি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। প্রায় দেড় কিলোমিটার এই রাস্তাটির অবস্থা বর্তমানে বেহাল। মারুতি চা বাগান পর্যন্ত রাস্তাটি পশ্চিমবঙ্গের অধীন। প্রতিদিন চা শ্রমিক সহ বহু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে বিহারে যাতায়াত করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হন। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়। যদিও রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা হবে বলে প্রশাসনিক আশ্বাস মিলেছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে ১০ বছর আগে এই রাস্তাটি আংশিকভাবে পাকা করা হয়েছিল। বাকি অংশ দীর্ঘদিন ধরেই কাঁচা। পাকা অংশের অবস্থা এখনও বেহাল। পিচের আস্তরণ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কাঁচা অংশে বড় বড় গর্ত। গাড়ি চলাচল করলে ধুলোয় ঢেকে যায় চারপাশ।

চা বাগানের কর্মী শংকর চৌধুরী বলেন, ‘রোগী, গর্ভবতীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় চরম সমস্যায় পড়তে হয়। টোটো ঢুকতে চায় না। বাইক চালাতে গিয়ে সমস্যা হয়। বর্ষায় রাস্তার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়।’

বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদ বলেছেন, ‘পঞ্চায়েতের অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে ওই রাস্তাটি পাকা করার বিষয়টি রাখা হয়েছে। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে রাস্তাটি পাকা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।’

রাস্তার অবস্থা যে খারাপ, সেটা স্বীকার করেছেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ। তাঁর কথা, ‘ওটা মহকুমা পরিষদের তরফে মেরামত করা হবে।’ মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় দ্রুত সংস্কার করা হবে।’ রাস্তাটি কবে সংস্কার হয়, এখন সেটাই দেখার।

মারুতি চা বাগান থেকে ভুটিচারি পর্যন্ত বেহাল রাস্তা।

জট কাটাতে পরিবেশমন্ত্রীকে চিঠি আনন্দের

বাগডোগরা, ১ এপ্রিল : মহানন্দা অভয়ারণ্যের চারদিকে ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা নিয়ে তৈরি হওয়া জট যেন খুলতেই চাইছে না। ফলে প্রস্তাবিত জোন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা কাটাতে মঙ্গলবার দিল্লি গিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দেখা করেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরই বিধায়ক দাবি করেন, ‘বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে চিঠি দিয়েছি। তিনি এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী মে মাসে শিলিগুড়িতেও আসবেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।’ এতে আদৌ কাজ হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হল ভোলানাথকে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ঠিক যেন বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে। সেই আয়োজন, সেই ধুমধাম। আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো নিয়ে রীতিমতো টানাটানি পরিস্থিতি। একের পর এক বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্নরকমের পদ রান্না করে যেন আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হচ্ছে ভোলেনাথকে। কারণ আর কয়েকদিন পরেই চড়ক। প্রাচীন এই লোক উৎসব ঘিরে এখন উৎসবমুখর পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গা পুরাতন কালীবাড়ি রোড এলাকা। খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, পাঁপড় ভাজা, মিষ্টি দিয়ে চলছে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো।

সকাল থেকে রান্নার প্রস্তুতি চলছে বুড়ি দাসের বাড়িতে। কারণ আজকে যে আইবুড়ো খাওয়ানো হবে মহাদেবকে। কী কী পদ রান্না হবে তা নিয়ে আগে থেকেই মেনু ঠিক করে রেখেছিলেন। বাড়িতে যেতেই চোখে পড়ল প্রস্তুতি চরমে। শুধু বুড়ির পরিবারই নয়, আশপাশের বাড়ির লোকজনরাও ওই আয়োজনে হাত লাগিয়েছেন। যে এলাকায় উৎসব চলছে। বুড়ি দাসের কথায়, ‘বাড়ির বড় ছেলের আইবুড়ো ভাত বলে কথা! যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য এতকিছুর আয়োজন।’

বাংলার প্রাচীন এই লোক উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দু’বছর আগে পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গার ইচ্ছেপূরণ কালীবাড়ি ময়দানে এই চড়কমেলা শুরু হয়। বছরে বছরে সেই আয়োজন যেন বেড়েই চলেছে। চৈত্র মাস পড়ার পর গঙ্গা নিমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে এই পুজোর শুরু হয়। বাজনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে এলাকার বাসিন্দারা গঙ্গা নিমন্ত্রণ করতে যান। তারপর আসে একেক বাড়িতে ভোলেনাথের আইবুড়ো ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ। সেইমতো একেক ভক্তের বাড়িতে মাঝেমধ্যে রাত্রিযাপনও করেন তিনি। চড়কমেলার পুজোর সঙ্গে জড়িত প্রধান সন্ন্যাসী বলাই ভৌমিক বলেন, ‘শিব, পার্বতীর বিয়ের আগে আমাদের এই পার্বণ চলছে। সন্ধ্যা হলে গাজনও করা হয়। এলাকার মানুষ আগ্রহের সঙ্গে এই পার্বণে অংশ নেন। চড়কপুজোর আগের দিন ভোলেনাথের অধিবাস হবে।’

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যস্ততার কারণে দিন-দিন অনেকটাই জৌলুস হারাচ্ছে বাংলার প্রাচীন লোক উৎসবগুলো। নতুন প্রজন্ম যাতে প্রাচীন এই লোক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেজন্য নিয়মনিষ্ঠা মেনে এই পুজোর আয়োজন করা হয় বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। কালী, শিব সেজে ঘুঘুমারি, দাসপাড়া, রথখোলা সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গাজন করছেন ভক্তরা। সঞ্জয় দাস নামে এক ভক্ত বলেন, ‘বাবার এই পুজোর জন্য সারাবছর আমরা অপেক্ষা করে থাকি। চড়কপুজোর মধ্যে দিয়ে এই পুজো শেষ হয়।’

পুরাতন কালীবাড়ি এলাকাজুড়ে এখন শিবঠাকুরের বিয়ের আবহ।

পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গায় প্রাচীন লোক উৎসব শিবঠাকুরের বিয়ে। চলছে আইবুড়ো ভাত পর্ব।

ভোটের আর্জি

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন এক ব্যক্তি। ওই কেন্দ্রের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের মৃত্যুর পর শূন্য হয়ে যায় আসনটি। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।

স্তব্ধ আদালত

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মাকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কাজে যোগ দিল না আইনজীবীদের তিনটি সংগঠন। তাদের দাবি, তিনি হাইকোর্টে যোগ দিলে সুনাম ও গরিমা নষ্ট হবে।

গায়িকার মৃত্যু

বাগুইআটির আবাসনে রহস্যমৃত্যু পানশালার গায়িকার। আগের রাতে বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন তিনি। তদন্ত করছে পুলিশ।

জাদুঘরে আতঙ্ক

কলকাতা জাদুঘরে বোমা রাখা নিয়ে আতঙ্ক ছড়াল। খবর পেয়ে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। যদিও কয়েক ঘণ্টার তল্লাশিতে কিছু মেলেনি।

সন্ন্যাসীর জটা-দাড়ি কাটল দুষ্কৃতীরা

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ এপ্রিল : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হয়েছেন সন্ন্যাসী হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। বর্তমানে তিনি তমলুকের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডের মহারাজ ছিলেন হিরণ্ময়। দাসপুরের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা শক্তিপদ মান্না তাঁর বাড়িতে মহারাজকে ভাগবত পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেইমতো সোমবার সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ শেষ করে এক শিষ্যকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় দুজন দুষ্কৃতী মহারাজের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। গলায় দড়ি দিয়ে চেপে ধরে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং দাড়ি ও মাথার জটা কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সঙ্গে থাকা শিষ্য। এরপর তাঁরই চিৎকারে স্থানীয় ভক্তরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এরপর মহারাজকে উদ্ধার করে প্রথমে দাসপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে ঘাটাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাটের মাধ্যমে সেখান থেকে তমলুকের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন শুভেন্দু অধিকারী।

এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছেন ঘাটালের বিধায়ক। যদিও এই ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'ওপার বাংলায় চিন্ময় প্রভুর মতো এরাজ্যেও হিন্দু সন্ন্যাসীরা আক্রান্ত। কোনও নিরাপত্তা নেই তাঁদের। এই ঘটনায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রেষারেষির ফল। এর সঙ্গে রাজনীতি বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের কোনও যোগ নেই।

হাইকোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১ এপ্রিল : মালদার মোথাবাড়িতে যেতে চেয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়। চলতি সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা।

বিস্ফোরণের পরের দিন পড়ে শুধুই ইট-পাথর। মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমায়। -পিটিআই

এনআইএ তদন্ত দাবি সুকান্তর

বাজি বিস্ফোরণ নিয়েও রাজনীতি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : পাথরপ্রতিমায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলা শাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। মঙ্গলবার ঢোলাহাট থানার পুলিশ আটক করে বণিক পরিবারের বড় ছেলে চন্দ্রকান্ত বণিককে। তাঁদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাজি তৈরির অভিযোগ ওঠে। ওই বাজি কারখানাতেই সোমবার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় ৪ শিশু সহ পরিবারের ৮ সদস্যের।

ঘটনার পরেই বণিক পরিবারের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে যান। ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

> ২০২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যুর ঘটনার দু'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ভূপতিনগর, এগরা, বজবজ, কল্যাণী তালিকাটা দিনে দিনে দীর্ঘ হচ্ছে। বাংলায় বারবার কেন এই ঘটনা ঘটছে তার জবাব নেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানান, কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শীঘ্রই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এই ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি লিখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন সুকান্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আগেই বলেছিলাম, দু-তিন মাসের মধ্যে এমন ঘটনা বাংলায় ঘটবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা বাংলাকে বারুদের স্তূপের ওপর বসিয়ে রেখেছেন। এই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী অপদার্থ। এত বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল অথচ গোয়েন্দা দপ্তর জানেই না। এর পিছনে জামাতের লোকেরা যুক্ত রয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে 'অদক্ষ পুলিশমন্ত্রী' বলে তোপ দেগেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, '২০২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে চার জনের মৃত্যুর ঘটনার দু'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ভূপতিনগর, এগরা, বজবজ, কল্যাণী তালিকাটা দিনে দিনে দীর্ঘ হচ্ছে। বাংলায় বার বার কেন এই ঘটনা ঘটছে তার জবাব নেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে।'

নবীন-প্রবীণের ভেদ মেটানোর তৎপরতা

ববি-অভিষেকে নয়া চর্চা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : দলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে বারবার অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় রাজনীতিতে ফিরহাদের অন্য মেরুতে অভিষেক রয়েছেন বলেই মনে করেন অনেকে। এরই মধ্যে সোমবার রাতে ফিরহাদের চেতলার বাড়িতে ইদ উপলক্ষ্যে দাওয়াতে হঠাৎ হাজির হলেন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। অভিষেককে স্বাগত জানাতে বাড়ির বাইরে ফিরহাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসেন তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনীও। প্রতি বছরই ইদের দিন বাড়িতে দাওয়াত দেন ফিরহাদ। সেখানে দলের অনেকে এর আগে উপস্থিত থাকলেও অভিষেককে কোনওদিন দেখা যায়নি। এবার নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে দলের মধ্যে যখন জোর বিতর্ক চলছে, তখন ফিরহাদের বাড়িতে অভিষেকের যাওয়া নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

সোমবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেড রোডে ইদের নমাজে হাজির

ইদের দিন একই ফ্রেমে অভিষেক-ফিরহাদ, দলে জল্পনা তুঙ্গে।

হয়েছিলেন অভিষেক। আর রাতে ফিরহাদের বাড়িতে তাঁর পৌঁছে যাওয়ার পিছনে অন্য রাজনীতি রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তৃণমূলের একাংশের মতে, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের মধ্যে কোনও বিভেদের ছবি সামনে আনতে দিতে চান না মমতা ও অভিষেক দু'জনেই। কারণ, বিভেদের ছবি সামনে এলে দলের মধ্যে সমস্যা তৈরি হবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাতে অস্বস্তিতে পড়তে হবে দলকে। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে পারে। সেই কারণেই মমতা ও অভিষেক প্রতিটি পদক্ষেপ করছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। ইদের নমাজে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ফিরহাদের বাড়িতে অভিষেকের যাওয়ার পিছনে এই রাজনৈতিক সমীকরণই কাজ করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

একইসঙ্গে তৃণমূল সূত্রে খবর, ফিরহাদের মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেখা যেতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় শোনা গিয়েছিল, বসিরহাট কেন্দ্রে প্রিয়দর্শিনী প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু তখন তা হয়নি। ইতিমধ্যেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম প্রয়াত হয়েছেন। ওই আসনটি শূন্য রয়েছে। যে কোনওদিন ওই আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেখানে এবার প্রিয়দর্শিনীকে প্রার্থী করতে পারে দল। তিনি এখন মহিলা তৃণমূলের সম্পাদক পদে রয়েছেন। চেতলায় তিনি ফিরহাদের সংগঠনের অনেকটাই দেখভাল করেন। তাই বসিরহাট কেন্দ্রে প্রিয়দর্শিনী প্রার্থী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ফিরহাদের বাড়িতে অভিষেকের সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী ও সুব্রত বক্সীকে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য যোগ দিয়েছিলেন ফিরহাদও। তাই তাঁর বাড়িতে অভিষেকের যাওয়ার পিছনে এই রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে।

অনলাইনে নজরদারি

কলকাতা, ১ এপ্রিল : নতুন অর্থবর্ষ শুরু হতেই সব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর অনলাইনে নজরদারি ব্যবস্থা চালু করল রাজ্য সরকার। বাধ্যতামূলকভাবে এই ব্যবস্থা করতে হবে বলে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ দপ্তর। এই নজরদারির কাজের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ইউনিফায়েড প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ইউপিএমএস পোর্টাল চালু করেছে। পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, জলসম্পদ, কেএমডিএ এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে এই পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে।

অর্থ দপ্তর ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এইসব দপ্তর ও সংস্থার সমস্ত প্রকল্পের প্রক্রিয়া এপ্রিল থেকে অনলাইনে এই পোর্টালের মাধ্যমে করতে হবে। অফলাইনে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। কোনও প্রকল্পের সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি ওই পোর্টালের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে।

অনুপস্থিত বিধায়কদের সতর্কবার্তা

মনোজ কোথায়, বিস্ময় তৃণমূলে

কলকাতা, ১ এপ্রিল : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ার পরই রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিকে। কলকাতার নবমহাকরণে তাঁর একটি ঝাঁ চকচকে অফিস রয়েছে। বিধানসভাতেও তাঁর জন্য বরাদ্দ ঘর রয়েছে। কিন্তু নবমহাকরণে তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি দীর্ঘদিন।

বিধানসভার শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনের একদিনও তিনি হাজির হননি। এমনকি বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের অফিসে মনোজ তিওয়ারির যে ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে, সেখানে ফোন করলে প্রতিবারই সুইচড অফ পাওয়া যায়। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ১৯ ও ২০ মার্চ সব বিধায়ককে হাজির হওয়ার জন্য হুইপ জারি করেছিলেন মুখ্যসচেতক। কিন্তু একদিনও তিনি হাজির হননি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিধানসভায় নিয়মিত গরহাজির থাকা বিধায়কদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করে তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

ওই তালিকা তৈরি করার সময় দেখা গিয়েছে, প্রায় ৫০ জন বিধায়ক ঠিকমতো হাজির হননি। তার মধ্যে মনোজ তিওয়ারি একজন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও একদিনও আসেননি। গরহাজির থাকা বিধায়কদের ডেকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। কিন্তু মনোজ মন্ত্রী হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই মনোজের এই গরহাজির থাকার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন পরিষদীয় মন্ত্রী তথা তৃণমূলের বিধানসভার শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

মনোজকে এই নিয়ে ফোন করা হলেও তাঁর ফোন পাওয়া যায়নি, বন্ধ ছিল। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, মনোজ ইদানীং দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রী খুব শীঘ্রই মনোজকে ডেকে কথা বলবেন। তাঁর বক্তব্য শোনার পরই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলার বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তি চলতি মাসে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। তাদের মধ্যে ৭ লক্ষ ৪১ হাজারের বেশি উপভোক্তা বাড়ির লিনটন অবধি কাজ করে ফেলেছেন। লিনটন পর্যন্ত কাজ করা উপভোক্তাদেরই টাকা দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, ১ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। প্রায় ৩ লক্ষ উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেও তাঁদের বাড়ি লিনটন পর্যন্ত হয়নি। সেই কারণে তাঁদের এখনই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের বাড়ির কাজ লিনটন পর্যন্ত হওয়ার পরই তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন।

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'লিনটন পর্যন্ত হয়ে যাওয়া বাড়িগুলির দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আমরা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছি। বাকি উপভোক্তাদের লিনটন পর্যন্ত বাড়ির কাজ হলে তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন। এর ফলে এখনও যে সমস্ত উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি বা যাঁদের কাজের গতি কম, তাঁরা উৎসাহিত হয়ে বাড়ি তৈরির কাজ করবেন বা শুরু করবেন।'

একই সঙ্গে পঞ্চায়েত মন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'আমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তার মধ্যে ওই উপভোক্তারা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু না করলে তাঁদের টাকা ফিরিয়ে নেওয়া হবে। যাঁদের বাড়ি নেই তাঁদের আমরা সেই টাকা দেব।'

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ২৮ লক্ষ উপভোক্তার নামের তালিকা পঞ্চায়েত দপ্তরের হাতে রয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

এবারের বাজেটে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৮ লক্ষকে প্রথম কিস্তির টাকা জুন মাসে ও দ্বিতীয় কিস্তি ডিসেম্বর মাসে, বাকি ৮ লক্ষকে প্রথম কিস্তির টাকা ডিসেম্বরে ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তখনই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁদের বাড়ির কাজ লিনটন পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বরাদ্দ করতে। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু করেছে পঞ্চায়েত দপ্তর।

উত্তরে রেকর্ড সদস্য এসএফআইয়ের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ এপ্রিল : সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের নজরে এবার উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮,৩১,২৮১। প্রতি বছরের মতো এবছরও তাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযানের তথ্য জানিয়েছে এসএফআই। তারা দাবি করেছে, উত্তরবঙ্গে, বিশেষত চা বলয়ে ও জঙ্গলমহলে রেকর্ড সংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে সংগঠন। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ের বিস্তীর্ণ চা বলয় জুড়ে ৪০ শতাংশ সদস্য বেড়েছে তাদের।

এসএফআইয়ের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'চা বাগানের দুঃখ, দুর্দশার কথা আমরা বলে এসেছি। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় আমাদের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। প্রান্তিক মানুষদের একত্রিত করতে সারা বছর জুড়ে আমরা কাজ করব।' এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্য্যি বলেন, 'উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তরবঙ্গের ৬-৭টি জেলায় আমাদের সদস্য কমে যায়নি। দিনহাটায় ৯-১০ শতাংশ সদস্য বেড়েছে।'

'২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে চলতি শিক্ষাবর্ষে নতুন সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করেছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। ২০১১ সালের পর ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ৮ লক্ষের গণ্ডি টপকায় এসএফআই। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এসএফআইয়ের সদস্য সংখ্যা পৌঁছায় ৮,৩০,৮৪৯-য়। চলতি বছর সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে। এসএফআইয়ের দাবি, গোটা রাজ্যজুড়ে তারা যেভাবে পথে নেমেছে তাতে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই জানায়, উত্তরবঙ্গে তারা রেকর্ড মাত্রায় সদস্য সংগ্রহ করেছে। জঙ্গলমহল এক সময় সিপিএমের ঘাঁটি ছিল। ২০১১ সালের পর থেকে সেই জমি হারিয়েছে সিপিএম। কিন্তু এদিন এসএফআইয়ের তরফে দাবি করা হয়, জঙ্গলমহলেও ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয়, বাঁকুড়ায় ৩৫ শতাংশ, ঝাড়গ্রামে ১৮ শতাংশ, বেলপাহাড়ি, কেশপুর, শালবনি, ঘাটাল, কাঁথি, নন্দীগ্রামের মতো এলাকায় এসএফআইয়ে

এগিয়ে চা বাগান, জঙ্গলমহল

যোগদান করেছেন পড়ুয়ারা। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজেও তাদের সংগঠন গড়ে তোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এসএফআইয়ের দাবি, নতুন মেডিকেল কলেজগুলিতে তারা ইউনিট তৈরি করতে চলেছে।

বিরোধীদের কটাক্ষ, যে সংখ্যক সদস্য সংখ্যা প্রতিবছর প্রকাশ করে সিপিএম ও তাদের ছাত্র ও যুব সংগঠন, সেই সংখ্যা ভোট বাক্সে প্রতিফলন ঘটে না কেন? রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএম ছাত্রযুবদের সামনে এনে আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে লড়াইয়ের জমি তৈরি করতে চাইছে। তাই ডিওয়াইএফআই বা এসএফআইয়ের মতো সংগঠনগুলিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি নির্বাচনের আগে তাদের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরতে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

রৌদ্রতপ্ত দিনে ধর্মতলায়। মঙ্গলবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

পালটা কর্মসূচি নয়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : হিন্দুদের অপমান করছে বিজেপি, রামনবমীর অস্ত্রমিছিল নিয়ে গেরুয়া শিবিরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

তিনি বলেন, 'হিন্দুদের উৎসব রামনবমী। ১০০০ বছর ধরে এই দিন রামের জন্মতিথি হিসেবে পালিত হচ্ছে। বিজেপি বা আরএসএসের কোনও অধিকার নেই এই ব্যাপারে হিন্দুদের জ্ঞান দেওয়ার। হিন্দুরা জানে তাদের নিজ উৎসব কীভাবে পালন করতে হয়। বিজেপি এমন ব্যবহার করছে যেন হিন্দুদের তারা নতুন করে নিজেদের ধর্ম শেখাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, রামনবমীতে বিজেপির পালটা কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল ভাবছে না। বরং প্রশাসন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রামনবমীতে রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপরেই। তাছাড়াও রামনবমীর মতো কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার বিজেপি বা আরএসএসের নেই।

বই উৎসব যেন চৈত্র সেল বইপাড়ায়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : কলকাতার গড়িয়াহাট, হাতিবাগান সহ নানা বাজারে চলছে চৈত্র সেল। বছরের এই সময় অনেক ছাড়ে জামা-কাপড় কিনতে ভিড় জমছে কলকাতার দুই প্রান্তে। একইভাবে বইপ্রেমীদের জন্য কলকাতার বইপাড়া বলে খ্যাত কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারে শুরু হল বই উৎসব।

চৈত্র সেলের মতোই এখানেও ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়ে বই কিনতে পারবেন বইপ্রেমীরা। সবটাই নির্ভর করছে দরদাম করার ওপর। মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর উদ্যানে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কবি জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, শ্রীজাত, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে প্রমুখ। বই উৎসব চলবে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

ত্রিদিববাবু বলেন, '২০১৩ সালে বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রিটের জন্য কিছু করুন। সেখানে বইমেলা করা যায় কি না চিন্তাভাবনা করুন। সেই মতো ওই বছর পয়লা বৈশাখ আমরা বইমেলা করেছিলাম। কিন্তু ওই সময় গরম চলায় আমরা বসন্ত উৎসব করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বইমেলা শেষ করার পর বসন্ত উৎসব হওয়ায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আমরা এই সময়কে বেছে নিলাম। বইপাড়ায় বই উৎসব নাম আমাদের সকলের পছন্দ হল। সেই মতো আমরা এখানে এই উৎসব শুরু করলাম।'

বই উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে বিশিষ্টরা। মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারে।

দেবাশিস কুমার বলেন, 'আমি গড়িয়াহাটে থাকি। সেখানে এখন পুরোদমে চলছে চৈত্র সেল। এখানে এসে আমার মনে হল, বইপাড়াতেও চৈত্র মাসে বই সেল শুরু হয়েছে। এই উৎসব বইপ্রেমীদের আরও আকর্ষণ করবে।'

মঙ্গলবার বিকাল থেকেই সাজতে শুরু করেছে কলেজ স্কোয়ার। কলেজ স্ট্রিটের প্রায় সমস্ত নামী পাবলিশার এখানে স্টল দিয়েছেন। রোদের তাপ কিছুটা কমতেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন বইপ্রেমীরা। নতুন সাহিত্যিকদের বইয়ের পাশাপাশি মিলছে দুষ্প্রাপ্য বইও। সেই বইয়ের আকর্ষণও কম নয়। কলেজ স্কোয়ারের গেটে ঢুকতেই বাঁ-হাতে ওই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের স্টল। এদিন থেকেই সেখানে ভিড় খারাপ নয়। অন্য স্টলগুলিতেও ঢুঁ মারতে শুরু করেছেন অনেকে।

তবে কি বইয়ের চাহিদা কমছে? সেই কারণেই এই সেল? আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন ত্রিদিববাবু। তিনি বলেন, 'বইমেলায় বই বিক্রি প্রতি বছর বাড়ছে। গত বছরের তুলনায় এবছর ১৫ শতাংশের বেশি বই বিক্রি হয়েছে। তাহলে কী করে বলব, বই পড়ার আগ্রহ কমছে? বরং আমি মনে করি বই বিক্রির প্রবণতা অনেক বাড়ছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩১২ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ চৈত্র ১৪৩১

সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে কেউ কম যায় না। হিন্দুত্বকে রাজনীতির অঙ্গ করে তোলায় কার্যত চ্যাম্পিয়ন বিজেপি। মুসলিম লিগের অভিমুখ আবার বিপরীতমুখী। উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি, বিহারের জনতা দল (ইউনাইটেড) সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করতে ও ধরে রাখতে বিভিন্ন সময় সচেষ্ট ছিল। সেই পথে অনেকদিন আগে পা বাড়িয়েছিল তৃণমূল। সংখ্যালঘু সমর্থন নিশ্চিত করার অ্যাজেন্ডা প্রধান হয়ে উঠেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কাছে।

যে কারণে যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে আপত্তি নেই বলে মন্তব্য শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রীর মুখে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় দলের আসন সংখ্যা কমে যাওয়ার পর আরও বেশি করে সংখ্যালঘু নির্ভরতা বেড়েছিল তাঁর দলের। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে আবার হিন্দু ভোটকে সংহত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। দয়া করে হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট দিন গোছের কার্যত কাকুতিমিনতি শোনা যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণে।

কিন্তু ইদের অনুষ্ঠানে গিয়ে মমতা যে ভাষায় ভাষণ দিলেন, তা রাজনীতির ধর্মীয়করণের সব রেকর্ড ভেঙে দিল। কলকাতায় ইদের দিন রেড রোডে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সমাবেশকে তিনি ব্যবহার করলেন একইসঙ্গে বিজেপি ও সিপিএমের বিরোধিতায়। ধর্মীয় কর্মসূচি থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের অভিযোগ তুললেও সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাতে সংখ্যালঘুমাত্রই তৃণমূল সমর্থক- এই ধারণাটা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে।

একইভাবে হিন্দুত্ব রক্ষায় তারাই একমাত্র ঠিকাদার বলে বোঝানোর চেষ্টা করে বিজেপি। সব হিন্দুকে দলীয় ভোটব্যাংকে শামিল করার ষোলোআনা লক্ষ্য থাকে বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের সেই মেরুকরণকেই যেন শক্ত করে দিলেন মমতা। রাজনৈতিক আদর্শের বদলে ধর্মবিশ্বাসকেই রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে উভয় শিবিরের এই তুলে ধরার প্রয়াস ভয়ংকর। মুখে সব পক্ষ সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের কথা বললেও আচরণে ও কথায় বিপরীতমুখিনতা স্পষ্ট।

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তি। কিন্তু বিজেপি ও তৃণমূলের পদক্ষেপ তার বিপরীত। সংবিধানের নাম করে এতে দ্বিচারিতা করা হচ্ছে। এই দ্বিচারিতা কৌশলে সমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মীয় বিশ্বাসই ভিত্তি- এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। রেড রোডে ইদের দিন মমতার ভাষণে 'ওদের ধর্ম' শব্দবন্ধনীটি বিজেপির মেরুকরণের কার্যত বিকল্প সংস্করণ। যে মন্তব্যকে মমতার দিকে ঘুরিয়ে মেরুকরণের পালটা অস্ত্র করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু।

এই দ্বিমেরুকরণের চেষ্টার পাশাপাশি ধর্মীয় সমাবেশে রাজনৈতিক ভাষণ উদ্বেগজনক নজিরের জন্ম দিল। ইদ উপলক্ষ্যে সমাবেশ মানে সেখানে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের উপস্থিতি। সেই ধর্মের সবাইকে তৃণমূল সমর্থক ধরে ভাষণ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নয়, তাঁর ভাষণ হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যিনি দল, মত, জাত, বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের সকলের অভিভাবক। কিন্তু ভাষণে তিনি হয়ে গেলেন একপাক্ষিক।

এই ভয়ংকর প্রবণতা ধর্মনিরপেক্ষতা তো বটেই, গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলেও কুঠারাঘাত করছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সদ্য মহাকুম্ভমেলা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলায় তেমনই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের পালটা ন্যারেটিভ তৈরি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি যেমন রামনবমী উদযাপনকে অস্ত্র করছে, তৃণমূল তেমনই গত কয়েক বছর হনুমান জয়ন্তী নিয়ে মাতামাতি করেছে।

ধর্মীয় সমাবেশে রাজনীতির চর্চার মতো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাত বা বিরোধিতা প্রকাশ্যে চলে আসছে। বিজেপিকে মোকাবিলার নামে তৃণমূলের হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে ধর্মই। ধর্মের এই দ্বিমেরুর ফলে ধর্মকে সরাসরি অস্ত্র করে না- এমন দল পিছিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, ভোট ইত্যাদি আসলে হয়ে উঠছে দুই ধর্মের প্রতিযোগিতা। সংবিধানবিরোধী এক আচারের জন্ম হচ্ছে ভারতে।

অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষন্নতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছে। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের মন্তব্য আপত্তিকর এবং নিন্দাজনক। এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে ভারতের চিকেন নেক করিডরকে ঘুরপথে দুর্বলের তকমা দেওয়া হচ্ছে। যা আসলে দীর্ঘমেয়াদি অভিসন্ধির সূত্রপাত মাত্র। একে সহজভাবে দেখা উচিত নয়।

- হিমন্ত বিশ্বশর্মা

ভাইরাল

কোপা পেরু টুর্নামেন্টে হুয়াকুইলস ও ম্যাগডালেনার ম্যাচ চলছিল। ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল হুয়াকুইলস। খেলার শেষ দিকে ম্যাগডালেনার কোচিং স্টাফ রেফারির দিকে তেড়ে যান। একেবারে ক্যারাটে স্টাইলে লোকটির মুখে লাথি মারেন রেফারি। ফলে বাতিল হয় ম্যাচ।

আজ

১৯৮১

কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অজয় দেবগন।

সোজা-সাপটা

যদি কোনও পুরুষ কয়েদি আড়াই বছর শান্ত হয়ে থাকত, সে বিয়ের ছাড়পত্র পেয়ে যেত। মেয়েদের ক্ষেত্রে সময়টা ছিল এক বছর।

আন্দামানে বন্দিদের স্বয়ংবরসভার চল ছিল

প্রফুল্ল রায়

আমি তখন মুম্বইতে। সেসময় বেকারত্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতান্ত কম। মনে নেই, কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনের খবর বেরোল কাগজে।

একজন শিল্পপতি এসেছেন। তিনি সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। হঠাৎ তাঁকে একজন ছাত্র বলল, এই যে ডিগ্রি আমাকে দেওয়া হচ্ছে তা কি আমায় চাকরি দেবে? ভিসি বলেছিলেন, ডিগ্রি দিতে পারি, চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

সেই বোধহয় প্রথম কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। এই ঘটনা আমাকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছিল। লিখেছিলাম, 'মহাযুদ্ধের ঘোড়া'। 'ক্ষমতার উৎস' উপন্যাসে একটা লোক অত্যন্ত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাকে জোর করে নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়েছিল। সে জিতল। আর তারপর তাকে ঘিরে শুরু হয়েছিল দুর্নীতি। পরে সে হেরেও যায়। তারপর সে ফিরে দেখতে চেয়েছিল, কেন সে হেরেছে! শেষে তার তৈরি মাসলম্যানরাই তাকে হত্যা করে।

'পূর্বপার্বতী' আমার প্রথম উপন্যাস। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর আমি হাতে নিয়ে দেখে যেতে পারিনি। লোটাকম্বল নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম আন্দামানে। অসংখ্য উদ্বাস্তুর সঙ্গে। আমার বাউন্ডুলে মন। আর যাযাবরী ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আমিও এক ছিন্নমূল মানুষ চলেছি নিরুদ্দেশের টানে। এমভি আন্দামান জাহাজে। সঙ্গে সাত-আটশোর বেশি উদ্বাস্তু। সে যে কী কঠিন ব্যাপার, কী বলি! ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা। যাওয়ার সময় একবার ঝড়ের মুখেও পড়েছিলাম।

এই পর্বের মাঝখানে আমার আরেকটা সময় কেটেছে। সেই অভিজ্ঞতাও খুব কম কিছু নয়। দেশভাগের জেরে এই বাংলায় চলে আসার পর মাঝখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি বিহারে। এখন ভাবি, কত বিপুল অভিজ্ঞতা হল আমার। কত না মানুষ জীবনে দেখেছি।

'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসই হয়তো আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। দারুণ রিঅ্যাকশন হয়েছিল শুরুতেই। যখন উপন্যাসটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তখনই তা টের পেয়েছিলাম। এজন্য আমি সাগরময় ঘোষের কাছে আজীবন ঋণী। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যুগান্তর পত্রিকায় পোস্ট এডিট পর্যন্ত লিখেছিলেন। শুধু কি তাই? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'য় একটা গোটা অধ্যায় 'পূর্বপার্বতী' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এসব কথা আমি শুনতে পাই আন্দামানে বসে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মুখে। আশুদাও তখন আন্দামানে এসেছেন।

আন্দামানের দুশো চারটির মধ্যে সাত-আটটা দ্বীপেই মিষ্টি জল আছে। এর মধ্যে সাউথ, নর্থ এবং মিডল আন্দামান রয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারে তখন সাধন রাহা ছিলেন। রিফিউজি সেটলমেন্টের একজন বড় কর্তা। ওঁর সঙ্গে সেসময় আলাপ হয়েছিল। অসম্ভব উদ্যোগী মানুষ। সহৃদয়। পুনর্বাসন এবং ভূমি সংস্কার, এই দুই কাজে মস্তবড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওঁর কাছে দু'দিন থেকে আমি চলে গিয়েছিলাম নর্থ আন্দামানে। এমভি চলুঙ্গা জাহাজে চেপে। সঙ্গে অনেক উদ্বাস্তু। যেতে লেগেছিল চব্বিশ ঘণ্টা। উপসাগরের কাছে একশো কুড়ি মাইল দূরে একটা জায়গায় জাহাজটা নোঙর ফেলেছিল। সেখান থেকে স্পিড বোটে করে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম, জলের নীচে হাঙরের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যাব গভীর অরণ্যের মধ্যে। মাটিতে নামার পর আমাদের সারা গায়ে একটা লোশন মাখিয়ে দিয়েছিল। সেই লোশন মাখলে নাকি গায়ে জোঁক বসতে পারবে না। সেখানে আমাদের যারা নিতে এসেছিল, তাদের বেশিরভাগই একসময় কালাপানির কয়েদি। এদের মধ্যে একজন পালসাহেব। বিশালদেহী রোমশ মানুষ। ওঁকে নিয়ে পরে লিখেওছি।

আপনারা জানেন, ১৯৩৫ পর্যন্ত বর্মা ছিল ভারতের একটা 'প্রভিন্স'। ওখানকার দাগি অপরাধীদের একসময় আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতীয় সেনাদেরও ওখানে পাঠানো হয়েছিল। এটাও নিশ্চিতভাবে কারও অজানা নয় যে, একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও আন্দামানে চালান করে দেওয়া হত। আন্দামানে সেলুলার জেল বানানো হয়েছিল ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে। এর মূল কাজটি করেছিল কয়েদিরাই। মনে করিয়ে দিই, উল্লাসকর দত্ত, সাভারকর, গণেশ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল। পুরুষদের যেমন সেলুলার জেল, তেমন মেয়েদের ছিল সাউথ পয়েন্ট জেল। কারও পালানোর উপায় ছিল না। জলে নামলেই হাঙরে খাবে। মহিলা খুনিদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। পেশোয়ারি, বার্মিজি মহিলা খুনি বেশি ছিল। যদি কোনও পুরুষ কয়েদি আড়াই বছর শান্ত হয়ে থাকত, তো সে বিয়ের ছাড়পত্র পেয়ে যেত। মেয়েদের ক্ষেত্রে সময়টা ছিল এক বছর।

প্রতি রবিবার একটি করে স্বয়ংবরসভা বসত। একজন অফিসার এই বিয়ের ব্যাপারটি তত্ত্বাবধান করতেন। অসংখ্য পুলিশ বন্দুক বাগিয়ে নজর রাখত। কেউ যাতে বেয়াদপি না করতে পারে। পুরুষ কয়েদিরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মেয়েটিকে তাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। মেয়েটি যদি কাউকে পছন্দ করত তো, সেখানেই দাঁড়িয়ে যেত। তারপর দেখা হত, উভয়ের পছন্দ হয়েছে কি না! হলে বিয়েটা হয়ে যেত। প্রয়োজনে তাদের দুজনকে একান্তে কথা বলতে দেওয়ার রীতিও ছিল।

পোর্ট ব্লেয়ারে সাদিপুর বলে একটা জায়গা ছিল। ওখানে গিয়ে তারা ঘরগেরস্থালি পেতে বসত। সরকার থেকে কাজ দেওয়া হত। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা পিডব্লিউডি-তে। এদের সন্তানসন্ততিদের বলা হত, 'লোকাল বর্ন'। এরা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। যে যার মতো ধর্মাচরণ করতে পারত। এখানে 'ইন্টারকাস্ট' বিয়ে প্রায়ই হত। খোঁজ নিয়ে পরে দেখেছি, এদের মধ্যে আইএএস পর্যায়ে কেউ কেউ চাকরিও

পেয়েছেন। এখানকার মানুষদের মধ্যে প্রচুর বার্মিজ ছিল। এইসব চরিত্রদের নিয়ে আমার উপন্যাস 'সিন্ধুপারের পাখি'। কোনও পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি, প্রকাশক সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে বই প্রকাশ করেছিলেন। আমাকে আন্দামান যাওয়ার অর্থ জুগিয়েছিলেন সেই প্রকাশকই।

এই সময় আমার আর্থিক অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। জীবনের সংগ্রাম কিছুটা কমেছে। আন্দামান থেকে ফিরে এসে লিখেছিলাম, 'নোনাজল মিঠে মাটি' উপন্যাস।

কেন গিয়েছিলাম আন্দামান? এই প্রশ্ন সেই সময় অনেকেই করেছেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কথা লেখাই কি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আমার? সবটা নয়।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, নিজেই একজন উদ্বাস্তু। ছিন্নমূল মানুষ তাদের স্বভূমি ছেড়ে সমুদ্রপার হয়ে সুদূর অজানা-অচেনা দ্বীপপুঞ্জে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কীভাবে তারা আবার মেনস্ট্রিমে ফিরে আসবে, নতুন সমাজ গড়বে, মাথা তুলে দাঁড়াবে— সেটাই আমার অন্বেষণ ছিল। দেশের যেখানে যেখানে ছিন্নমূল মানুষ, উদ্বাস্তু— আমি সেখানেই ছুটে গিয়েছি। আমি সেসময় দেখেছি আন্দামানে জন্ম নিয়েছে একটা মিশ্র সংস্কৃতি। পেনাল কলোনি না দেখলে কি আমার পক্ষে 'সিন্ধুপারের পাখি' লেখা সম্ভব হত!

আগের কথায় ফিরি। উত্তর আন্দামানে আমাদের যেতে হয়েছিল গভীর জঙ্গলে। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে। পালসাহেবকে দেখেছিলাম তখনই। আমাদের সারা গায়ে লোশন মাখিয়ে, চিঁড়ে-ভেলিগুড় হাতে দিয়ে একটা করে বার্মিজ দা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তার ওপর অজস্র কানখাজুরা অর্থাৎ চেথা বিছে এবং জোঁক। প্রায় ছ'মাইল পথ পেরিয়ে কিলপং নদীর ধারে একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিলাম। সেখানে বেতের তৈরি ঝুপড়ি— আমাদের আশ্রয়। এরপর জমি দেওয়া শুরু হয়েছিল। প্রতিটি পরিবারকে সাত একর করে জমি। ওখানেও শুরু হয়েছিল মারামারি। জমি নিয়ে কাটাকাটি। জায়গাটার নাম ডিগলিপুর।

আন্দামান যাওয়ার স্মৃতি আমার আজীবনের অক্ষয় বটের মতো। পরপর উপন্যাসগুলি এই অভিজ্ঞতার ফসল। 'নোনাজল মিঠেমাটি' লেখার সময়ই আমার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় হয়েছিল। তার আগে তাঁকে দেখেছিলাম দূর থেকে। প্রেমেনদার ডাকে হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রিটে ওঁর বাড়ি সেই প্রথম যাওয়া। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, দুজনেই ভীষণ আন্তরিক ছিলেন। প্রেমেনদা আমার কথা খুঁটিয়ে সব জেনেছিলেন। এরপর উনি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিতেন। প্রেমেনদা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী কী বই আমি পড়েছি? আর জানিয়েছিলেন, লিখতে গেলে কী কী বই আমাকে পড়তে হবে। পড়াশোনাটা খুব জরুরি লেখার জন্য। বলেছিলেন, মিখাইল শলোকভের 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দ্য ডন' পড়ার কথা। নারায়ণদা বলেছিলেন, আরও বেশকিছু রাশিয়ান উপন্যাসের কথা। একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো, সেসময় কিন্তু সিনিয়ার লেখকরা তরুণদের উৎসাহ দিতেন নানাভাবে। এমনও হয়েছে, ভালো লেখা দেখলে তাঁরা তা বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সম্পাদক বা প্রকাশকদের বলে ছাপানোর ব্যবস্থাও করতেন।

আমি মনে করি, প্রতিটি তরুণ লেখকের তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের লেখা পড়ে দেখা উচিত। বিমল করের 'দেওয়াল', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠোন', সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', 'অযান্ত্রিক' না পড়লে চলে! সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা', 'কালপুরুষ', 'উত্তরাধিকার' অনবদ্য সৃষ্টি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লোটা কম্বল', শংকরের 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবোরেটরি', 'কত অজানারে', 'চৌরঙ্গী' আজও জনপ্রিয়। শক্তিপদ রাজগুরুর 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' পাঠকের এখনও নিশ্চিতভাবে মনে আছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পরবাস', 'ঘুণপোকা', 'যাও পাখি' কোয়ালিটি রিডিং। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন খাঁটি মানুষ ছিলেন, তেমনি তাঁর লেখা। বাংলা সাহিত্যের আরেক প্রধান লেখক। তাঁর 'কাল তুমি আলেয়া', 'সোনার হরিণ নেই', 'পঞ্চতপা' বারবার পড়তে হবে নতুন লেখকদের। এত জনপ্রিয় লেখক কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিতান্ত নির্ভেজাল মানুষ ছিলেন। আমার জীবনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট প্রভাব।

পড়তে হবে সন্তোষকুমার ঘোষের 'শ্রীচরণেষু মাকে', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', বরেন বসুর 'রংরুট', সাবিত্রী রায়ের 'পাকাধানের গান' বা 'মেঘনা-পদ্মা', গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'রাজা বদল', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ'—এমন অজস্র মূল্যবান সাহিত্যে আমাদের আধুনিক কালের সাহিত্য সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্য সুবর্ণ সম্ভারে ভরে আছে।

নতুন লেখকদের সেই সম্ভার উজাড় করে পড়তে হবে। তবেই তাঁদের পক্ষে উৎকৃষ্টতা বজায় রেখে লেখা সম্ভব বলে মনে করি।

জনমন জনমত

এইচডি মেকআপে হারায় আসল চেহারা

সাজগোজ করতে ভালোবাসে না এমন লোকের সংখ্যা ভূভারতে বোধ হয় খুবই কম। ছোট থেকে বড় কমবেশি প্রায় প্রত্যেকেই আমরা সাজতে ভালোবাসি। তবে বর্তমানে এই সাজগোজের ক্ষেত্রে এইচডি মেকআপ এক বিরাট দায়িত্ব পালন করে।

এইচডি মেকআপের পুরো নাম হাই ডেফিনেশন মেকআপ। এই মেকআপ ত্বকের দাগছোপ ও অন্যান্য অসম্পূর্ণতা ঢেকে দেয়। এই এইচডি মেকআপের দরুন কিন্তু আমরা সাজের পর নিজের আসল চেহারার সঙ্গে আর সে অর্থে কোনও মিল খুঁজে পাই না। রূপসি যেমন এই মেকআপ করার পর অসামান্যা রূপসি হয়ে ওঠেন, তেমনি এই মেকআপের গুণে সাধারণ ব্যক্তিও অসাধারণ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে এই মেকআপ তোলার পর যখন নিজের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে তখন নিজের কাছে নিজেকে বড্ড হাসির খোরাক হয়ে উঠতে হয়।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বিবেকবান হওয়া শুধু লেখাপড়ায় সম্ভব নয়

৩০ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের রংদার রোববারে প্রকাশিত লক্ষ্মীকান্ত কর্মকারের সেরা প্রবন্ধ পড়লাম। সত্যি বিষয়টি সমসাময়িক ও আদর্শ লেখা।

দেশে শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। এমএ, বিএ সহ আরও কত যে উচ্চ ডিগ্রিধারী মানুষ রয়েছেন! আমরা অন্যকে অশিক্ষিত বলে কটাক্ষ করি। নিজেকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী ভেবে গর্ব বোধ করি। কিন্তু নিজেকে জ্ঞানী ভাবা যে জ্ঞানের অভাবেই হয় সেটা কি ভেবে দেখেছি কখনও? বাছা বাছা কিছু নোট পড়ে, এমএ, বিএ পাশ করে ডিগ্রি অর্জন করছি। তারপর চাকরির পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারের দেওয়া পড়া পড়ে চাকরি পেয়েছি, অথবা ঘুষ দিয়ে পেয়েছি।

এই যে আমরা এত পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করলাম, চাকরি করলাম, তাহলে পড়াশোনা করে তো মানবিক মূল্যবোধ হওয়ার কথা, বিবেকবান হওয়ার কথা- কিন্তু কোথায় সে সব! আমরা শিক্ষিত হয়ে শিখেছি কীভাবে সমাজের ও দেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা করা যায়, কপটতা করা যায়।

এমএ, বিএ পাশের সার্টিফিকেট দেয় সংশ্লিষ্ট বোর্ড। কিন্তু বিবেক পাশের সার্টিফিকেট কেউ দিতে পারে না। উপযুক্ত পড়াশোনা করে এবং সেটা সমাজে ও দেশে ব্যবহারিক প্রয়োগ করেই বিবেক পাশের সার্টিফিকেট নিজেই অর্জন করতে হয়।

আমাদের সমাজে খামতিটা সেখানেই। আমরা ভুলে যাই, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

অশোক সূত্রধর, সাতপুকুরিয়া, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

সাহিত্যে মেধার প্রশংসনীয় অন্বেষণ

উত্তরবঙ্গ সংবাদের আট জেলাজুড়ে সাহিত্যমেধার অন্বেষণকে সাধুবাদ জানাই।

এ সপ্তাহের রংদার রোববারকে অত্যুজ্জ্বল মণিকণাদের লেখায় রাঙিয়ে তোলায়, আমরা যারা সব লেখা পড়ে উঠতে পারিনি, তারাও একসঙ্গে সব লেখা পেয়ে এবং পড়তে পেরে সমৃদ্ধ ও আনন্দিত হলাম।

এককথায় দুর্দান্ত সব লেখা। আমাদের উত্তরবঙ্গে এমন সব প্রতিভা আছে ভেবে গর্ব হয়। গল্পে হিমাংশু রায়, শুভঙ্কর দাস, পিনাকী সেনগুপ্ত, কবিতায় অনিন্দ্য সরকার, সোমা দে, বিটু দাস এবং প্রবন্ধে মৌমিতা আলম, সব্যসাচী ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার- সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন সব সুন্দর লেখনী উপহার দেওয়ার জন্য।

আপনাদের কলমের জন্য আগামীর একরাশ শুভেচ্ছা রইল।

স্বপ্না সোম রাহা
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সেই সেবিকাদের কর্তব্যনিষ্ঠাকে স্যালুট

সম্প্রতি মায়ানমার, থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের একটি হাসপাতালের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের মুহূর্তে ওই হাসপাতালটি প্রচণ্ডভাবে দুলছে।

আর ওই দুলুনির মধ্যেই হাসপাতালের দুজন নার্স নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে অবিচলভাবে সেবার কাজ করে চলেছেন। তাঁরা প্রাণের ভয়ে ছুটে ঘরের বাইরে চলে

যাননি। একজন নার্স একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে আঁকড়ে (নিজে মেঝেতে পড়ে গেলেও) রেখেছেন। অন্য নার্স ছোট্ট শিশু ও নবজাতকদের বেডগুলিকে আঁকড়ে ধরে এধার থেকে ওধারে চলে যাওয়া প্রতিহত করেছেন। নার্স বা সেবিকারাও যে আদতে মায়েরই জাত, এই ভিডিওটি তারই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে, ওই দুজন কর্তব্যনিষ্ঠ নার্সের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও স্যালুট।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০৪

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। অল্প সময়ের ব্যবধানে জন্মানো একাধিক সন্তান ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। সোনার মতো চকচকে ও উজ্জ্বল ৮। একটি ফুলের নাম যার সঙ্গে আফিমের সম্পর্ক আছে ৯। অহংকার ১১। যে ব্যবস্থায় সরকারি অফিসাররাই সর্বেসর্বা ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ১৪। সমুদ্রমন্থনে ওঠা ফুলগাছ।

উপর-নীচ : ১। ব্যাংকে রাখা টাকা ২। কপোত বা কবুতর ৩। যিনি ডাকের চিঠি বিলি করেন ৪। যা সহজে পাওয়া যায় ৬। সবজি অথবা বানর ৭। পরমাণুবাদের স্রষ্টা ভারতীয় ঋষি ৮। মাসের প্রথম দিন ৯। দেব উপাসনার পবিত্র শব্দ ১০। লঙ্কার রাজা রাবণের ছেলে ১১। ইটের ভাঙা টুকরো ১২। বকশিশ দেওয়া ১৩। মার্গ সংগীতে সুরের সংখ্যা।

সমাধান ■ ৪১০৩

পাশাপাশি : ১। গড়খাই ৩। হিসাব ৫। খরাকবলিত ৬। সিভিল ৭। তামস ৯। মাদার টেরেসা ১২। চমক ১৩। তীর্থঙ্কর।

উপর-নীচ : ১। গড়িমসি ২। ইন্দিরা ৩। হিজাব ৪। বরাত ৫। খল ৭। তাসা ৮। সরোবর ৯। মারীচ ১০। রজক ১১। রেবতী।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নীতীশের দ্বিধার মাঝে বুধে ওয়াকফ বিল

বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : বিরোধী শিবির এবং মুসলিম সংগঠনগুলির তুমুল আপত্তির মধ্যেই বুধবার লোকসভায় সংশোধিত ওয়াকফ বিলটি পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে পেশ করলেও আলোচনা শেষে বিলটি পাশ করানো যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে যথেষ্ট। তার কারণ, তৃতীয় মোদি সরকারের অন্যতম প্রধান শরিক নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এখনও ওয়াকফ বিল নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। সমর্থনের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ অবস্থান নিচ্ছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপিও।

এই অবস্থায় বিল নিয়ে আলোচনার জন্য সরাসরি বিরোধীদের কোর্টেই বল ঠেলেছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মঙ্গলবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির (বিএসি) বৈঠকে ঠিক হয়েছে, বুধবার প্রশ্নোত্তর পর্বের ৮ ঘণ্টা ধরে বিলটি নিয়ে আলোচনা হবে। যদিও কংগ্রেস দাবি তোলে, ৮ নয়, ১২ ঘণ্টা ধরে আলোচনা দরকার বিলটি নিয়ে। শাসক শিবিরের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডার পর বিরোধীরা বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেন। এই ঘটনায় বিরোধীদের নিশানা করেন কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, 'আমরা ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা চাই। কিন্তু বিরোধীরা ভয় দেখিয়ে বিলটি পাশ করানোর রাস্তায় বাধা তৈরির চেষ্টা করছেন। ওঁরা আলোচনা চাইছেন না বলেই আজ ওয়াকআউট করেছেন।' বিল নিয়ে প্রবল বিরোধিতার ইঙ্গিত দিয়েছে বিরোধীরা। বৈঠকে উপস্থিত কংগ্রেসের গৌরব গগৈ বলেন, 'বিরোধী দলগুলি বিএসি বৈঠকের মাঝপথে ওয়াকআউট করেছে। কারণ, সরকার তাদের অ্যাজেন্ডাগুলি বুলডোজ করাচ্ছে। বিরোধীদের কথা শোনা হচ্ছে না।' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কমিটির বৈঠক কি শুধুমাত্র সরকারের এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করার মঞ্চ? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতাই একমাত্র নির্ণায়ক হয়, তবে বিরোধীদের অস্তিত্বের প্রয়োজন কী? সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে।"

> আমরা ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা চাই। কিন্তু বিরোধীরা ভয় দেখিয়ে বিলটি পাশ করানোর রাস্তায় বাধা তৈরির চেষ্টা করছেন। ওঁরা আলোচনা চাইছেন না বলেই আজ ওয়াকআউট করেছেন।
>
> **কিরেন রিজিজু**

বেলা ১২টায় আলোচনা শুরু হবে। চলবে ৮ ঘণ্টা। তারপর রিজিজু বিল নিয়ে উত্তর দেবেন। সবশেষে বিল পাশের জন্য ভোটাভুটি হবে। ইন্ডিয়া জোটের নেতারা ইতিমধ্যেই যৌথ কৌশল নির্ধারণে বৈঠক করেছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে লোকসভায় বক্তব্য রাখবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবু তাহের খান, রাজ্যসভায় নেতৃত্ব দেবেন নাদিমুল হক।

শুক্রবার বাজেট অধিবেশনের অন্তিম দিন। তার আগে চলতি অধিবেশনেই যাতে বিলটি পাশ হয়ে যায় সেজন্য মরিয়া মোদি সরকার এবং বিজেপি। কিন্তু বিরোধীদের পাশাপাশি নীতীশের দলকে সামলে কীভাবে ওই বিতর্কিত বিল পাশ করানো সম্ভব সেই পথটিই খুঁজে বেড়াচ্ছে ট্রেজারি বেঞ্চ। লোকসভায় এনডিএ-র হাতে রয়েছেন ২৯২ জন সাংসদ। অপরদিকে ইন্ডিয়া জোটের হাতে রয়েছে ২৩৪ জন সাংসদ। শক্তির এহেন সমীকরণে যদি জেডিইউ বা টিডিপি বেঁকে বসে তাহলে বিরোধীদের পাল্লা ভারী হতে পারে। ইতিমধ্যে সরকার এবং বিরোধীদের তরফে দলীয় সাংসদদের উদ্দেশে বুধবার লোকসভায় উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করা হয়েছে। দু-পক্ষের প্রবল তরজায় উত্তপ্ত হতে পারে লোকসভা। আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিহারে বিধানসভা ভোট। রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট যাতে ওয়াকফ বিলের কারণে হাতছাড়া না হয় সেজন্য বিষয়টি নিয়ে অহেতুক তাড়াহুড়ো করতে নারাজ নীতীশ। আরজেডি এবং কংগ্রেস যেহেতু মুসলিম সংগঠনগুলির সুরে সুর মিলিয়ে বিলের বিরোধিতায় সরব হয়েছে তাই ভোটের মাত্র ৬-৭ মাস আগে হঠকারী পদক্ষেপের তীব্র বিরোধী নীতীশ। সূত্রের বক্তব্য, সংশোধিত বিলের সরকারি কপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনার পরই তাকে সমর্থন করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জেডিইউ।

অন্য মেজাজে দাদা-বোন। মঙ্গলবার সংসদের বাইরে।

বিবেক নাড়া দেয়, রুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট

বুলডোজারে বাড়ি ভাঙচুরে জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। নির্মমভাবে বুলডোজার চালিয়ে বাড়ি ভাঙচুরের দায়ে প্রয়াগরাজ পুরসভাকে তীব্র ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রয়াগরাজ পুর প্রশাসনকে বাড়ি ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ২০২১ সালে প্রয়াগরাজের লুকারগঞ্জ এলাকায় চারজনের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ওই বাড়িগুলি ভুলভাবে মৃত গ্যাংস্টার-রাজনীতিক আতিক আহমেদের সম্পত্তি হিসাবে দাবি করেছিলেন প্রয়াগরাজ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা ও উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ প্রয়াগরাজ পুর কর্তৃপক্ষের এই কর্মকাণ্ডকে 'অসংবেদনশীল' বলে অভিহিত করে বলেছে, 'এই ঘটনা আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। এই কাজ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ও অসাংবিধানিক।'

আদালত বলেছে, বাড়িগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি শুধু অবৈধই নয়, এটি সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার, বসবাসের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। বিচারপতিদের কথায়, 'বাসগৃহ যে নির্মমতায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা মানবাধিকারের পরিপন্থীও বটে।'

বিচারপতি ওকা বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এটি অবৈধ। জমির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা মন্তব্য করছি না। তবে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পুর কর্তৃপক্ষকে। এই নির্দেশের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।' আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, 'যাঁদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাঁদের নোটিশের জবাব দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো সংস্থাগুলির মনে রাখা উচিত, বসবাসের অধিকারও সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অংশ।'

এর আগেও প্রয়াগরাজে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই বুলডোজার চালিয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় শীর্ষ আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিল। আদালত জানিয়েছিল, এই ধরনের কর্মকাণ্ড ভুল বার্তা দেয়।

আজ থেকে পারস্পরিক কর, স্নায়ুযুদ্ধে ভারত-চিন

চলতি বছরে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকরের চেষ্টা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার থেকে চালু হতে চলেছে পারস্পরিক শুল্কনীতি। যে দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর যে হারে কর চাপাবে তাদের পণ্যে একই হারে কর আদায় করবে আমেরিকা। এর ফলে ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া কয়েক বিলিয়ন ডলারের পণ্যে ৫০-১০০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির স্বরূপ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। কানাডা, মেক্সিকো, চিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতির 'জবাব' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে ভারত। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো, আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতিতে রাশ টানা ও আমদানি শুল্ক কমানো নিয়ে দু-দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। পারস্পরিক শুল্কের প্রভাব এড়াতে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে রাজি হয়েছে দিল্লি-ওয়াশিংটন।

চলতি বছরই সেই চুক্তি আংশিকভাবে কার্যকর হতে পারে বলে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে। তবে বাণিজ্য চুক্তির আগে ভারতকে পারস্পরিক কর নীতির আওতা থেকে বাদ দিতে রাজি নন ট্রাম্প। আমেরিকার কোনও পণ্যে শুল্ক কমানোর কথা মঙ্গলবার পর্যন্ত ঘোষণা করেনি মোদি সরকারও। সব মিলিয়ে দুই শিবিরে স্নায়ুযুদ্ধের ইঙ্গিত স্পষ্ট। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে।

> আমরা সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। সহজভাবে বলতে গেলে, আমরা খুব সদয় হতে চলেছি। আপনারা বুধবার সবকিছু বুঝতে পারবেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। সহজভাবে বলতে গেলে, আমরা খুব সদয় হতে চলেছি। আপনারা বুধবার সবকিছু বুঝতে পারবেন।' সম্প্রতি হোয়াইট হাউস থেকে জারি হওয়া এক বিবৃতিতে ভারতে রপ্তানি হওয়া আমেরিকার কৃষি পণ্যে ১০০ শতাংশ কর আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, ভারতে শুল্কের হার মাত্রাতিরিক্ত চড়া হওয়ায় সেখানে মার্কিন সংস্থাগুলির পক্ষে বাজার ধরা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ট্রাম্প সরকারের শীর্ষস্তর থেকে ক্রমাগত ক্ষোভ উগরে দেওয়া হলেও শুল্ক ইস্যুতে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে ভারত। কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রে খবর, ধারাবাহিক বৈঠকে দুই দেশের বিরোধের ক্ষেত্রগুলি ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হচ্ছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করা হয়েছে ভারত কখনোই আমেরিকার বিরুদ্ধে চিন, মেক্সিকো, কানাডার সঙ্গে জোট বাঁধবে না। বিনিময়ে ট্রাম্প সরকারের তরফে ভারতকে পারস্পরিক শুল্ক নীতির বাইরে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট যদিও চড়া সুর বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, 'আপনারা যদি অন্যায্য বাণিজ্য ব্যবস্থার দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন আমাদের কৃষি পণ্যের ওপর ভারত ১০০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে। এবার পারস্পরিক সহযোগিতার সময় এসেছে।'

শুল্ক উদ্বেগে বাজারের পতন

মুম্বই, ১ এপ্রিল : বাণিজ্যযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতের ওপর এর গভীর পড়তে পারে। এই অনিশ্চয়তার ছায়ায় মঙ্গলবার বড়সড়ো পতনের সাক্ষী থাকল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এদিন বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিএসই সেনসেক্স ও নিফটির যে পতন শুরু হয়েছিল, দিনের শেষেও তা বহাল ছিল। বাজার বন্ধের সময় ৭৬,০২৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে সেনসেক্স। গতকালের চেয়ে ১,৩৯০ পয়েন্ট নীচে। নিফটিও ৩৫৩ পয়েন্ট নেমে ২৩,১৬৫ পয়েন্টে দৌড় শেষ করেছে। সার্বিকভাবে পতনের হার প্রায় দেড় শতাংশ ছুঁয়েছে।

জোজিলা পাসে রাস্তা থেকে বরফ পরিষ্কারে তৎপরতা। ছবিটি পোস্ট করেছে বিআরও।

ভারতে আসার জন্য মুখিয়ে সুনীতা

ওয়াশিংটন, ১ এপ্রিল : মহাকাশ থেকে ভারতকে দেখতে কেমন লাগে? ১৯৮৪ সালে ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। জবাবে রাকেশ বলেছিলেন, 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা!' একচল্লিশ বছর পরেও প্রায় একই সুর শোনা গেল ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসা নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামসের গলায়। তিনি বললেন, 'মহাকাশ থেকে ভারতকে অপূর্ব সুন্দর দেখায়।'

ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার পৃথিবীতে ফেরার পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সুনীতা জানান, তিনি ভারতে আসতে চান। সুনীতার বাবা দীপক পাণ্ড্যর জন্ম গুজরাটে। তাঁর মা উরসুলিন বনি পাণ্ড্য স্লোভাক-আমেরিকান। সুনীতার কথায়, 'ভারত আমার বাবার দেশ। আমি অবশ্যই সেখানে যাব। সেখানকার মানুষের সঙ্গে আমার মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই। বিশেষ করে আসন্ন অ্যাক্সিয়ম মিশনে অংশগ্রহণকারী শুভাংশু শুক্লার ব্যাপারে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত।'

মহাকাশে থাকাকালীন ভারতের মাথার ওপর দিয়ে বহুবার চক্কর দিয়েছেন সুনীতারা। তাঁর কথায়, 'মহাকাশ থেকে ভারতকে অসাধারণ লাগে। আমরা যখন হিমালয়ের ওপর দিয়ে যেতাম, তখন মনে হত অপার বিস্ময় দেখছি। আবার পুবদিক থেকে যখন আসতাম গুজরাট ও মুম্বইয়ের দিকে, তখন মাছ ধরার নৌবহরগুলি দীপাবলির আলোকমালার মতো লাগত। বুঝতে পারতাম, আমরা ভারত পৌঁছে গিয়েছি! মহাকাশকেন্দ্র থেকে ভারতের বেশ কিছু ছবি তুলেছেন আমার সহকর্মী বুচ উইলমোর। ছবিগুলি মন কেড়ে নেয়।'

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে হত ১৮

আহমেদাবাদ, ১ এপ্রিল : বিস্ফোরণে উড়ে গেল গুজরাটের বাজি কারখানা। মঙ্গলবার সকালে বানাসকাঁঠা জেলার ডিসা অঞ্চলে একটি আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৮ জনের। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃতের সংখ্যা ২১ জনের কম নয়। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পাঁচজন জখম শ্রমিককে। এখনও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঠিক কতজন আটকে রয়েছেন, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি পুলিশ।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কারখানার গানপাউডার ইউনিটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতার জেরে পাশের একটি গুদাম ধসে পড়ে এবং ধ্বংসাবশেষ প্রায় ২০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে মৃতদের দেহাংশ আশপাশের এলাকায় ছিটকে পড়ে। কাছের কৃষিক্ষেত্রেও দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। রাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

পুলিশ সুপার অক্ষয়রাজ মাকানা জানান, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। ডিসা পুরসভার দমকল বাহিনী এবং ১০৮টি অ্যাম্বুল্যান্স দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। এরপর উদ্ধারকাজে শামিল হন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরাও।

তবে আগুনের তীব্রতার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় সাতটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং গুরুতর আহত পাঁচজনকে ডিসা সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা শাসক মিহির প্যাটেল জানান, ডিসার শিল্পাঞ্চলের এই কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায় এদিন সকালে। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার ছাদ ধসে পড়েছে। শ্রমিকদের পরিবারও এই কারখানার ভিতরে বসবাস করত। তাঁদের অনেকেই এখনও আটকে আছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ এবং জখমদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তবে তাতে খুশি নন মৃতদের পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, 'ক্ষতিপূরণ তো ঘরের ছেলেটাকে ফেরাতে পারবে না, তা-ই না!'

শোকপ্রকাশ করে বিবৃতি দেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব প্রমুখ। শিল্প ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী বলবন্ত সিং রাজপুত জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতগুলি মৃত্যুর জন্য যে বা যারা দায়ী, তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শক্তি সিং গোহিল রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন।

উত্তরসূরি জল্পনায় যোগীর সাফাই

লখনউ, ১ এপ্রিল : নরেন্দ্র মোদির পর দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে গেরুয়া শিবির কাকে আনতে চায়, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। মোদি আরএসএসের সদর দপ্তরে যাওয়ার পর সেই জল্পনার পালে হাওয়া লেগেছে। আর তাতে সবথেকে বেশি নাম ভাসছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। এই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি পুরোপুরি যেমন বিষয়টি মানতে চাননি, ঠিক তেমনই সেটিকে খারিজও করেননি। যোগীর সাফ কথা, 'দেখুন আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দল আমাকে উত্তরপ্রদেশের মানুষের জন্য এখানে এনেছে। আমার কাছে রাজনীতি পূর্ণ সময়ের কাজ নয়। বর্তমানে আমরা কাজ করছি ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে আমি একজন যোগী।' তিনি এও বলেন, 'আমরা এখানে যতদিন আছি, ততদিন কাজ করে যেতে হবে। তবে তারও একটা সময়সীমা আছে।'

গোরখপুর মঠের প্রধান পুরোহিতকে নিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে চর্চা কম হয় না। আরএসএস বা বিজেপি তাঁকে নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও হিন্দুত্ববাদীদের একটা বড় অংশ যোগী আদিত্যনাথ এবং তাঁর কট্টরপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করেন। মোদির বয়স ৭৫ হলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত যে মন্তব্য করেছেন, তাতে যোগী ফের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। পরপর দু-বার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে যোগী। বিজেপির হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের বিষয়টি অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। এদিকে ত্রিভাষা নীতি নিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের বিরোধিতা করে যোগী বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের স্কুলগুলিতেও তামিল, তেলুগু, বাংলা, মারাঠি ভাষা পড়ানো হয়।'

ড্রাগন ও হাতির ট্যাঙ্গো প্রস্তাব শি'র

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ১ এপ্রিল : ভারত-চিন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে বার্তা বিনিময় করলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

শি বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্ক ড্রাগন-হাতির ট্যাঙ্গোর (এক ধরনের নাচ) মতো হওয়া উচিত।' ড্রাগন হল চিনের প্রতীকী পশু। হাতির সঙ্গে ভারতের পরিচিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বুধবার থেকে পারস্পরিক শুল্ক নীতি চালু করতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার ঠিক আগে শি'র হাতিকে ড্রাগনের সঙ্গে জুটি বাঁধার প্রস্তাব দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনা সৈন্যদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর সীমান্ত উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে চিনের তৎপরতা ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এদিকে শুল্ক যুদ্ধে রাশ টানতে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত।

অন্যদিকে, আমেরিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্য ইস্যুতে কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা করছে চিন। তবে ভারত, রাশিয়ার মতো বড় অর্থনীতিকে পাশে না পেলে চিনের জোট তৈরির উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এদিন শি বলেন, 'দু'দেশের উচিত কৌশলগত এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরিচালনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক সুবিধা এবং সাধারণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।' শি আরও বলেন, 'চিন ও ভারতের যৌথভাবে বহুমেরু বিশ্ব এবং বৃহত্তর গণতন্ত্রকে উৎসাহিত করা উচিত।'

জোট ধন্দ নিয়ে আজ সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস

সাধারণ সম্পাদকের দৌড়ে এগিয়ে এমএ বেবি

মাদুরাই, ১ এপ্রিল : মূল অনুষ্ঠানমঞ্চের বাইরে পেল্লায় সাইজের কাটআউট। মাথায় উড়ছে কাস্তে, হাতুড়ি, তারাচিহ্ন শোভিত লাল পতাকার সারি। কাটআউটে রয়েছে কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ভ্লাদিমির লেনিন, জোশেফ স্তালিনের ছবি। তামিল ভাষায় লেখা রয়েছে ২৪ তম পার্টি কংগ্রেস এবং সিপিএমের নেতা-নেত্রীদের নাম। তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে খ্যাত মাদুরাই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ছেয়ে গিয়েছে এই ধরনের একাধিক লাল নিশান এবং কাটআউটে।

বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সিপিএমের পাঁচদিন ব্যাপী ২৪তম পার্টি কংগ্রেস। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলের প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করেছেন। কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে কোনও খামতি না থাকলেও আগামী দিনে দেশে বিজেপিবিরোধী রাজনৈতিক পরিসরে সিপিএমের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে সংশয়ের মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কারণ, দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, বর্তমানে তেমনটা আর দেখা যায় না। জোটের মধ্যে কংগ্রেস ও সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার যে প্রয়াস ইয়েচুরি নিয়েছিলেন, তা বর্তমানে অতীত। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়া জোটে সিপিএম আদৌ থাকবে কি না বা থাকলেও তারা আর আগের মতো সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে কি না, সেই ব্যাপারে বড় রকমের প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কারণ, দলের অন্তর্বর্তী সমন্বয়ক প্রকাশ কারাত ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইন্ডিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। শরিকদের মধ্যে ঠিকমতো সমন্বয়ও নেই।

সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এর আগে এও বলেছিলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই ইন্ডিয়া জোট গঠন করা হয়েছিল। ইয়েচুরিবিহীন সিপিএমের বর্তমানে মূল চালিকাশক্তি হল কেরল লবি। তাই প্রকাশ কারাত এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন যেমনটা চাইবেন, সিপিএমের হাওয়া মোরগের অভিমুখও সেই দিকেই থাকবে।

খসড়া প্রস্তাবে কংগ্রেসের আর্থিক নীতিগুলির সমালোচনা করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বর্তমানে যেহেতু কেরল সিপিএমের একমাত্র ঘাঁটি, তাই রাজ্য-রাজনীতির বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ইন্ডিয়া জোটে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় থাকার কৌশল নিচ্ছে তারা। আবার ইন্ডিয়ার অপর গুরুত্বপূর্ণ শরিক তৃণমূল যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের প্রধান প্রতিপক্ষ, তাই তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করাটা মুশকিলের। বস্তুত, কারাটের দিকনির্দেশনায় চলা সিপিএম চাইছে, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বদলে রাজ্যওয়াড়ি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জোট করা হোক।

প্রবল কংগ্রেস বিরোধিতার সুর সপ্তমে চড়াতে কেরলের কোনও নেতাকেই সিপিএমের পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য এমএ বেবি। তিনি যদি শেষমেশ দৌড়ে জয়ী হন, তাহলে ইএমএস নাম্বুদিরিপাদের পর বেবিই হবেন কেরলের দ্বিতীয় নেতা, যিনি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে বসবেন।

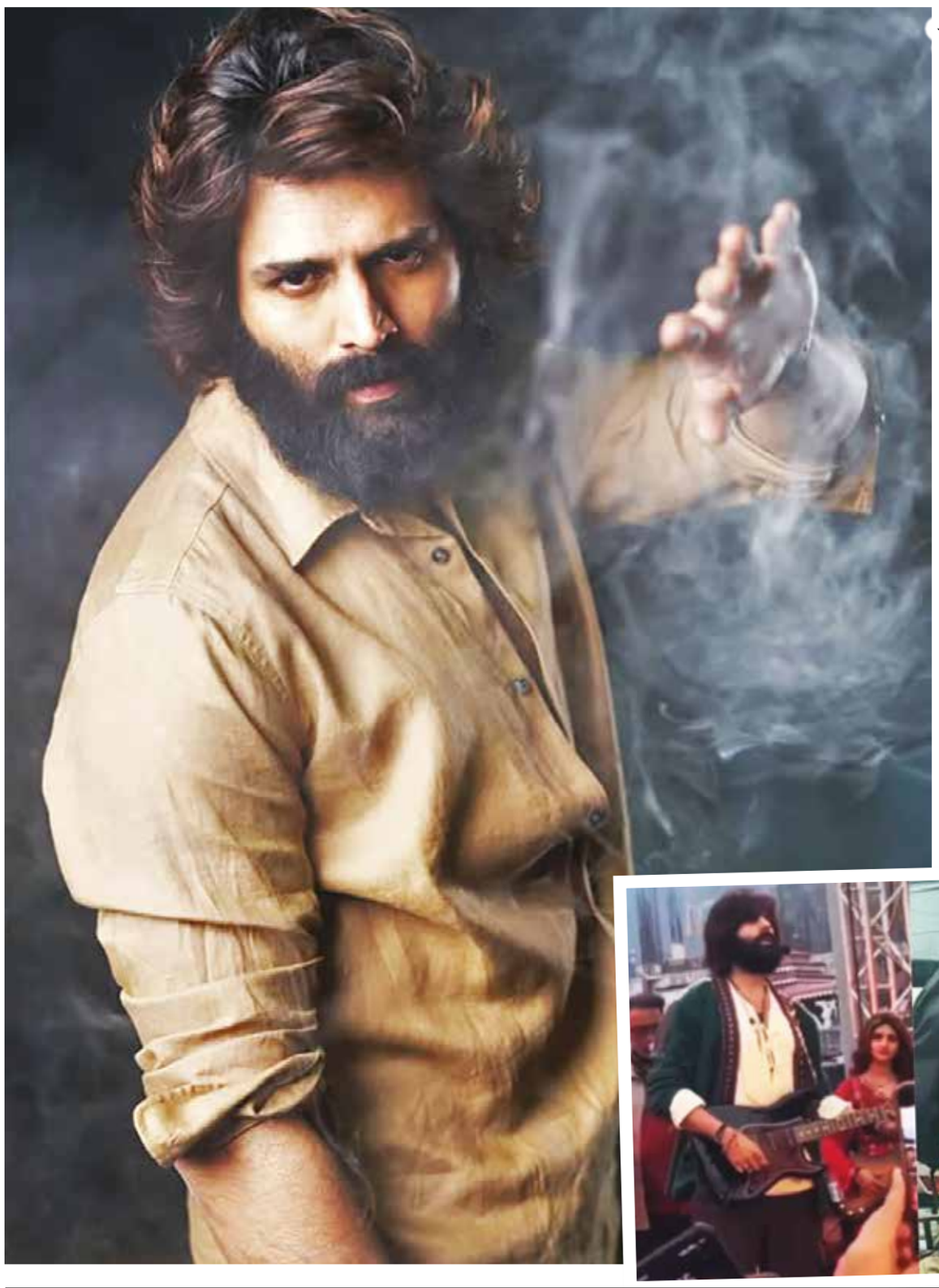

ফ্যানকে গিটার দিয়ে মারলেন কার্তিক

হ্যাঁ, সত্যি। ফ্যানকে গিটার দিয়ে মেরেছেন কার্তিক।

এখন আশিকি ৩-এর শুটিং চলছে গ্যাংটকে। অভিনয়ে কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলালা। শুটিংয়েরই নেপথ্যের কিছু ছবি রিল হিসেবে নেটে ভাইরাল হয়েছে। একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, কার্তিক গিটার নিয়ে স্টেজে গান গাইছেন। দর্শকাসন থেকে একজন মঞ্চে উঠে যায়, কার্তিক তার সঙ্গে খারাপভাবেই কথা বলেন। তারপর ঠোঁট থেকে সিগারেট ফেলে তাকে গিটার দিয়ে মারেন। দেখা যায়, সামান্য দূর থেকে শ্রীলীলা তাঁদের দেখছেন। কার্কিতের পরনে ব্যাগি প্যান্ট, সবুজ শার্ট, তার চুল-দাড়ি লম্বা। রিলের মধ্যে পরিচালক অনুরাগ বসুকেও দেখা যাচ্ছে, মাইক্রোফোন নিয়ে বসে আছেন। বোঝাই যায়, পুরো দৃশ্যই শুটিংয়ের। এরকম একটি রিল দেখে নেটমহল অবশ্য খুব খুশি নয়, বিশেষ করে কার্তিকের অভিনয় অনেকেরই পছন্দ হয়নি। কেউ বলেছে, আদিত্য রায় কাপুর ভালো ছিল। কেউ বলছে, এভাবে পুরো ছবিই দেখে নেব। কেউ বা সরাসরি বলেছে, কার্তিকই এমন নায়ক যার ছবি মুক্তির আগেই ফ্লপ ঘোষিত হয়।

আমিরের ব্যর্থতার কারণ জানালেন তুতো ভাই

‘জুনেইদ লাল সিং হলে ভালো হত।’ এমন মন্তব্য করছেন আমির খানের তুতো ভাই মনসুর খান। আমিরের কেরিয়ারের মাইলস্টোন কেয়ামত সে কেয়ামত তক বা জো জিতা ওহি সিকান্দর মনসুরই পরিচালনা করেন। আমির নিজের কাজের প্রথম দর্শক ও সামালোচক হিসেবেও তাঁকে গুরুত্ব দেন। লাল সিং চাড্ডা-র ফার্স্ট ট্রায়ালে আমির মনসুর ও অন্য কয়েকজনকে ডাকেন। সেখানেই ছবি দেখে তিনি কী বলেছিলেন তাই নিয়েই সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন মনসুর। তিনি বলেন, ‘আমি বলব, বয়স্ক অবস্থায় আমির যা করেছে, তা ভালো হয়নি। ও কী বলেছে কম বয়সীর অংশটা করতে পারেনি? তাহলে তো ও মূল সমস্যা বুঝতেই পারেনি। আমি ওকে বলি ওর ম্যানারিজম সর্বনাশ করছে। এই এক্সপ্রেশন পি কে-র মতো হয়ে যাচ্ছে। আমির তা স্বীকারও করে। আমি জুনেইদকে কাস্ট করতে বলি। ও ভালো অভিনয় করে। ২৮ বছর বয়সেই বেশ পরিণত অভিনেতার মতো লাগছে। কিন্তু ছবির প্রযোজক ও পরিচালকের তা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল।’

মনসুর করিনা কাপুর খানের কাস্টিংও মানতে পারেননি। তিনি বলেছেন, ‘আমি ওকে কাস্ট করতাম না। বলিউড ভাবে বড় স্টার না বলে বড় ওপেনিং হবে না। তাতে এত ভয় কেন, যত ফালতু কথা।’ উল্লেখ্য, লাল সিং চাড্ডা- হলিউডের ফরেস্ট গাম্প-এর ভারতীয়করণ। বক্স অফিসে একেবারে ব্যর্থ হয় ছবিটি। আমির এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কম বয়সী লাল সিংয়ের চরিত্র তিনি ফোটাতে পারেননি। সেই সূত্রে মনসুর এই মন্তব্য করেন।

একনজরে সেরা

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ

আনন্দপুর সলিল চৌধুরি জন্মশতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে ২-৪ এপ্রিল বিশেষ অনুষ্ঠান হবে, নাম ‘জীবন উজ্জীবন’। থাকবে চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার। প্রদর্শনীতে থাকবে শিল্পীর লেখা গানের পাণ্ডুলিপি, আঁকা ছবি, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। তাঁর স্মরণে গান গাইবেন হৈমন্তী শুক্লা, সৈকত মিত্র, অন্তরা চৌধুরী প্রমুখ।

বাবা হচ্ছেন আরবাজ

৫৭ বছর বয়সে বাবা হচ্ছেন আরবাজ খান। বি টাউনে তেমনই জল্পনা। ইদে পার্টি দিয়ছিলেন খানদের ছোটবোন অর্পিতা। তাতে হাজির ছিলেন পরিবারের সকলে। আরবাজ ও স্ত্রী শুরাও এসেছিলেন। পার্টির পর তিনি পাপারাৎজিদের ছবি তুলতে দেননি। তাতেই সন্দেহের শুরু। আরবাজ ও তাঁর প্রথম স্ত্রী মালাইকার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তাঁদের সন্তানের নাম আরহান।

নিজেকে জন্তু ভাবেন সলমন

সর্বদা চারপাশে ভিড়, নিজেকে কেমন মনে হয়? লেখক চেতন ভগতের এই প্রশ্নে সলমন খান বলেছিলেন, ‘যেন আমি চিড়িয়াখানার জন্তু। তবে আজ আমি যা, সব ওদের জন্য।’ কোনওদিন এসব চলে গেলে? সলমনের উত্তর, ‘সব হারিয়ে যাবে’। উল্লেখ্য, চেতনের নাইট অ্যাট কলসেন্টার থেকে সলমনের হ্যালো ছবি হয়েছে। কিক-এর সহ লেখক ছিলেন চেতন।

আলিয়ার প্রশংসায় শাবানা

শাবানা আজমি ও আলিয়া ভাট রকি অর রানি কি প্রেম কহানি-তে কাজ করেছেন। নায়িকা আলিয়া সম্পর্কে শাবানা বলেছেন, ‘ওরা মেনস্ট্রিমের সঙ্গে অন্য ছবিও করছে-- বিয়ের পর মা হওয়ার পরও। দর্শক ওদের কাজ পছন্দ করছে। আমাদের সময় এরকম পরিস্থিতি ছিল না। সময় বদলেছে। এই পরিবর্তনটা আমার খুব ভালো লেগেছে।’

কার্তিক, করণ আবার

করণ জোহার প্রযোজিত মৃঘদীপ সিং লাম্বা পরিচালিত ছবিতে কার্তিক আরিয়ান নায়ক হচ্ছেন। এটি কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি। তিনটি ভাগে ছবি নির্মিত হবে। প্রি প্রোডাকশন প্রথম পর্যায়ে আছে। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরু হবে। আগামী বছর ছবি মুক্তি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ছবিটি কার্তিকের ওই বছর দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হবে।

ফিরছেন ফাওয়াদ খান

উরির সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তানের শিল্পীরা ভারতে নিষিদ্ধ হন। সেখানকার ফাওয়াদ খান সে দেশে এবং ভারতে দারুণ জনপ্রিয়। খুবসুরত ও কাপুর অ্যান্ড সন্স-এর মতো হিট ছবি তাঁর ঝুলিতে। করণ জোহারের প্রযোজনায় ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে একটি ছবি করতেন, এমন সময়েই নিষেধাজ্ঞা আসে। এখন পাকিস্তানী শিল্পীরা আবার এ দেশে কাজ করতে পারবেন, নিষেধাজ্ঞা তোলা হয়েছে। ফাওয়াদ খানের আগামী ছবি ‘আবির গুলাল’-এর টিজার বেরোল সম্প্রতি। তাঁর নায়িকা বাণী কাপুর। টিজারে দেখা যাচ্ছে, ওঁরা গাড়িতে যাচ্ছেন, ফাওয়াদ গাইছেন ১৯৪২ এ লাভ স্টোরি-র গান কুছ না কহো। নেটমহল ফাওয়াদকে দেখে আপ্লুত। কমেন্ট বক্স ভরে যাচ্ছে তাঁদের ভালোবাসার কমেন্টে।

মা-বাবার গানে নাচলেন আরাধ্যা

তুতো ভাইয়ের বিয়েতে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে মেয়ে আরাধ্যাও ছিলেন। গত বছর ধরে দুজনের বিচ্ছেদের জল্পনায় মিডিয়া ব্যস্ত ছিল। এই বিয়েতে তিনজনকে দেখে সেই আলোচনায় ছেদ পড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিয়েতে মিয়াঁ-বিবি বান্টি অর বাবলি ছবির বিখ্যাত গান কাজরা রে-তে নাচেন। শুধু তাইই নয়, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আরাধ্যাও। সুখী দাম্পত্যের এক নিটোল ছবি দেখা গেল বিয়েবাড়িতে। বান্টি অর বাবলি-তে এই গানে অমিতাভ বচ্চনও ছিলেন। বিয়েবাড়ির কাজরা রে-র নাচ নেটমহলে ঘুরছে।

পডকাস্টে ফিরলেন রণবীর এলাহাবাদিয়া

ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট-এর ভয়ঙ্কর বিতর্কের পর ইউ টিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়া আবার তাঁর পডকাস্ট সিরিজ টিআরএস বা দ্য রণবীর শো-তে ফিরছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছেন তিনি। বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ের এই পদক্ষেপে তাঁর শো-তে প্রথম অতিথি হচ্ছেন বৌদ্ধভিক্ষু পালগা রিনপোচে। রিনপোচে অষ্টম পালগা রিনপোচে বলে স্বীকৃত। খুব কম বয়সেই তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের ড্রুকপা লাইনেজের পুনর্জন্মপ্রাপ্ত লামা হিসেবে তিনি পরিচিত। লাদাখে তাঁর জন্ম। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গেই জীবন কাটান। তারপর থেকেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ও অধ্যাত্মিক শিক্ষণ সমান্তরালভাবে চলছিল। কারিগরি শিক্ষা ও ব্যবসার প্রতি তাঁর অদম্য টান তাঁকে ভিক্ষুর জীবন ছেড়ে ইউরোপে নিয়ে যায় এবং সেখানে তিনি কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে বিশেষজ্ঞ হন। কিন্তু এতসব করেও মনের শান্তি পাননি, ফলে সব ছেড়ে ফিরে আসেন ভিক্ষুর জীবনে। নিজের সব উপার্জন বৌদ্ধধর্মের প্রসারে ঢেলে দেন। আমাদের মনের শান্তি, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, মনের পরিপূর্ণতা কী করে আসতে পারে, সেসবের দিকে লক্ষ্য রেখেই নানা অনুষ্ঠান করেন। পালগা রণবীরের মেন্টর। রণবীর যখন বিতর্কে জেরবার ছিলেন, তখনই ভিক্ষুর সঙ্গে এই পর্বের শুটিং হয়েছে, এখন তা দর্শকদের সামনে আসবে। পালগার কাছ থেকেই উপদেশ নিয়ে রণবীর তাঁর অন্ধকার দিনগুলি থেকে বেরোতে পেরেছেন। তাই কামব্যাকের পর তাঁর টিআরএস-এর প্রথম পর্ব পালগাকে নিয়েই হোক, চান রণবীর।

ক্রিশ ৪-এ আসছেন দুই নায়িকা

বলিউডে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে ক্রিশ অন্যতম। কিছুদিন আগেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়েছে ক্রিশ ৪-এর। তারপর থেকে ছবি নিয়ে আলোচনা চলছে জোর কদমে। নায়ক অবশ্যই হৃতিক রোশন। শোনা গিয়েছে, ছবির দুই নায়িকাকেও খুঁজে নিয়েছেন

নির্মাতারা। তাঁরা হলেন প্রীতি জিন্টা ও নোরা ফতেহি। ক্রিশ-এর প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নায়িকা নিশা হয়েছিলেন প্রীতি। নোরা এই প্রথম এই ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ হবেন। এছাড়া এর আগে পরিচালক রাকেশ রোশন জানিয়েছিলেন প্রবীণা অভিনেত্রী রেখাও ক্রিশ ৪-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। ক্রিশ ৪-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—ছবিতে রাকেশ রোশন আর পরিচলনা করবেন না। অনেক দিন ধরেই চর্চা ছিল এ নিয়ে। রাকেশ পরিচালনা ছাড়তে চাইছেন, তাহলে কে আসবেন তাঁর জায়গায়! জানা গিয়েছে, স্বয়ং হৃতিক এবার পরিচালকের চেয়ারে বসবেন। এই ছবির পরিচালনা তিনিই করবেন। ছবি হবে যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে, রাকেশ হবেন ছবির প্রযোজক। ২০২৬-এ ক্রিশ ৪ সিনেমাহলে মুক্তি পেতে পারে।

রামকথা পাঠ করবেন অমিতাভ

জিও হটস্টারে রাম নবমীর দিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত একটি ইভেন্টে রামকথা পাঠ করবেন অমিতাভ বচ্চন। এদিন বাচ্চাদের সঙ্গে একটি পারস্পরিক আলোচনার অনুষ্ঠানও করবেন তিনি। এখানে রামায়ণের কিছু গল্প আরও আকর্ষণীয় করে তাদের কাছে তুলে ধরবেন। অযোধ্যার বিশেষ পুজো, ভদ্রাচলম, চিত্রকূট, পঞ্চবটী, অযোধ্যার আরতি ও ভজন এই অনুষ্ঠানে দেখানো হবে। কৈলাশ খের ও মালিনী অওস্থি সহ বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানও হবে এ দিন। নিজের ভূমিকা প্রসঙ্গে অমিতাভ বলেছেন, ‘এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া আমার জীবনের অনন্য এক সম্মান। এই পবিত্র দিন রামচন্দ্রের ন্যায়পরায়ণতার পাঠ নেওয়া ও তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার দিন।’ চৈত্র নবরাত্রীর শেষ দিনে রাম নবমী উদযাপিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন হিসেবে এই দিনটি পালিত হয়।

ছোট্ট তারা

প্রহরী প্রান্তিকা বিএসএফ প্রাইমারি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া প্রাচী রায়। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ ও অঙ্কনে পারদর্শী।

গরম পড়তেই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীর লম্বা লাইন। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

পুলিশি ধমক খেয়েও মাকে তাড়াল ছেলে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ছেলেকে ঠিকমতো বড় করে তুলতে একটা সময় কী না করেছেন। আধপেটা খেয়ে থেকেছেন। ভাগ্যের করুণ পরিহাস। ছেলের বদান্যতায় মায়ের এখন রাস্তায় ঠাঁই। পেটে ভাত নেই। ভবিষ্যৎ? কারও জানা নেই।

মঙ্গলবার সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে। বেশ দাপট। পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বলাকা মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির সামনে এক বৃদ্ধাকে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। ময়লা শাড়ি। গালের এক পাশে কাটা দাগ। চোখের কোণে জল চিকচিক। কী হয়েছে বলে জানতে চাইতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। কথোপকথনে জানা গেল স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের সামলেছেন।

বড় করেছেন। বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের পাঁচ মাসের মাথাতেই ছেলে মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। গত ছয় বছর ধরে বৃদ্ধা তিন মেয়ের বাড়ি বাড়ি থেকেছেন। দিন পাঁচেক আগে ছেলে তার বোনেদের শাসানি দেয় বলে অভিযোগ। মাকে আশ্রয় দিলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মেয়েরাও মাকে ব্রাত্য করে দিয়েছেন।

দিন তিনেক আগে স্থানীয়দের ফোন পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে ছেলেকে ধমকে মাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশকর্মীরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধাকে ফের

রাস্তায় বসে সেই বৃদ্ধা।

বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই বৃদ্ধা বাড়ির সামনে রাস্তাতেই ঠায় বসে। খিদে পেলে পড়শিদের কাছে হাত পাতছেন। কেউ সাড়া দিলে কিছুটা রক্ষা।

ছেলে যে সময় মাকে প্রথমবার বাড়ি থেকে বের করে দেয় সেই সময় তার বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। স্থানীয় কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় মাকে বাড়ি ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলে ফের মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এরপর বৃদ্ধা শক্তিগড়ে ছোট মেয়ের কাছে থাকতেন। কয়েক বছর সেখানে ছিলেন। তবে সেই মেয়ে বিরূপ হওয়ায় সেখানে তাঁর বেশিদিন থাকা হয়নি। এরপর অন্য মেয়েদের কাছে থাকা।

এরপর ছেলের শাসানি। তারপর আর মেয়েদের কাছে ওই বৃদ্ধার থাকা হয়নি। বৃদ্ধা স্বামীর বাড়ির সামনে এসে সেখানেই বসে থাকছেন। ভিতরে ঢুকতে গিয়েছেন। ছেলে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ একবার বৃদ্ধাকে বাড়ি ঢুকিয়ে দিলেও সুবিধা হয়নি।

মঙ্গলবার ফের ছেলের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বৃদ্ধা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এর আগে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'এমন গুণধর ছেলের কঠিন শাস্তি প্রয়োজন।' অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার আমার আইনজীবী বলবেন।'

মহানন্দার ঘাটে জুয়ার আসর

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : মহানন্দা নদীর সন্তোষীনগর ঘাটে জুয়ার আসরের রমরমা এখন সেখানকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি পুলিশেরও মাথাব্যথার কারণ। এখন যেহেতু আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়ছে, তাই ঘাটে রীতিমতো ত্রিপল টাঙিয়ে তার তলায় বসছে জুয়ার আসর।

পুরনিগম এলাকা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘাটে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বারো মাসই জুয়ার আসর বসে, বলছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, এই জুয়ার আসর ঘিরে প্রায়দিনই ওই ঘাট এলাকায় ঝামেলা চলে। আবার স্থানীয়দেরই অনেকে সেই জুয়ার আসরে যোগ দেয়। তাই প্রতিবেশীরা খুব বেশি কিছু বলতেও পারেন না। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। লাগাতার চেষ্টা করছি এই নেশার আসর বন্ধ করতে।' পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযান চলছে। প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

চরে যেতেই জুয়ার আসর নজরে পড়ল। গরমে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই ত্রিপলের ছাউনির নীচে দিব্যি চলছে জুয়ার আসর। এলাকার বাসিন্দা অশোক সাহানির কথায়, 'মাঝেমধ্যেই এই জুয়ার অসরকে কেন্দ্র করে এলাকায় ঝামেলা হয়। এমনকি মারপিটের ঘটনা পর্যন্ত হয়েছে। পুলিশ লাগাতার অভিযান চালালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তারপর ফের পরিস্থিতি যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়ায়।'

যদিও এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় মন্দিরা মাহাতোর কথায়, 'ওই ঘাট দিয়ে নদী পেরিয়ে সবসময় সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। স্কুল পড়ুয়ারাও যাওয়া-আসা করে। এসব দৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই খারাপ প্রভাব ফেলে তাদের ওপর।' আর ওয়ার্ড কাউন্সিলারের কথায়, 'আমারা তো চেষ্টা করছি। তবে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।'

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার প্রবীণদের জন্য এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানালেন, প্রতি মাসের এক তারিখে এমন শিবির বসবে। দশরথপল্লির অফিস প্রাঙ্গণে কর্মসূচিটি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অশোক মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বিরিয়ানির দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ স্বাস্থ্য দপ্তরের

- কম দামে মিলছে, তাই মান যাচাই না করে বিরিয়ানি কেনার ঝোঁক
- অনলাইনে অর্ডার করলে কোন পরিবেশে দোকানে রান্না হচ্ছে- দেখার উপায় নেই
- বিরিয়ানির মশলা, আনাজ থেকে মাংসের মানের সঙ্গে আপস
- অধিকাংশ দোকান মালিক স্বাস্থ্যবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন
- শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো দোকান, লাইসেন্সের বালাই নেই
- নজরদারির ফাঁক গলে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

দামে কম, মানে ভালো নয়

লেকটাউনের বিরিয়ানির দোকানে স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি টিম। মঙ্গলবার।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : 'ভুখ লাগি, ভুখ লাগি জোরো কি ভুখ লাগি...' সাউন্ড বক্সে হিন্দি গান বাজছে ভেতরে। দোকানের সামনে লাল শালু দিয়ে ঢাকা পেল্লায় আকারের হাঁড়ি। ভেতরে খাচ্ছে কয়েকজন।

সায়ন এসে অর্ডার দিল,

-এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানি পার্সেল করে দিন তো দাদা।

সঙ্গেই ছিল বন্ধু সৌরভ। কানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,

-কীরে দেখছিস না বাসনপত্র, রান্নার জায়গা কতটা অপরিচ্ছন্ন। তবুও এখান থেকে খাবি?

-আরে ভাই, এত ভয় পেলে চলবে। মাত্র ৮০ টাকায় দিচ্ছে। বেশি পরিষ্কার চাইলে পকেট খসাতে হবে।

দামে কম, মানে ভালো যে একেবারে নেই- তা নয়। তবে বিরল। বাঙালির বিরিয়ানি প্রেমের বাড়বাড়ন্তের সুযোগ নিয়ে মূল সড়কের ধার থেকে অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে দোকান। অধিকাংশ মালিক পরিচ্ছন্নতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মন দিচ্ছেন লাভের অঙ্কে। খেতে মন্দ নয়, দাম সাধ্যের মধ্যে- তাই ক্রেতার অভাব হচ্ছে না।

বিরিয়ানির মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার তিনদিন বাদে দোকানে এসে নমুনা সংগ্রহ করলেন ফুড সেফটি আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি টিমের দুই সদস্য মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসেন। তাঁরা নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের সহযোগিতায় শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনে ওই বিরিয়ানির দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। অভিযোগ ওঠার পরই ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। এদিন এসে পুরোনো বিরিয়ানির নমুনা সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। যে মশলা বিরিয়ানি তৈরিতে ব্যবহার করা হত, সেগুলোরও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, শনিবারে তৈরি বিরিয়ানি থেকে নমুনা সংগ্রহ করলে আদৌ সঠিক ফল মিলবে কি?

এদিন প্রকাশ্যে খাদ্য সুরক্ষা দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি হত এবং রাখা হত। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে সামগ্রিক রিপোর্ট দেবেন তাঁরা। ওই দোকান ছাড়া পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার আরও বেশ কয়েকটি বিরিয়ানির দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেল।

সংযোজিত এলাকার দোকানে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে অভিযান চালানো হলেও ভাতঘুমে দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। নজরদারির ফাঁক গলেই সাধারণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা করেন দোকান মালিকরা। এপ্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিকের সাফাই, 'আমরা জেলাজুড়ে নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ করি। নজরদারি রয়েছে।'

একদিকে দায়সারা অবস্থান নিচ্ছে প্রশাসন, অন্যদিকে কম দামের মরীচিকায় পথ হারিয়ে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে আপস করছেন খাদ্যপ্রেমীরা। নিম্নমানের মশলা, কম দামে কিনে আনা আনাজ ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি অনেক সময় মশলা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও দিব্যি চালিয়ে দেওয়া হয়। আপস করা হয় মাংসের মানের সঙ্গেও। রান্না হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। আসবাবপত্র ভালোমতো ধোয়া পর্যন্ত হয় না বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার তেমন কিছু ছবি চোখে পড়ল। স্টেশন ফিডার রোডে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দপ্তরের কাছে একটি বিরিয়ানির দোকানে রান্নার জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন। দোকানের ভেতরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ইঁদুর। এনটিএস মোড় সংলগ্ন একটি দোকানে আবার অন্যত্র থেকে বিরিয়ানি বানিয়ে আনা হয়। কিন্তু যেখানে হাঁড়িটা রাখা হচ্ছে, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

শনিবার রাতে লেকটাউনের ওই বিরিয়ানির দোকানে মাংসের মধ্যে পোকা পাওয়ার অভিযোগ তোলেন এক ক্রেতা। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এনজেপি থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেদিনই দোকানের পাঁচ কর্মীকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয় দোকান। তারপরেও হুঁশ ফেরেনি বাকি দোকানদারদের। অন্তত বিরিয়ানিপ্রেমীদের ফিরুক, চাইছেন সচেতন নাগরিকরা।

বাংলায় কাঁচা, বিহারে পাকা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : বাংলা-বিহার সীমানার মাঝে আটকে আজও পাকা হয়নি ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর মধ্য ও দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি রাস্তা। বিহারের অংশে থাকা রাস্তাটির প্রায় ২০০ মিটারকে ঢালাই করে পাকা করা হয়েছে।

কিন্তু যেখানে রাস্তাটি দুই রাজ্যের সীমানা ভাগ করেছে, সেখানে প্রায় ১ কিলোমিটার এলাকা আজও কাঁচাই রয়ে গিয়েছে। যদিও ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেনের দাবি, 'দ্রুত রাস্তা পাকা করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

রাস্তাটি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে শুরু হয়ে ইসলামপুর পুরসভার শান্তিনগর দিয়ে বরহট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়েছে। রেললাইনের গেটের যানজট এড়াতে অনেকেই ওই রাস্তা দিয়ে বরহট এলাকায় যাতায়াত করেন। এদিকে, ইসলামপুর শহরের বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর প্রকল্পের জন্য যে এলাকায় একটি রিজার্ভার তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে যাওয়ার জন্যও এই রাস্তাটিকেই ব্যবহার করতে হবে। সে সময় রাস্তাটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ও রাস্তার গুরুত্ব মাথায় রেখে কবে তা পাকা করা হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলতে পারেননি কেউ।

ইসলামপুরে রাস্তাটি আজও মাটির।

ইসলামপুর পুরসভার অংশে থাকা এই রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে একটু বৃষ্টিতেই গোটা রাস্তায় কাদা জমে যায়। গ্রীষ্মকালে রাস্তার ধুলোয় যাতায়াত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাস্তাটির বিহারের দিকে ড্রেন তৈরি করা হলেও বাংলার দিকে পুরসভার পক্ষ থেকে আজও নিকাশিনালা তৈরি করা হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের সময় রাস্তাটি পাকা করা ও ড্রেন নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তবে পুর বোর্ড গঠন হওয়ার দুই বছর পেরিয়ে গেলেও কাজ হয়নি।

শান্তিনগর মধ্যপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জিত প্রসাদের বক্তব্য, 'ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে এলাকার অন্য রাস্তার পাশাপাশি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটিও পাকা করা হবে। কিন্তু সেই কাজ আজও হয়নি। এছাড়া ড্রেন নির্মাণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজও হয়নি।'

বিহার-বাংলা সীমানাবর্তী প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা যে কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে, তা মেনে নিয়েছেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেন। তাঁর আশ্বাস, 'রাস্তাটির যেসব জায়গায় জনবসতি রয়েছে, সেখানে দ্রুত পাকা করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। যেহেতু সেখানে জলের রিজার্ভার তৈরি হবে, তাই সেই প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি পাকা করা যায় কি না খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পথের হদিস

- বিহারের অংশে থাকা রাস্তাটির প্রায় ২০০ মিটার পাকা করা হয়েছে
- যেখানে রাস্তাটি দুই রাজ্যের সীমানা ভাগ করেছে, সেখানে প্রায় ১ কিমি কাঁচা
- পুর এলাকায় রাস্তার অংশে একটু বৃষ্টিতেই কাদা জমে
- বিহারের দিকে নিকাশিনালা তৈরি হলেও পুরসভার তরফে সম্ভব হয়নি

সিপিএমের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কয়েকদিন আগে বেকারত্বের বিরুদ্ধে উত্তরকন্যা অভিযান করেছিল বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। সেখানে নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশ আক্রমণ চালায় বলে দাবি করে সংগঠনটি। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্যরা।

মঙ্গলবার ডিআই ফান্ড মার্কেটের সামনে থেকে নিউ সিনেমা রোড হয়ে এনটিএস মোড় পর্যন্ত মিছিল করে সিপিএম। মিছিল শেষে এনটিএস মোড়ে সভা হয়। লাগাতার প্রতিবাদ চলবে বলে জানিয়েছেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান ভট্টাচার্য।

এদিন মিছিলে ছিলেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী।

পাড়ায় পাড়ায়

ইসলামপুর

জঞ্জাল সমস্যায় জর্জরিত

ইসলামপুর, ১ এপ্রিল : ইসলামপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে দিনের পর দিন রাস্তায় জমে থাকছে আবর্জনা। ছড়াচ্ছে দূষণ ও দুর্গন্ধ। গোয়ালাবস্তি থেকে মেলার মাঠের দিকে যাওয়ার পথটির পরিস্থিতি সবথেকে বেশি শোচনীয়। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে বিধায়কের বাড়ি। ওয়ার্ডে ঢুকে প্রশ্ন করতেই পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রোজ যে জঞ্জাল সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেটা পড়ে থাকছে প্রায় ১৫ দিন।

প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কি কিছুই জানেন না? স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রীতি যাদব সমস্যা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'যে এলাকায় আবর্জনা রাস্তায় জমে থাকে, সেটা ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা। সেখানে আবর্জনা সাফাই নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কথা দিচ্ছি, বুধবারের মধ্যে সাফাই করা হবে।'

এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন কেন, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি কাউন্সিলার।

প্রীতির কথা শুনে জমা জঞ্জালের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় সালাউদ্দিন বললেন, 'যাচ্ছেতাই পরিস্থিতি। কাউন্সিলার কি এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন না?'

অপর শহরবাসী দিলনাওয়াজের কথায়, 'সাফাইকর্মীরা ঠিকভাবে কাজ করছেন কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব তো জনপ্রতিনিধির। আমজনতার ভোগান্তি নিয়ে আসলে কারও মাথাব্যথা নেই। এই ঘটনা তারই প্রমাণ।'

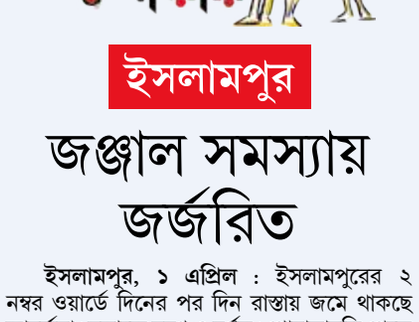

শিলিগুড়ি

মূর্তিতে ধুলোর আস্তরণ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : ধুলোয় ঢেকেছে মূর্তি দুটো। এমনকি মনীষীদের নামগুলো অস্পষ্ট। দেখভালের অভাবে এমন পরিস্থিতি, অভিযোগ নাগরিকদের। নান্টু পাল কাউন্সিলার থাকাকালীন পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সিধো-কানহো সরণিতে ওই আবক্ষমূর্তিগুলো বসিয়েছিলেন। এখন সেই জায়গার আশপাশে জমে থাকছে আবর্জনা। ঠিক পাশেই বসানো হয় বাতি। সেসবও আজকাল আর জ্বলে না। প্রশ্নে বর্তমান কাউন্সিলারের ভূমিকা। সেই বাসুদেব ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'আমাদের ওই জায়গাটি সুন্দর করে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা নিয়ে দ্রুত পরিকল্পনা করব।'

বিধান রোড ধরে ওই সরণিতে ঢুকলে ধুলোর আস্তরণ পড়া দুই মনীষীর মূর্তি চোখে পড়বে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মাঝেমধ্যে জায়গাটি সাফাই করা হয়। বেশিরভাগ সময় চারপাশে জঞ্জাল ছড়িয়ে থাকে। ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন অরুণ দাস। বললেন, 'দেখতে ভালো লাগে না। মনীষীদের মূর্তিকে অবহেলা করা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। সাফসুতরো রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।'

অরুণের সঙ্গে সহমত স্থানীয় মিতা শা। তাঁর কথায়, 'যখন এটা তৈরি হয়েছিল, সেদিন ভীষণ গর্ব হচ্ছিল। তার যে এমন পরিণতি হবে, কে তা জানত। দেখভালের অভাবে সৌন্দর্য হারিয়েছে জায়গাটি। কিছু অসচেতন মানুষ যাওয়া-আসার পথে আবর্জনা ফেলছেন। পুরনিগমের উচিত নজর দেওয়া।' বাসুদেব আশ্বাস দিলেন বটে, কবে তার বাস্তবায়ন হবে- তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন ওয়ার্ডেরই কিছু বাসিন্দা।

মাঝরাস্তায় হেলে বহু বিপজ্জনক বাঁশ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : প্রয়োজন ফুরালেই দায় শেষ? তোরণ লাগিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের পর সেটা আদৌ খোলা হল কিনা, সে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। অভিযুক্তের তালিকায় একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে সামাজিক সংগঠন। বিজ্ঞাপনের জন্য লাগানো হোর্ডিং খুলে ফেলার পরও সরানো হচ্ছে না বাঁশ।

শহরের মূল সড়কে বিপজ্জনক অবস্থায় এমন অনেক বাঁশ চোখে পড়বে, যেগুলো হেলে রয়েছে একদিকে। কয়েকটি তো পাঁচ-ছয়মাসের পুরোনো। রোদ-জলে পচন ধরেছে দড়িতে। আলগা হয়ে আসছে বাঁধন। যে কোনও মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে। তবুও হুঁশ নেই।

মাল্লাগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড ধরে কিছুটা এগোলে দেখা যাবে, একটি হোটেলের সামনে ডিভাইডারের রেলিংয়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটি বাঁশ। একসময় লম্বা করে লাগানো হয়েছিল, এখন হেলে পড়েছে। হিলকার্ট রোড দিয়ে যাওয়ার সময় এমন অনেক চোখে পড়বে। ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে স্কুটারচালক অর্ণব বড়ুয়া বলছিলেন, 'যদি কারও মাথায় বা গাড়ির ওপরে পড়ে, তবে তো সর্বনাশ। এসব সরানোর দায়িত্ব কার?'

হিলকার্ট রোডে হেলে পড়া বাঁশ বাড়াচ্ছে বিপদ।

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কাছে, কার্যালয় ছাড়িয়ে জংশনের দিকে যাওয়ার পথে, সেবক রোডে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসের আগে রয়েছে বাঁশ। ওই রোডে একটি শপিংমলের কাছেও তেমন বিপজ্জনক অবস্থায় একটি বাঁশ হেলে থাকতে দেখা যাবে।

না, শুধু প্রশাসনের ওপর দায় চাপালে চলবে না। যে পার্টি বা সংগঠনের অনুষ্ঠানের তোরণের জন্য লাগানো হয়েছিল বাঁশটি, তারা মোটেই দায় এড়াতে পারে না। রাজেন্দ্র আগরওয়ালের দোকান রয়েছে হিলকার্ট রোডে। তাঁর কথায়, 'ধর্মীয় থেকে সামাজিক সংগঠন- সবাই নিজেদের প্রয়োজনে ডেকোরেটারকে দিয়ে তোরণ বসায়। কর্মসূচি শেষে ডেকোরেটার সেটা সরাল কিনা, দেখতে আসে না। খেয়ালও করে না। প্রশাসনের উচিত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।'

হেলে থাকা বাঁশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরানোর দাবি তুললেন গোবিন্দ পাল, আকাশ সরকার। ওঁরা শহরের তরুণ। আকাশের আশঙ্কা, 'বর্ষাকালে আরও বিপদ বাড়বে।' কিছুক্ষণ থেমে ফের বললেন, 'ততদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। গ্রীষ্মে কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে বাঁশ পড়বে গায়ে। আমাদের কিছু হয়ে গেলে দায় কে নেবে?'

সবটা শুনে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আশ্বাস দিলেন, যে সমস্ত সংগঠনের অনুষ্ঠানের জন্য বাঁশগুলো লাগানো হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। নজর রাখা হবে আগামীদিনেও।

আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে

প্রথম পাতার পর

গুলির শব্দে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে খবর দেয়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্তকে খুঁজতে চিরুনি তল্লাশি চলে। পুলিশ প্রথমেই হানা দেয় সেভেনের বাড়িতে। সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। তারপর এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নেমেছে। তবে দুই ঘণ্টা তল্লাশির পরেও অভিযুক্তকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এব্যাপারে জানতে চেয়ে নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বারিকে ৩ বার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। এসডিপিও নেহা জৈনকে ২ বার ফোন করা হয়েছিল। ফোন ধরেননি তিনিও।

রেশমা ও সেভেনের বাড়ি একই এলাকায়। তবে তাঁদের মধ্যে পুরোনো কোনও বিবাদ ছিল না বলে খবর। এদিন রেশমা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে রাস্তার ধারে একটি মুদিখানায় জিনিসপত্র কিনতে যান। আর সেভেন বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের পর সেই দোকানের সামনে উপস্থিত হয়। স্থানীয়রা বলছেন, তারপরেই মহিলার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে সেই দুষ্কৃতী। আচমকা গুলি চালিয়ে দেয়। শোরগোল শুরু হতেই সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে মহিলা চিৎকার করতে থাকেন। রেশমা বলেন, 'আমার সঙ্গে ওর কোনও বিবাদ নেই। এর আগে অন্য জায়গায় সফিক ঝগড়া করে সেখানে এসেছিল। দোকানের সামনে এসে আমাকে হঠাৎ দুই থাপ্পড় মারে। আমার ক্ষমতা দেখবি বলতে বলতে আগ্নেয়াস্ত্র বুকে ঠেকিয়ে দেয়। এরপর সেটা সরাতে গিয়ে এক রাউন্ড গুলি চালায়। আগ্নেয়াস্ত্র সরাতে গিয়ে আমার হাতের চুড়ি ভেঙে যায়।' আতঙ্কিত ওই মায়ের প্রশ্ন, 'কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছি। আমার সন্তানদের সামনে গুলি চলেছে। আমার দুই বাচ্চার গায়ে গুলি লাগতে পারত।'

যেখানে এই কাণ্ড ঘটেছে, সেই দোকানের সামনেই বাড়ি সেভেনের। স্থানীয় বাসিন্দা আমানত আনসারি বলেন, 'বাড়ি থেকেই ঝগড়া করে বেরিয়েছিল ও। তারপরেই দোকানের সামনে ঝামেলা শুরু করে।' স্থানীয়দের অভিযোগ, সেভেনের কাছে নাকি সবসময় আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। এদিনের ঘটনার পর তাই তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন।

প্রাণ গেল চালকের

প্রথম পাতার পর

এদিকে চাকরি জীবনের শেষ দিনেই অবসর নিয়ে শীঘ্রই বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। ফরাক্কা এনটিপিসি-র কর্তা অলোককুমার রনবির বলেন, 'এমজিআরে ৩৩ কিলোমিটারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সিগন্যালিং সিস্টেমের কিছু গলদ ছিল। তবে তদন্তের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি বসানো হয়েছে, তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবে।' রেলের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, ওই দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

নিজের পেশার পাশাপাশি এলাকায় অত্যন্ত মিশুকে জনপ্রিয় মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন গঙ্গেশ্বর মাল। সাঁতারের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। যার ফলে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ শহরের বুকে এশিয়ার দীর্ঘতম আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিবার চরম উৎসাহ নিয়ে প্রতিযোগীদের নানান সহযোগিতায় এগিয়ে আসতেন তিনি।

এহেন মানুষটির মৃত্যুতে শোকাহত জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জের কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'শহরের বুকে একজন আদ্যোপান্ত ভদ্রলোক সেই সঙ্গে সাঁতারপ্রেমী মানুষকে আমরা চিরতরে হারালাম। তাঁর পরিবারের পাশে আমরা আছি।'

বাবার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়ে ময়না মাল বলেন, 'আজ সকাল থেকেই আমরা সকলেই খুশিতে ছিলাম। কারণ, বাবার কর্মজীবনের শেষ দিন বলে কথা। সেই জন্য বিভিন্ন রকমের পদের রান্নার কাজ চলছিল হঠাৎ এক ঝটকায় সবকিছু শেষ হয়ে গেল। হয়তো আজকে যদি উনি কাজে না যেতেন, তাহলে হয়তো বেঁচে থাকতেন।'

কার্সিয়াং রেলস্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ক্ষুব্ধ জনতা।

জখম ছাত্রীর মৃত্যুতে বন্ধ টয়ট্রেন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : কার্সিয়াংয়ে টয়ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হল চিকিৎসাধীন অবস্থায়। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে কার্সিয়াং রেলস্টেশনের সামনে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। টয়ট্রেনের চালক সহ অন্য কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত, দোষীর শাস্তি, মৃতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, খেলনাগাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপের দাবি জানান তাঁরা। পরে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা কার্সিয়াং স্টেশনে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করেন। তাঁর উদ্যোগে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) কর্তা, কার্সিয়াং পুরসভার প্রশাসক, পুলিশকে নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকের পরে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ থামে। তবে এদিন পাহাড়ে ছোটেনি খেলনাগাড়ি। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আজ ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। আগামীকাল পরিস্থিতি বুঝে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'

সোমবার দুপুরে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িগামী টয়ট্রেন কার্সিয়াং বাজারে ঢোকার মুখে এক স্কুল ছাত্রীকে ধাক্কা মারে। মকাইবাড়ি চা বাগানের খইরাপানি এলাকার বাসিন্দা ওই কিশোরীকে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পরিবারের তরফে কিশোরীকে ভর্তি করানো হয়েছিল শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। কিন্তু রাতেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে ছাত্রীর পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি মকাইবাড়ি চা বাগানের বহু মানুষ কার্সিয়াং স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এর ফলে রেলস্টেশন এবং দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা এভাবে চলার পর অনীত ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্যোগে কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক তেজা দীপক, ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী, কার্সিয়াং পুরসভার প্রশাসক ব্রিগেন গুরুং, ভাইস চেয়ারম্যান

বিক্ষোভে উত্তাল কার্সিয়াং, অনীতের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

সুভাষ প্রধান, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিক এবং কিশোরীর পরিজনদের নিয়ে বৈঠক বসে কার্সিয়াংয়ে। বৈঠক শেষে অনীত বলেন, 'টয়ট্রেনে বারবার কেন দুর্ঘটনা ঘটছে, সেটা খতিয়ে দেখা হবে। মৃত ছাত্রীর পরিবার যাতে বিচার পায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করছি। কমিটিতে কার্সিয়াং পুরসভার চেয়ারম্যান, ওই ছাত্রীর পরিজনরা থাকবেন।'

তাঁর সংযোজন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই ছাত্রীর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেব। রেলের তরফেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।'

ভেজাল পনিরে বিপদ

প্রথম পাতার পর

সমস্ত খরচ ধরে এক কেজি পনির তৈরির জন্য ৩০০ টাকার বেশি খরচ হয়।

অথচ শিলিগুড়ির বাজারে বর্তমানে ২০০ টাকা কেজিতেও পনির পাওয়া যাচ্ছে। হাকিমপাড়ার হরেন মুখার্জি রোড, হায়দরপাড়া, সুভাষপল্লি, মিলনপল্লি, লেকটাউন সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন পনিরের দোকান খুলছে। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই পনির প্রস্তুতকারীদের কাছে কেজি হিসাবে কিনে এনে বিক্রি করছেন। অর্থাৎ যে পনির খুচরো বিক্রেতাদের কাছে ২০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে সেটা ওই ব্যবসায়ী যে আরও কম দামে কিনেছেন, সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তাহলে কীভাবে এত কম দামে পনির বিক্রি সম্ভব হচ্ছে? জানা গিয়েছে, কম দামে দুধ কিনে তার সঙ্গে পাউডার দুধ, ময়দা এবং অ্যারারুট পাউডার মেশানো হচ্ছে। বেশিদিন সংরক্ষণে রাখতে এই কৃত্রিম পনিরে বিভিন্ন প্রিজারভেটিভ এবং রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। এই পনির তৈরির জন্য ১০-১২ ঘণ্টা সংরক্ষণের প্রয়োজনও হচ্ছে না। যার জেরে এগুলি অজান্তেই মানুষের শরীরে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ স্মরজিৎ বণিকের বক্তব্য, 'এসব কৃত্রিম পনির থেকে লিভার এবং কিডনি প্রথমে নষ্ট হতে পারে। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দেবে। এর পরে ত্বক থেকে চোখ সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নষ্ট হবে। তাই কম দামে পাওয়া যাচ্ছে ভেবে যেখান সেখান থেকে পনির কেনা উচিত নয়।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'আমরা দু'-একদিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি শহরে অভিযানে নামছি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে পনিরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।'

উন্নয়নের গুচ্ছ প্রস্তাব দিল্লি দরবারে

পাঁচটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে ১০ বিজেপি বিধায়ক, কটাক্ষ তৃণমূলের

নবনীতা মণ্ডল ও নয়নিকা নিয়োগী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে রাজ্যের ১০ জন বিজেপি বিধায়ক মঙ্গলবার থেকে দিল্লিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে তাঁরা মোট ১৬টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করছেন। মূলত সড়ক, রেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, শিল্প, কৃষি ও বন সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবিতে তাঁরা কেন্দ্রের কাছে স্মারকলিপি জমা দিচ্ছেন।

রবিবার দিল্লি পৌঁছনোর পর মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়করা কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সহ পাঁচটি কেন্দ্রীয় দপ্তরে বৈঠক করেন। উত্তরবঙ্গে একটি এইমস অথবা সমপর্যায়ের হাসপাতাল গড়ার দাবিতে বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। পর্যটন, বন সংরক্ষণ, খেলাধুলো ও শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিশেষ বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি তুলবেন।

শংকর ঘোষের নেতৃত্বে দলে রয়েছেন, আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, শিখা চট্টোপাধ্যায়, বিশাল লামা, সুশীল বর্মন, মালতী রাভা রায়, কৌশিক রায়, চিন্ময় দেব এবং পুনব হেঙরা। উত্তরবঙ্গের যৌথ প্রকল্পগুলিতে এবার কেন্দ্রীয় সহযোগিতার দাবিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লির বিভিন্ন দপ্তরে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেবেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়করা। শংকর ঘোষ বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই। স্টেডিয়ামের জন্য খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার চাই, পর্যটন এবং বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।' এছাড়াও সৈনিক স্কুল, ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের একটি শাখা খোলার জন্য দাবি জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে। এছাড়া মহানন্দা ও গরুমারা অভয়ারণ্যকে ইকো সেনসিটিভ জোন এলাকার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়করা সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় সরকার 'সরকারি মেডিকেল কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প' অনুযায়ী, প্রতিটি নতুন এমবিবিএস আসনের জন্য ১.২ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইছি। একটা নতুন উত্তরবঙ্গ গড়ে তুলবই আমরা।

শংকর ঘোষ
বিজেপি বিধায়ক

বামফ্রন্ট ৩৪ বছরের শাসনে উত্তরবঙ্গের জন্য কিছুই করেনি। উত্তরবঙ্গের যেটুকু উন্নয়ন ঘটেছে তার সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে।

অরূপ বিশ্বাস মন্ত্রী
ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর

এই প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট ৭০০টি আসন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে বিজেপি বিধায়কদের দল।

রাজ্য বিধানসভার ভোট এগিয়ে আসার প্রেক্ষিতে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপির দাবি, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি এবং গোর্খা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বিজেপির মতে, এই বৈঠক পাহাড়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তবে বিজেপি বিধায়কদের এই দিল্লিযাত্রাকে আমল দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের নেতাদের দাবি, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রাজ্য সরকার ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি কাজ করেছে। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাসে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও রাজ্য সরকারের তরফে বাংলার বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। ২১৩৮৮ পরিবার চা সুন্দরী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। ৫৭টি বন্ধ চা বাগানও খোলা হয়েছে। ফলে বিজেপি বিধায়কদের উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দাবিতে দিল্লির দরবারে যাওয়া তৃণমূলের কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন, এমনটাই জানালেন অরূপ বিশ্বাস।

ভস্মীভূত চলন্ত ট্রাক

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : চলন্ত অবস্থায় ভস্মীভূত একটি ট্রাক। সোমবার মাঝরাতে ঘটনাটি ঘটেছে জেলার নেপাল সীমান্তের সুখানি থানা এলাকার সাবুডাঙ্গি গ্রামের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে। তবে কী কারণে প্লাস্টিক পাইপবোঝাই ট্রাকটিতে আগুন লাগে, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জেলার লোহাগাড়া থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় ট্রাকটিতে আগুন দেখতে পান পিছনে থাকা গাড়ির চালকরা। তাঁরা ট্রাকটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বার্নিং ট্রেনের মতো ছুটতে থাকে ট্রাকটি। তবে সাবুডাঙ্গিতে সুখানি থানার টহলরত পুলিশের ভ্যানে থাকা পুলিশকর্মীদের বিষয়টি নজরে পড়তেই তাঁরা ট্রাকটি আটকান। খবর দেওয়া হয় ঠাকুরগঞ্জ দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঠাকুরগঞ্জ থানার আইসি মকসুদ আলম আশরফি। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সুখানি থানার আইসি ধর্মপাল কুমার জানান, একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

নাবালিকার মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

দুই বন্ধুর বাড়ি শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকায়। নাবালিকার পিসি বলেন, 'এক বন্ধু আমাকে ফোন করে ভাইঝির মাকে খুঁজছিল। ওর মা না থাকায় আমাকে সে জানায় ভাইঝিকে সে জঙ্গলে অচৈতন্য অবস্থায় পেয়েছে এবং নিয়ে আসছে। আমাদের মেয়েকে বাড়িতে দিয়ে যেতে বলি। আমরাও রাস্তায় এগোতে থাকি। দেখি মালবাহী একটি গাড়ির সামনে বসিয়ে দুজন বন্ধু ভাইঝিকে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসছে।' ওই আত্মীয়ার সংযোজন, 'ভাইঝিকে তখনই ওই গাড়িতে করে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি। সেখানে চিকিৎসক জানান, তার অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে। গলায় কালো দাগ ছিল। নিশ্চিতভাবে তাকে খুন করা হয়েছে।'

হাসপাতাল চত্বরে দুই বন্ধুকে হাতে পেতে পুলিশের সঙ্গে উত্তেজিত জনতা কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। যে গাড়িতে করে নাবালিকাকে নিয়ে আসা হয়, সেই গাড়িতে জনতা ভাঙচুর চালায়। পুলিশ দুজনকে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালের গেটের সামনে শুরু হয় জনতার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যেই পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা হাসপাতালে আসেন। নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায় সেজন্য হাসপাতালে বাড়তি মহিলা পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। মৃতার আত্মীয়রা রাতে এনজেপি থানায় যান। সেখানে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে আত্মীয়রা জানান। বুধবার নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

উফ! কী গরম... মাটির পাত্র দেখলেই এই গরমে যেন শরীর জুড়োয়। মঙ্গলবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

ত্রিপাক্ষিকে ডাক শুধু পদ্মকে, ক্ষুব্ধ বিরোধীরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দিল্লিতে হতে চলা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলল ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট। ত্রিপাক্ষিক যে কেবল ভোটের দিকে তাকিয়ে ডাকা হয়েছে, সেই অভিযোগ তুলে ফ্রন্টের দাবি, পাহাড় সমস্যা মেটানোর সদিচ্ছা নিয়ে বৈঠক হওয়া উচিত।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের পক্ষে মহেন্দ্র ছেত্রী বলেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ও ১২টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিতে কেন্দ্র, রাজ্য ও পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে আলোচনা শুরুর জন্য আমরা বারবার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর কেন্দ্র আবার বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু শুধুমাত্র দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ও বিজেপির জোটসঙ্গীরা বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছে। এভাবে কখনোই সমস্যা মিটবে না।' তবে সাংসদের বক্তব্য, 'এটা সরকারি স্তরের বৈঠক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যাদের ডাকা প্রয়োজন মনে করেছে, তাদেরই ডেকেছে।'

২০২১ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লিতে শেষবার পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আমলা, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নিয়েছিলেন। যদিও সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর বৃহস্পতিবার ফের বৈঠক হতে চলেছে। কিন্তু এই বৈঠকে বিজেপি ও তাদের সহযোগী পাহাড়ের দলগুলির প্রতিনিধিদেরই শুধু ডাকা হয়েছে। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের মতো দলগুলি ত্রিপাক্ষিকে ডাক পায়নি।

পিছিয়ে গেল বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : পাহাড় ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক একদিন পিছিয়ে গেল। বুধবারের বদলে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় নর্থ ব্লকের ১১৯ নম্বর ঘরে বৈঠকটি হবে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের থাকার কথা। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের দাবি, 'সংসদে বুধবার বিশেষ বিল পেশ হবে। মন্ত্রী, সাংসদরা সেখানেই ব্যস্ত থাকবেন। সেই জন্য পাহাড় নিয়ে বৈঠক একদিন পিছিয়ে বৃহস্পতিবার করা হয়েছে।'

এ নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেনি জনশক্তি ফ্রন্ট। ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা মহেন্দ্র ছেত্রী বলেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করতে চাইলে এখানকার সব রাজনৈতিক দলকে নিয়েই বৈঠকে বসতে হবে। শুধু একটা, দুটো দলকে নিয়ে বসলে হবে না। এটা তো বিজেপির নির্বাচনি জোটের বৈঠক নয়।' তাঁর প্রশ্ন, 'সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বসে আলোচনা না করলে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে বিজেপি ফের পাহাড় ইস্যুকে ভোটের কাজে ব্যবহার করতে চাইলে আমরা তা মেনে নেব না। বৈঠক হচ্ছে ভালো কথা। কিন্তু সেখানে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ও ১২টি জনজাতিকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি নিয়েই আলোচনা হতে হবে।'

তবে দলের অপর নেতা এনবি খাওয়াসের বক্তব্য, 'পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকায় আমরা খুশি। বৃহস্পতিবারের বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসুক, আমরা সেটাই চাই।'

চৈতি ছট শুরু

কিশনগঞ্জ, ১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জে মঙ্গলবার থেকে চারদিনব্যাপী চৈতি ছট উৎসব শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার চৈতি ছটপুজোর প্রথম পর্ব নাহায় খায় পালিত হয়। বুধবার দ্বিতীয় পর্ব খরনা পালিত হবে। বৃহস্পতিবার তৃতীয় পর্বে নদীর ঘাটে অস্তগামী সূর্যকে ছটব্রতীরা অর্ঘ্য প্রদান করবেন। আর শুক্রবার সকালে উদিত সূর্য দেবতাকে প্রণাম করে চতুর্থ পর্ব পালিত হবে। চৈতি ছট উপলক্ষ্যে নদীর ঘাটে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান।

দৃশ্যটা দেখে

প্রথম পাতার পর

আসলে, আমাদের সবার মধ্যেই একটা প্রশ্ন ছিল, এভাবে চাকা খুলে এল কীভাবে? গাড়িটার স্পিড কুড়ি কিলোমিটারের বেশি ছিল না। তবে যদি গতি বেশি থাকত তাহলে আরও ভয়ানক কাণ্ড হতে পারত। বেলার দিকে হলে তো বড় কাণ্ড হতে পারত। মনে ভয় হচ্ছিল, ওই বাচ্চাগুলোর কিছু হল কি না। তবে আমি ভালো মতো দেখেছি কারও কিছু হয়নি। সত্যি কথা বলতে, এদিন ভোরের এই দৃশ্যটা আর কোনওদিন ভুলতে পারব না। ওভাবে চাকা পড়ে থাকাটা, বাস ওভাবে এগিয়ে যাওয়াটা, এখনও মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। জানি না, আজ রাতে আমার ঠিকমতো ঘুম হবে কি না।

সবুজ পৃথিবীর

প্রথম পাতার পর

নিয়ম করে একজন লোক রেখেছি এই ১৫ কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে লাগানো গাছগুলোর পরিচর্যার জন্য। সপ্তাহ শেষে পারিশ্রমিকও দিই।'

রামশাইয়ের বাসিন্দা ফোনু রায়, উত্তম বর্মনরা গাছ লাগানোর জন্যই চেনেন রূপকুমারকে। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, কখনও রাস্তা চওড়া করা, কখনও ফ্লাইওভারের নামে যেভাবে নির্বিচারে গাছ কাটা হয়েছে, তা ভালো হয়নি। রূপকুমার কিছুটা হলেও সেই ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছেন। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় মনে করেন, আগামীদিনে রূপকুমারকে দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন সবুজায়নে। তার এই কাজ অনেককেই প্রেরণা জোগাবে। আর রূপকুমার জানেন, ভালোপাহাড়ের মানুষটার মতো হয়তো এক আস্ত জঙ্গল গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু সেই কমল চক্রবর্তীকে দেখে অন্তত ২০০০ বড় গাছ লাগানোর স্বপ্ন দেখেন জঙ্গল-লাগোয়া রামশাইয়ের আরেক চক্রবর্তী।

ইউনূসের বক্তব্যে অসন্তোষ ভারতে

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'ইউনূসের এই মন্তব্য ভারতের কৌশলগত চিকেন নেক করিডরকে ঘুরপথে দুর্বলের তকমা দেওয়ার চেষ্টা।' হিমন্তর সতর্কবার্তা, ইউনূসের মন্তব্য আসলে ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি অভিসন্ধির প্রতিফলন। একে উপেক্ষা করলে ভুল হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চিকেন নেকের মাধ্যমে রেল ও সড়ক যোগাযোগ আরও মজবুত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরার জনজাতি নেতা প্রদ্যোত মাণিক্য বলেন, 'বাংলাদেশকে ভেঙে দিয়ে সমুদ্রে আমাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা উচিত।' ১৯৪৭-এ চট্টগ্রাম বন্দরের অধিকার ছেড়ে দেওয়া ভারতের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য, 'চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে যে জনজাতিদের বাস, তারা ১৯৪৭ সালে ভারতের অংশ হতে চেয়েছিল। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরা, গারো, খাসি এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে।'

ইউনূসের মন্তব্য ভারতের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে বলে মনে করেন কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরাও। তাঁর কথায়, 'ভারতকে অবরোধ করার জন্য চিনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাংলাদেশ। ঢাকার এই পদক্ষেপ আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য খুব বিপজ্জনক।' এজন্য অবশ্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দিকেও আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, আমাদের সরকার মণিপুরের দিকে নজর দিচ্ছে না। অরুণাচলপ্রদেশে গ্রাম তৈরি করে ফেলেছে চিন। আমাদের বিদেশনীতির হাল এতটাই শোচনীয়, যে দেশটি গঠনে আমরা প্রধান ভূমিকা পালন করেছি, সেই দেশ এখন আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।'

অসমের কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশকে চিঠি লিখে দু'দেশের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। এরপর উত্তর-পূর্ব ভারত এবং চিন সম্পর্কে মুহাম্মদ ইউনূসের সাম্প্রতিক মন্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং অগ্রহণযোগ্য। এই বক্তব্য ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।'

প্রাণে বাঁচল পড়ুয়ারা

প্রথম পাতার পর

তবে যদি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ থাকে, তাহলে অবশ্যই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হবে।' যদিও বাসের কাজে অভিজ্ঞ গ্যারাজ কর্মীদের কথায়, এই ধরনের ক্ষেত্রে দুটো ঘটনা হতে পারে। হুইলের চেক নাট কেটে যেতে পারে। নইলে, বিয়ারিং ভেঙে যেতে পারে। তবে দুটো ঘটনাই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই ঘটে।

এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ওই বাসটি নৌকাঘাটের দিকে যাচ্ছিল। তখন মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'হঠাৎ বাসের একটা বিকট শব্দ শুনতে পাই। অনেকটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ। পিছনে ঘুরে দেখলাম, চাকা খুলে পড়ে রয়েছে। বাসটা ছেঁচড়ে এগিয়ে চলেছে। বাচ্চাগুলো তখন প্রাণপণে চিৎকার করছে।' ওই বাসের চালক দামোদর মাহাতো বলেন, 'শিবমন্দির থেকে বাস নিয়ে যাচ্ছিলাম। কোথা থেকে কী হল, বুঝলাম না।'

এদিকে, পেছনের চাকাহীন অবস্থায় বাস কিছুটা এগিয়ে থামার পরেই বাসের চালক আগে ওই স্কুল পড়ুয়াদের নামিয়ে দেন। এরপর নিজে নামেন। ততক্ষণে এলাকায় ভিড় জমে যায়। ক্ষোভ বাড়তে থাকে, স্কুলবাসগুলোর অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। কিছুদিন আগেই প্রধাননগর থানা এলাকা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ছোট গাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। সে যাত্রায় চালকের বুদ্ধিমত্তায় বেঁচে যায় ওই ছোট গাড়িতে থাকা স্কুল পড়ুয়ারা। কিছুদিন আগে স্বামীজি মোড়ে বেপরোয়া গতিতে চলা বাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন বাবা ও ছেলে।

গার্ডিয়ান ফোরাম অফ নর্থবেঙ্গলের সভাপতি সন্দীপন ভট্টাচার্য বলেন, 'একটা বাসের চাকা খুলবে কেন? আসলে এই বাসগুলো অধিকাংশই রিজেকটেড বাস। লাইসেন্স, ফিটনেস আদৌ আছে কি না, কেউ জানে না। এ ব্যাপারটা প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের দেখা প্রয়োজন।' দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস অবশ্য বলেন, 'আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আজকের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের কাগজপত্র সব ঠিক ছিল। আমরা এ ব্যাপারে অভিযানও চালাচ্ছি। আমাদের অভিযান আরও বাড়ানো হবে।'

সানরাইজার্স ম্যাচে ঘূর্ণির ইঙ্গিত ইডেনে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : পিচ তুমি কার?

ব্যাটারদের? নাকি বোলারদের? নাকি দুই পক্ষেরই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মঞ্চে এমন প্রশ্ন অবান্তর।

২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের শুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচে জঘন্যভাবে হেরেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ম্যাচে হারের পর কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে দাবি করেছিলেন, পিচ থেকে স্পিনাররা সাহায্য পেলে ভালো হয়।

সোজাকথায় ইঙ্গিত ছিল, ঘরের মাঠের সুবিধা পাওয়ার। বড় অঘটন না হলে বৃহস্পতিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ইডেনের বাইশ গজ থেকে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীরা সহায়তা পেতে চলেছেন। অন্তত রাতের দিকে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে সিএবি সূত্রে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গতরাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে লজ্জার হারের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতা ফেরার পর রাহানে, আন্দ্রে রাসেলদের অন্তত সামান্য হলেও স্বস্তি দিতে পারে ইডেনের বাইশ গজ।

বিকেলের দিকে ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হয়ে দেখা গেল, জোড়া পিচ তৈরি রয়েছে। শুরুতে বৃহস্পতিবারের ম্যাচের সম্ভাব্য পিচ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। পরে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের সানরাইজার্স ম্যাচ ও ৮ এপ্রিলের লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের লক্ষ্যেই জোড়া পিচ তৈরি রাখা হয়েছে। যার মধ্যে বৃহস্পতিবারের হায়দরাবাদ ম্যাচ সেই পিচে হতে চলেছে, যেটা বেশ শুকনো। ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের কড়া নজরদারিতে তৈরি হয়েছে সেই পিচ। শেষ কয়েকদিনে খুব সামান্য জল দেওয়া হয়েছে সেই পিচে। মনে করা হচ্ছে, বাউন্স থাকলেও স্পিনারদের জন্য সহায়তাও থাকবে কেকেআর বনাম এসআরএইচ ম্যাচের পিচে।

কলকাতা ফিরল কেকেআর

ক্রিকেটের নন্দনকাননে ঠিক সন্ধ্যা নামার মুখে আচমকাই হাজির হন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। কিউরেটার সুজনকে সঙ্গে নিয়ে অন্তত মিনিট পনেরো ধরে পিচ পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, নাইট অধিনায়ক রাহানের মন্তব্যের পর সানরাইজার্স ম্যাচের পিচ নিয়ে চাপে রয়েছেন সিএবি-র সভাপতি, কিউরেটার দুজনই। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি ইডেনের পিচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'কেকেআর বনাম সানরাইজার্স ম্যাচে ভালো পিচই হবে। সবার জন্যই সাহায্য থাকবে উইকেটে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' সোমবার রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের সামনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর দলের ব্যাটিংয়ে কীভাবে সার্বিক উন্নতি ঘটানো যায়, কেন ব্যাটিং ব্যর্থ হচ্ছে- এমন নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। গতরাতে মুম্বইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইট তারকা রামনদীপ সিং বলেছেন, 'আমাদের ব্যাটিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। ইনিংসের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। ব্যাটিং নিয়ে আমাদের নতুনভাবে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।'

মুম্বই ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর নন্দনকাননে হাজির হয়ে দেখা গেল, জোড়া পিচ তৈরি রয়েছে। শুরুতে বৃহস্পতিবারের ম্যাচের সম্ভাব্য পিচ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। পরে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের সানরাইজার্স ম্যাচ ও ৮ এপ্রিলের লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের লক্ষ্যেই জোড়া পিচ তৈরি রাখা হয়েছে। যার মধ্যে বৃহস্পতিবারের হায়দরাবাদ ম্যাচ সেই পিচে হতে চলেছে, যেটা বেশ শুকনো। ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের কড়া নজরদারিতে তৈরি হয়েছে সেই পিচ। শেষ কয়েকদিনে খুব সামান্য জল দেওয়া হয়েছে সেই পিচে। মনে করা হচ্ছে, বাউন্স থাকলেও স্পিনারদের জন্য সহায়তাও থাকবে কেকেআর বনাম এসআরএইচ ম্যাচের পিচে।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে ঠিক সন্ধ্যা নামার মুখে আচমকাই হাজির হন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। কিউরেটার সুজনকে সঙ্গে নিয়ে অন্তত মিনিট পনেরো ধরে পিচ পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, নাইট অধিনায়ক রাহানের মন্তব্যের পর সানরাইজার্স ম্যাচের পিচ নিয়ে চাপে রয়েছেন সিএবি-র সভাপতি, কিউরেটার দুজনই। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি ইডেনের পিচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'কেকেআর বনাম সানরাইজার্স ম্যাচে ভালো পিচই হবে। সবার জন্যই সাহায্য থাকবে উইকেটে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' সোমবার রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের সামনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর দলের ব্যাটিংয়ে কীভাবে সার্বিক উন্নতি ঘটানো যায়, কেন ব্যাটিং ব্যর্থ হচ্ছে- এমন নানা বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। গতরাতে মুম্বইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইট তারকা রামনদীপ সিং বলেছেন, 'আমাদের ব্যাটিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। ইনিংসের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। ব্যাটিং নিয়ে আমাদের নতুনভাবে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।'

মুম্বই ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর আইপিএল লিগ টেবিলে শেষবারের চ্যাম্পিয়নরা লাস্ট বয় হয়ে গিয়েছেন। দ্রুত ভুল শুধরে সাফল্যের সরণিতে ফিরতে না পারলে নাইট শিবিরের সমস্যা বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। সাফল্যের লক্ষ্যে ইডেনের বাইশ গজের ঘূর্ণির সম্ভাবনা কীভাবে নাইটদের ভরসা দেয়, বৃহস্পতিবারের রাতে তারই অপেক্ষা ইডেনে।

পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ দেখছেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ছিল না স্পাইক বুট

বন্ধুরা বল কিনে দিত অশ্বনীকে

মুম্বই, ১ এপ্রিল : কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে।

অশ্বনী কুমারের ক্ষেত্রে অপেক্ষা অবশ্য কিছুটা লম্বা, কঠিন। বন্ধুদের কেউ কেউ ভারতীয় দলে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছেন। কেউ কাঁপাচ্ছেন আইপিএলের বাইশ গজ। সেখানে একের পর এক ধাক্কা। যদিও বিশ্বাস হারাননি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন পৌঁছে গিয়েছেন ট্রায়াল দিতে। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস সহ একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে ঠোক্কর খেয়েছেন। অবশেষে স্বপ্নপূরণ। স্বপ্নের অভিষেক।

কে এই অশ্বনী কুমার? গতকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দুরন্ত শোয়ের পর গুগল সার্চ মেশিনে রীতিমতো পাঞ্জাবের বছর তেইশের তরুণ বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে হইচই। ম্যাচের পর নিজেই ঝাঞ্জর গ্রাম থেকে উঠে আসার গল্প শুনিয়েছেন। জানিয়েছেন মুম্বইয়ের জার্সিতে অভিষেকের খবরের পর চাপে পড়ে খাওয়া-দাওয়া ভুলে শুধু কলা খেয়ে মাঠে নামার কথা।

ভোর পাঁচটায় উঠে কখনও মোহালি, কখনও নতুন মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে দৌড়। ফেরা সেই রাতে। পরের দিন ভোরে উঠে ফের প্র্যাকটিসে। বাবার কথায়, 'কখনও ৩০ টাকার শেয়ার অটো, কখনও বা বন্ধুদের গাড়িতে চলে যেত। ছিল না পেস বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্পাইক বুট। ফিরত সেই রাতে ক্লান্ত শরীর নিয়ে। প্র্যাকটিস কখনও বন্ধ করেনি। যার পুরস্কার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের থেকে ৩০ লক্ষ টাকার চেক। গোটা পরিবারের কাছে এর প্রতিটি টাকার মানে অনেক গভীর।'

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলার সময় বাবার চোখের কোণ চিকচিক করছে। পাশে দাঁড়ানো মা গর্বের সঙ্গে বলছিলেন ছেলের প্রিয় খাবারের কথা। স্পেশাল কিছু নয়- মায়ের হাতে বানানো বেসনের চিল্লা! মা মীনা কুমারী বলেছেন, 'আলু পরাঠা আর বেসনের চিল্লা খেতে খুব ভালোবাসে। আজ হয়তো হোটেলে ফিরে ওটাই খেতে চাইবে।'

জাতীয় দলে খেলা রামনদীপ সিংয়ের সঙ্গে মোহালিতে প্র্যাকটিস করেন অশ্বনী। কখনও অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মারাও প্র্যাকটিস-পার্টনার। বন্ধুরা জাতীয় দলের দরজা খুলে ফেলেছেন। এবার কি সেই দরজায় টোকা মারছেন অশ্বনী? কোচ বারিন্দার সিং এখনই অতদূর ভাবতে নারাজ। ছাত্রের সাফল্যটা উপভোগ করতে চান।

বারিন্দার বলেছেন, 'আউটসুইং অশ্বনীর সহজাত অস্ত্র। ইনসুইং নিয়ে পরে প্রচুর কাজ করেছে। ইয়র্কারেও জোর দিয়েছে। রামনদীপের সঙ্গে নিয়মিত নেট সেশনও করত। ওর আদর্শ জসপ্রীত বুমরাহ ও মিচেল স্টার্ক। সবসময় ওদের মতো হতে চায়। বন্ধুরাও অশ্বনীকে দারুণ সাহায্য করেছে। সবাই মিলে ওকে বল কিনে দিত। যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পায়, প্রথমেই গ্রামের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সবার জন্য ক্রিকেট কিটস, বল কিনে এনেছিল অশ্বনী।'

নাইট-বধের নায়ক অশ্বনীর বাবা হরকেশ কুমারও শোনাচ্ছিলেন লড়াইয়ের দিনগুলির কথা। বলেছেন, 'রোদ হোক বা বৃষ্টি, কখনও প্র্যাকটিসে কামাই করেনি। সাইকেলে করে পিসিএ অ্যাকাডেমিতে যেত। এদিন ওর প্রতিটি উইকেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।' পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দিলশের খান্না দাবি করেন, অশ্বনীর প্রতিভা সবার প্রথমে চোখে পড়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার ভিআরভি সিংয়ের। আরেক প্রাক্তন হরবিন্দার সিংও পাশে দাঁড়ান অশ্বনীর। প্রয়াসের ফল ওয়াংখেড়েতে নয়া তারকার উত্থান।

> কখনও ৩০ টাকার শেয়ার অটো, কখনও বা বন্ধুদের গাড়িতে চলে যেত। ছিল না পেস বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্পাইক বুট। ফিরত সেই রাতে ক্লান্ত শরীর নিয়ে। প্র্যাকটিস কখনও বন্ধ করেনি।
>
> **-হরকেশ কুমার** (অশ্বনী কুমারের বাবা)

অশ্বনী কুমারের প্র্যাকটিস পার্টনার অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মারা।

ট্রায়ালে বাতিল করেছিল কেকেআর!

আইপিএল অভিষেকে ৪ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার হাতে অশ্বনী কুমার।

আন্তর্জাতিক হকিকে বিদায় বন্দনার

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : হকি স্টিক এখনই তুলে রাখছেন না। তবে আন্তর্জাতিক হকিকে বিদায় জানালেন বন্দনা কাটারিয়া।

২০০৯ সালে অভিষেক। ভারতের মহিলা হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে সবাধিক ৩২০টি ম্যাচে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতের হয়ে হকি এশিয়া কাপ, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এফআইএইচ নেশনস কাপে সোনা জিতেছেন। পদক জিতেছেন এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসেও। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় দল অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করেছিল। বন্দনা ছিলেন সেই দলেও। মাত্র ৩২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক হকি থেকে অবসর ঘোষণা করে বন্দনা লিখেছেন, 'হকি থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছি না। কারণ, আমি মনে করি এখনও সেরা জায়গাতেই রয়েছি। আমি ক্লান্ত নই। চেয়েছিলাম মাথা উঁচু রেখে জাতীয় দলকে বিদায় জানাতে। তবুও দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর যে রোমাঞ্চ, তা আমার মধ্যে চিরকাল থেকে যাবে। হকির প্রতি আমার ভালোবাসা কখনও ম্লান হবে না।'

অনুশীলনেও তুমুল আগ্রাসন ঈশানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : আগ্রাসনের শেষ নেই!

ম্যাচে রয়েছে। অনুশীলনও বাদ নেই। আর বাদ থাকবেই বা কেন?

দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, দুনিয়ায় যাই ঘটে যাক না কেন, তাঁরা আগ্রাসনের পথ থেকে সরছেন না।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার সময় ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে যখন হায়দরাবাদের টিম বাস এসে হাজির হল, দারুণ চনমনে মেজাজে বাস থেকে নামলেন অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানরা। তখনও বোঝা যায়নি পরের কয়েক ঘণ্টায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে কী হতে চলেছে। বিকেল পাঁচটা পনেরো নাগাদ মাঠে ঢুকেই সানরাইজার্সের স্পিন বোলিং কোচ মুথাইয়া মুরলীধরন হাজির হয়েছিলেন ইডেন গার্ডেন্সের কিউরেটার সুজন মখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে। সামান্য সময় কথা বলেই তিনি পৌঁছে যান পিচের সামনে। মিনিট দশেক ধরে খুঁটিয়ে দেখেন ইডেনের বাইশ গজ। আর তারপরই তাঁর মুখের হাসি আরও চওড়া হতে দেখা গেল।

প্রায় ন্যাড়া ও শুকনো পিচ দেখে হয়তো মুরলীধরন ভাবছিলেন, এমন পিচে যদি ফের হাত ঘোরানোর সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি বৃহস্পতিবারের ম্যাচে হাত ঘোরানোর সুযোগ না পেলেও তাঁর দলের স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা, রাহুল চাহাররা সেই সুযোগ পাবেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরের দাবি মেনে ইডেনে বৃহস্পতিবারের ম্যাচের জন্য যে পিচ তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে ঘূর্ণির ঘেরাটোপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। সানরাইজার্স টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে সেই বার্তা পৌঁছেও গিয়েছে।

অনুশীলনে চলেছেন ঈশান কিষান।

হায়দরাবাদের প্রবল শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনের অবশ্য সেসব নিয়ে তেমন হেলদোল রয়েছে বলে মনে হল না। বরং সন্ধ্যার ইডেনের নেটে ব্যাট হাতে ছক্কা হাঁকানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন ঈশানরা। সানরাইজার্সের উদীয়মান তারকা অনিকেত ভার্মাও পিছিয়ে ছিলেন না ছক্কা হাঁকানোর প্রতিযোগিতায়। রাতের ইডেনের গ্যালারিতে বেশ কয়েকটি বল হারিয়েও গেল। সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেল, সানরাইজার্স তাদের আগ্রাসন সরণিতেই থাকছে বৃহস্পতিবারের ম্যাচেও। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, হেনরিচ ক্লাসেন থেকে শুরু করে হায়দরাবাদের বিদেশি তারকাদের কেউই ছিলেন না আজকের অনুশীলনে। কিন্তু তার মধ্যেই ব্যাট হাতে নজর কাড়লেন ঈশান। নীতীশকুমার রেড্ডিকেও দেখা গেল ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টায়। অস্ট্রেলিয়া সফরের সাফল্যের পর তিনি চলতি আইপিএলে এখনও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি।

কলকাতায় নাইটদের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ সামি। ছবি : ডি মণ্ডল

ঠিক যেমন এখনও অতীতের ফর্মে পাওয়া যায়নি মহম্মদ সামিকেও। নিজের ঘরের মাঠে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে বল হাতে দারুণ ছন্দে ছিলেন সামিও। ঈশান, নীতীশ, অভিষেকদের ব্যাটিং আগ্রাসনের মাঝে সামির বলে বিব্রত হতেও দেখা গিয়েছে আজ। রাতের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সামি বলে গেলেন, 'কলকাতায় খেলাটা সবসময় উপভোগ করি।

বৃহস্পতিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে।' সোজাকথায়, ঘরের মাঠে সামি যেমন ছন্দের খোঁজে মুখিয়ে রয়েছেন। ঠিক তেমনই আগ্রাসন বজায় রেখে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া হয়ে রয়েছে সানরাইজার্সও।

দ্বৈরথের আগে আবেগে সিরাজ

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিল : দ্রুত রাত বদলায়। দিন আসে।

কিন্তু সম্পর্ক সারাজীবন অটুট থাকে। আর একবার যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলে, চিরকাল তার হৃদয়জুড়ে থাকে আরসিবি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা দেড় মিনিটের ভিডিওর ক্যাপশন। ভিডিওর মধ্যমণি বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ।

সিরাজ দীর্ঘদিন আরসিবি-তে কাটিয়েছেন। আরসিবি-র হাত ধরেই কার্যত উত্থান। আপাতত বিরাটদের আগামীকালের প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটানস শিবিরে। কিন্তু সম্পর্কের আবেগ যাবে কোথায়? মাঠে ঢুকেই প্র্যাকটিসের আগে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেওয়া। বিরাটকে জড়িয়ে ধরলেন। বিরাটও। তারপর একেবারে যশ দয়াল সহ বাকিরা।

আরসিবি-র হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও স্নেহের হাত সিরাজের মাথায় রাখলেন। যার মধ্যে বুধবার গুজরাট বনাম আরসিবি-র বাইশ গজের দ্বৈরথের আঁচ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আসলে আইপিএল শুধু নতুনদের যোগ্যতা প্রমাণের মঞ্চ নয়, ক্রিকেটারদের মিলনমেলাও। মঙ্গলবারের প্র্যাকটিসে তারই ঝলক সিরাজ-বিরাট যুগলবন্দিতে।

> টুর্নামেন্টের সবে শুরু। এখনও লম্বা সফর বাকি। তবে এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী হতে পারে রজতের জন্য। ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। একজন অধিনায়কের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার**

পাতিদারের প্রশংসায় ফ্লাওয়ার

দুই অ্যাওয়ে ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পর চেন্নাই সুপার কিংস-জোড়া কঠিন ম্যাচ জিতে বিন্দাস মেজাজে কোহলিরা। এবার ঘরের মাঠে শুভমান গিলের গুজরাটের সঙ্গে টক্কর, যারা দুই ম্যাচের একটিতে জয়ী। আগামীকাল নামবে দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে। অবশ্য এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবি-কে হারানো যে সহজ নয়, বলার প্রয়োজন নেই।

রশিদ খান, কাগিসো রাবাদা, সিরাজদের জন্য যেমন থাকবে ফিল সল্ট, বিরাটের ব্যাটিংকে চুপ করিয়ে রাখা, তেমনই গুজরাটের হয়ে ঝড় তোলার দায়িত্বে শুভমান, বি সাই সুদর্শনের সঙ্গে জস বাটলাররা। অবশ্য আরসিবি-র পেস ত্রয়ী জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার, যশ দয়ালের প্রাচীর অতিক্রম সহজ নয়।

সবমিলিয়ে চিন্নাস্বামীর হাইস্কোরিং পিচে উত্তেজক, আকর্ষণীয় ক্রিকেটের হাতছানি। যে টক্করে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কেকেআর ম্যাচে জয় এসেছিল সল্ট-বিরাট যুগলবন্দিতে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নায়ক সেখানে পাতিদার। প্রথমবার আইপিএল দলের অধিনায়ক হিসেবে শুরুটা মন্দ নয়। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তারিফ কুড়িয়েছে।

হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও বলেছেন, 'টুর্নামেন্টের সবে শুরু। এখনও লম্বা সফর বাকি। তবে এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী হতে পারে রজতের জন্য। ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। একজন অধিনায়কের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ। ওর সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করি, বাকি লিগও উপভোগ্য হবে।'

গুজরাট জোড়া ম্যাচে একটিতে জিতেছে, একটিতে হার। তবে শেষ ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারানোর অক্সিজেন নিয়ে গার্ডেন সিটিতে পা রেখেছে। গতকাল আবার স্থানীয় বন্ধুর বাড়িতে ইদের দাওয়াতও ছিল। রশিদ খান, শুভমান সহ একঝাঁক ক্রিকেটার হাজির ছিলেন যেখানে। আগামীকাল ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে আরসিবি বধে ঝাঁপানো।

পাঁচ সাক্ষাৎকারে অবশ্য আরসিবি-র পাল্লা ভারী। ৩-২ স্কোরলাইন বিরাটদের পক্ষে। আগামীকাল? দলগত দ্বৈরথের সঙ্গে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার অঙ্ক মেলানোর ম্যাচ। শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের সঙ্গে রজত পাতিদার।

প্রাক্তন সতীর্থ ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে আড্ডায় গুজরাট কোচ আশিস নেহেরা।

আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

কখনও না জেতা কাপ স্টুয়ার্ট চান এবার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ এপ্রিল : সম্ভবত তিনিই একমাত্র ফুটবলার যাঁর হাতে তিন-তিনটি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন রয়েছে।

তাই এবার আইএসএল কাপ জিততে বদ্ধপরিকর গ্রেগ স্টুয়ার্ট। আর তার জন্য গত দুই সপ্তাহ ধরে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা। মজার কথা

তিনবার শিল্ড জয়

হল, গ্রেগ তিনবার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও একবারও কাপ পাননি। জামশেদপুর এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-র পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়েও অত্যন্ত সহজেই এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাই এবার কাপ জিততে বদ্ধপরিকর গ্রেগ। মজা করে নিজেই এদিন বলেছেন, 'আমি কখনও নকআউট জিতিনি। বারবার খালি হেরেই গিয়েছি।' গত মরশুমে মুম্বইতে থাকলেও নকআউটের সময়ে তিনি দেশে ফিরে যান। এখনও পর্যন্ত তিনটি কাপ জেতা গ্রেগের কাছে সেরা জামশেদপুর এফসি-র হয়ে শিল্ড জয়। কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, 'দেখুন ট্রফি জয় সবসময়ই বিশেষ। কিন্তু জামশেদপুরেরটা খানিকটা হলেও বিশেষ। কারণ আপনারাও জানেন, সেসময় ওই দলে তেমন কোনও তারকা ছিল না। সাধারণ মানের একটা দল নিয়েই সেবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তুলনায় মুম্বই বা এবার মোহনবাগান তো ওজনদার দল।'

বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনাল খেলতে জামশেদপুর যাচ্ছে মোহনবাগান। তার আগে অবশ্য চোট-আঘাত সমস্যায় খানিকটা চাপে তারা। মনবীর সিং এদিনও অনুশীলনে নামেননি। আপুইয়াকে দেখা গেল দলের সঙ্গে ফিজিকাল ট্রেনিং করতে। তবে দুইজনের সম্পর্কেই অনুশীলনে নামার আগে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মন্তব্য, 'আমাদের হাতে আরও দুইটি ট্রেনিং সেশন আছে। তাই এখনই বলা সম্ভব নেই যে এই দুইজনকে আমরা পাব কি না।' তবে তিনি আর তাঁর ছেলেরা যে আত্মবিশ্বাসী সেই কথা বারবারই বোঝা গেল মোলিনা বা গ্রেগের বক্তব্যে। প্রায় দিন ২৫ পর ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ছবি : ডি মণ্ডল

এতে ছন্দ নষ্ট হবে কি না জানতে চাইলে গ্রেগ বললেন, 'আমরা সপ্তাহ দুয়েক হল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। এখন আমরা তৈরি আর একটা ট্রফি জয়ের জন্য।' এদিন ছিল সাহাল আব্দুল সামাদের জন্মদিন। দুইটি ফ্যান ক্লাবের আনা কেক কেটে সেই জন্মদিন পালন হওয়ার পাশাপাশি গোটা দলকেই শুভেচ্ছা জানালেন সমর্থকরা। এই সমর্থকদের জন্যই নিজেদের ঘরের মাঠে জয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী মোলিনা নিজেও। জামশেদপুরে গিয়েও জিততে চান। কিন্তু সেটা না পারলে যে ঘরের মাঠে সমর্থকরা কাজটা সহজ করে দেবেন সেই কথা জানাতে দ্বিধা করলেন না মোলিনা, 'আমরা সব ম্যাচই জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামি। আমার ফুটবল দর্শনে না হারতে মাঠে নামার কোনও জায়গাই নেই। তাই জামশেদপুরেও জিততেই যাচ্ছি। কিন্তু সেটা না পারলেও চিন্তা নেই। আমাদের ঘরের মাঠে সমর্থকরা তো আমাদের জয়ের কাজটা অনেকটাই সহজ করে দেন।'

বুধবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করে দুপুর ২টা নাগাদ বাসে করে জামশেদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে গোটা দল।

এফএ কাপে পাওয়া এই চোটই বাকি মরশুমে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

হাল্যান্ডের চোট ঘিরে আশঙ্কা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১ এপ্রিল : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সময়টা সত্যিই ভালো যাচ্ছে না।

এমনিতে এফএ কাপ জিততে না পারলে এই মরশুমের মতো সব আশা শেষ। ২০১৬-'১৭ মরশুমের পর আরও একবার হয়তো খালি হাতে মরশুম শেষ করতে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে পেপ গুয়ার্দিওলার চিন্তা বাড়াল আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের চোট।

এফএ কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে গোল করে দলের জয়ে অবদান রেখেছেন হাল্যান্ড। ওই ম্যাচেই গোড়ালির চোট নিয়ে ৬০ মিনিটে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। চোট পেয়েছিলেন যদিও তার মিনিট দশেক আগেই। এই চোটের জেরেই মরশুমের বাকি সময়টা হাল্যান্ডের খেলা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও ম্যান সিটির তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আশা করা হচ্ছে মরশুম শেষ হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে যাবেন আর্লিং। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন।' সোমবার তাঁর চোটের জায়গায় বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে তিনি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অ্যাসেজে ফিরতে পারেন মিচেল মার্শ

মেলবোর্ন, ১ এপ্রিল : শেষ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় চমক ছিলেন। এবার সেই স্যাম কনস্টাসকে কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় আনল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

২০২৫-'২৬ মরশুমের জন্য মোট ২৩ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টের পর বাদ পড়েছিলেন মিচেল মার্শ। চোটের কবলে পড়ায় শ্রীলঙ্কা সফরেও ডাক পাননি। তবে চলতি বছরের শেষে অ্যাসেজের কথা মাথায় রেখে তাঁকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়েছে। আর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মার্শের গড় বরাবরই বেশ ভালো।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কনস্টাস, কুনেম্যান

ভারতের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টেই কনস্টাসের ৬০ রানের সাহসী ইনিংস ম্যাচের গতিপথ পালটে দিয়েছিল। ১৯ বছরের কনস্টাস বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। বিউ ওয়েবস্টারের অভিষেকও ওই সিরিজেই। প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরান ও বল হাতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। এদিকে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টে ১৬ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা হন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথিউ কুনেম্যান। পুরস্কারস্বরূপ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন এই তিন ক্রিকেটার। সব ফরম্যাটে না খেললেও তালিকায় রয়েছেন অভিজ্ঞ স্টিভেন স্মিথ, নাথান লায়োনরা। একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ায় চুক্তিতে রাখা হয়নি মার্কাস স্টোয়িনিস ও টিম ডেভিডকে। এছাড়াও বাদ পড়েছেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, স্পেনসার জনসন সহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা মোট সাত ক্রিকেটার।

বিদায় ইস্টবেঙ্গলের

মুম্বই, ১ এপ্রিল : এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আশা শেষ। কিকস্টার্ট এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হেরে ডেভেলপমেন্ট লিগে স্বপ্নভঙ্গ ইস্টবেঙ্গলের। এদিন গোটা ম্যাচ জুড়ে দাপট দেখিয়ে গেল কিকস্টার্টই। তুলনায় সেভাবে দাগই কাটতে পারেনি বিনো জর্জের ছেলেরা। এই হারের পর ৪ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়াল ৩। অর্থাৎ শেষ ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ৬ পয়েন্ট হবে। সেখানে কিকস্টার্ট এবং জামশেদপুর এফসি ইতিমধ্যেই ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে এক ও দুই নম্বরে রয়েছে। গ্রুপের অন্য ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র সঙ্গে ড্র করায় ছিটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসিও। তাদের ঝুলিতে ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। এদিকে, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বুধবার সকালে ডেম্পোকে হারাতে পারলেই সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।

বিগ ব্যাশে কোহলি, এপ্রিল ফুল স্মিথের দলের

২০২৭ বিশ্বকাপ জয় করে অবসর : বিরাট

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে নাকি খেলবেন বিরাট কোহলি! ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমতি নিয়ে আগামী দুই মরশুমে তিনবারের বিগ ব্যাশ চ্যাম্পিয়ন সিডনি সিক্সার্সে যোগ দিচ্ছেন! স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক সমৃদ্ধ সিডনি সিক্সার্সের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে করা যে দাবি ঘিরে সমাজমাধ্যম সকাল থেকেই তোলপাড়। ভাইরাল বিগ ব্যাশ দলে বিরাটের খেলার খবর। ভুলটা অবশ্য ভাঙতে খুব বেশি দেরি হয়নি।

আজ ১ এপ্রিল। মজা করে বিরাটকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়াকে 'এপ্রিল ফুল' বানানোর প্রয়াস। পরে যা জানিয়ে দেয় স্মিথের দল সিডনি সিক্সার্স। নিছকই মজা, এপ্রিল ফুল। বিরাট খেলছেন না। বলার কথা, ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। অবসরের আগে ছাড়পত্রের সুযোগ নেই।

সিডনি সিক্সার্সের এপ্রিল ফুলের দিনেই নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে বিরাট বার্তা কোহলির। জানিয়ে দিলেন, ২০২৭ বিশ্বকাপ জেতার পরই অবসরের ভাবনা। তার আগে নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর রোহিত শর্মা বলেছিলেন, তাঁর এবং বিরাটের অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই এই মুহূর্তে। এই নিয়ে অহেতুক বিতর্ক হচ্ছে।

বিরাট যা আজ আরও পরিষ্কার করে দিলেন। ২০১১ সালে কেরিয়ারের শুরুতে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। তারপর ২০১৩, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ৫০-এর ফরম্যাটে কেরিয়ারের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ই মূল টার্গেট। এক প্রশ্নের উত্তরে ছত্রিশে পা রাখা বিরাটের ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব, 'চেষ্টা করব পরবর্তী বিশ্বকাপ জেতার।' ২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। রেকর্ড সংখ্যক ৭৬৫ রান করলেও ফাইনালে হার। আক্ষেপ ভুলতে চান ২০২৭-এ।

সমর্থকদের আশ্বস্ত করে কোহলি জানান, ক্রিকেট উপভোগ করছেন, তা চালিয়ে যেতে চান। চিন্তার কিছু নেই। এখনই অবসর ঘোষণার কথা ভাবছেন না। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আর নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। কিছু পাওয়ার জন্য খেলছেনও না। তবে ক্রিকেটের প্রতি আবেগ, ভালোলাগা এখনও অটুট। বাইশ গজে লড়াইয়ের আঁচ উপভোগ করেন। আর যতদিন সেটা বজায় থাকবে খেলা চালিয়ে যাবেন।

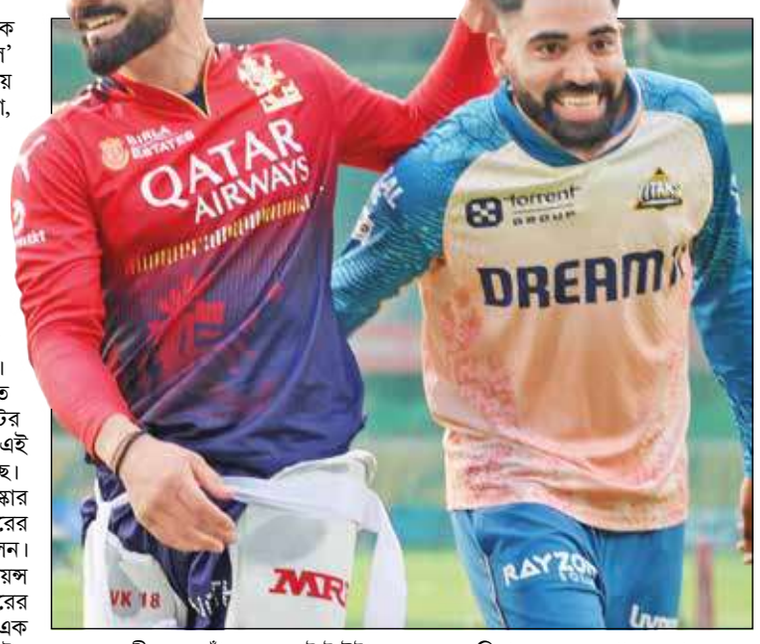

অনুশীলনের ফাঁকে গুজরাট টাইটান্সের মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে খোশমেজাজে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।

> রোহিত যদি এখন অধিনায়ক থাকত তাহলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না। কারণ অধিনায়ক থাকলে নেতা হিসেবে নিজের ক্রিকেটীয় জ্ঞান বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারত। -মাইকেল ভন

নাম রোহিত বলে টিকে আছে, কটাক্ষ ভনের

মুম্বই, ১ এপ্রিল : ০, ৮, ১৩। চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত রোহিত শর্মার স্কোর। যা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের।

অখ্যাত অশ্বনী কুমারের স্বপ্নের অভিষেক, রায়ান রিকেলটনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সোমবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছে মুম্বই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের অন্দরমহলে ফিল গুড পরিবেশ থাকলেও অস্বস্তির নাম রোহিত। সোমবার ম্যাচ শেষে রোহিতকে দলের মালকিন নীতা আম্বানির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছে। কী কথা হয়েছে জানা না গেলেও সামাজিক মাধ্যমে ফের 'অবসর নাও রোহিত' মিম ভাইরাল হয়েছে। রোহিতের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ে হতাশ বিশেষজ্ঞরাও। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন জানিয়ে দিয়েছেন, নামটা রোহিত শর্মা বলেই মুম্বই

সামাজিক মাধ্যমে বাড়ছে হিটম্যানকে নিয়ে মিম

ইন্ডিয়ান্সের প্রথম এগারোয় জায়গা পাচ্ছে।

সোমবার কেকেআরের বিরুদ্ধে রানতাড়ায় নামার পর মুম্বইয়ের উপর কোনও চাপই ছিল না। তারপরও অহেতুক আগ্রাসী হতে গিয়ে বাজে শটে আন্দ্রে রাসেলকে উইকেট উপহার দেন রোহিত। যা দেখার পর ভন বলেছেন, 'মনে রাখবেন, রোহিত এখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক নেই। ফলে এখন শুধুমাত্র ব্যাটার রোহিতের পারফরমেন্সই বিচার্য হবে। কিন্তু রোহিত বর্তমানে খুব খারাপ ফর্মে আছে। নামটা রোহিত শর্মা বলেই এখনও জায়গা পাচ্ছে ও।'

ভন আরও যোগ করেছেন, 'রোহিত যদি এখন অধিনায়ক থাকত তাহলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না। কারণ অধিনায়ক থাকলে নেতা হিসেবে নিজের ক্রিকেটীয় জ্ঞান বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারত। অতীতে অধিনায়ক রোহিত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে আলাদা ক্রিকেটীয় সংস্কৃতি তৈরি করেছিল। কিন্তু এখন ব্যাটার রোহিতের রান প্রয়োজন।'

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে 'অবসরে' পতৌদি!

রুটদের ভাবনায় ৬ ফুট ৭ ইঞ্চির হাল

লন্ডন, ১ এপ্রিল : জুনে ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজ।

ইংলিশ কন্ডিশনে অতীতের ব্যর্থতা ঝেড়ে সাফল্যের বিজয়রথ ছোটানোর চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের সামনে। তবে লক্ষ্য পূরণ হলেও 'পতৌদি ট্রফি' রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের হাতে নাও উঠতে পারে! সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত না হলেও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের নাকি এমনই পরিকল্পনা রয়েছে। খবর, ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ট্রফির নাম বদল হতে চলেছে। থাকছে না কিংবদন্তি ভারত অধিনায়কের নাম। সম্ভবত জুনের ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ থেকেই যা চালু হবে।

ট্রফির নামবদল আগেও হয়েছে। তবে কোন কারণে এই ভাবনা, তা পরিষ্কার নয়। ইসিবি সূত্রের খবর, অনুযায়ী দুই দেশের দুই কিংবদন্তির নামে ট্রফির নতুন নামকরণ করা হতে পারে। যেমনটা দেখা যায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ক্ষেত্রে। অতীতে পতৌদি ট্রফি প্রেজেন্টেশন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত নবাব মনসুর আলি খান পতৌদির স্ত্রী শর্মিলা ঠাকুর। অভিযোগ করেন, যে মর্যাদা দেওয়া উচিত, তা নাকি দেওয়া হয়নি। এবার ট্রফি থেকেই নামবদলের ভাবনা।

এদিকে পাঁচ ম্যাচের ভারত সিরিজের আগে চোট চিন্তায় ইংল্যান্ড শিবির। গত ডিসেম্বরে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের পর থেকে মাঠের বাইরে টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। অথচ সামনে ভারত সিরিজের পাশাপাশি

জোশ হাল

অ্যাসেজ যুদ্ধও রয়েছে। স্টোকসের ফিটনেস তাই আরও ভাবাচ্ছে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের।

স্টোকসের কাউন্টি দল ডারহামের কোচ রায়ান ক্যাম্পবেল জানান, অস্ত্রোপচারের পর সাবধানতা জরুরি। টানা ক্রিকেটের ধকলে ফের বিপত্তি হতে পারে। ডারহামের হয়ে কাউন্টি ম্যাচে স্টোকসকে খেলানো যাবে কি না, তা নিয়েও নিশ্চিত নন। বিকল্প হিসেবে ব্রাইডন কার্সের কথা ভাসিয়ে দেন ক্যাম্পবেল। তবে স্টোকসের থাকা না-থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটা।

জো রুট কয়েকদিন আগে দাবি করেছিলেন ইংলিশ কন্ডিশনের সুবিধা তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যে অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। তবে জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড জমানা শেষে পেস বোলিং অনভিজ্ঞতা এবং দক্ষতায় কিছুটা হলেও কমজোরি। যে শূন্যতা পূরণে ভারতের বিরুদ্ধে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চির দীর্ঘকায় বাঁহাতি পেসার জোশ হালকে ব্যবহারের ভাবনাও নাকি ঘুরছে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের মাথায়।

গত সেপ্টেম্বরে চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া মার্ক উডের বদলি হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বছর কুড়ির জোশ হালের অভিষেক ঘটে। বাঁহাতি বোলিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘকায় হওয়ার সুবাদে পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নেন। প্রথম টেস্ট ইনিংসে তিন উইকেট নিয়ে ছাপও রাখেন। জুনের দ্বৈরথে বিরাট-রোহিতদের চমকে দিতে ইংল্যান্ডের অস্ত্র হতে পারে আনকোরা হল।

ঋষভের দলের বিরুদ্ধে দাপটে জয় শ্রেয়সদের

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৭১/৭
পাঞ্জাব কিংস-১৭৭/২
(১৬.২ ওভারে)

লখনউ, ১ এপ্রিল : এবারের আইপিএলের সেরা দল বানাতে চাই, অতীতের ক্ষত আমাদের তাড়া করছে না-টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আত্মবিশ্বাসের সুরে পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং জানিয়েছিলেন। পন্টিং-শ্রেয়স আইয়ারের জুটি প্রীতি জিন্টার দলকে তাদের বহুকাঙ্খিত ট্রফি এনে দিতে পারে কিনা, আপাতত সেটা সময়ের হাতে। তবে পন্টিংয়ের কোচিংয়ে ও শ্রেয়সের নেতৃত্বে গত ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সকে হারানোর পর মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধেও জয় পেল পাঞ্জাবের কিংসরা।

'আদপ সে করেঙ্গে সবকা সোয়াগত'-লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখেই এই ব্যানার চোখে পড়বে। চলতি আইপিএলে এদিন প্রথমবার ঘরের মাঠে নেমেছিল এলএসজি। ফলে মিকা সিংয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের স্বাগত জানানোয় কোনও কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু লখনউ ব্যাটিংয়ে গত দুই ম্যাচের ঝাঁঝ পাওয়া যায়নি। ম্যাচের চতুর্থ বলে মিচেল মার্শকে (০) তুলে নিয়ে অর্শদীপ সিং (৪৩/৩) লখনউ শিবিরকে প্রথম ধাক্কা দেন। এদিন চেনা ছন্দে পাওয়া গিয়েছে জাতীয় টি২০ দলে জসপ্রীত বুমরাহর নতুন বলের পার্টনার অর্শদীপকে।

শুরুর ধাক্কার পর আইডেন মার্করাম (২৮) ও নিকোলাস পুরান (৪৪) খেলা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এবারের আইপিএলে পুরানকে নতুন 'সিক্স হিটিং হিরো' বলা হচ্ছে। গত দুই ম্যাচে যার পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কো জানসেন (২৮/১), গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের (২২/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কার্যত বোতলবন্দি হয়ে থাকলেন ক্যারিবিয়ান পাওয়ারহিটার পুরান। ব্যর্থতা কাটল না লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থেরও (২)। ম্যাক্সওয়েলের বলে অহেতুক ঝুঁকি নিতে গিয়ে যুযবেন্দ্র চাহালের হাতে ক্যাচ দিয়ে বসেন ২৭ কোটির ঋষভ। তারপরই যথারীতি ঋষভকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

রানের গতি বাড়ানোর তাগিদ ছিল আয়ুষ বাদোনির (৪১) মধ্যে। অর্শদীপের শিকার হওয়ার আগে গোটা তিনেক বড় ছক্কা পাওয়া গেল বাদোনির ব্যাটে। তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আব্দুল সামাদ (২৭)। তারপরও লখনউ থেমে যায় ১৭১/৭ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে দ্রুত প্রিয়াংশ আর্য (৮) ফিরে গেলেও খেলা ধরে নেন প্রভসিমরন সিং (৩৪ বলে ৬৯) ও শ্রেয়স। লেগস্পিনার দিগবেশ রাঠি (৩০/২) ছাড়া লখনউয়ের কোনও বোলারই তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেননি। অধিনায়ক শ্রেয়সের (৩০ বলে অপরাজিত ৫২) সঙ্গে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নেহাল ওয়াধেরা (২৫ বলে অপরাজিত ৪৩) ম্যাচ ফিনিশ করে এসেছেন। পাঞ্জাব ১৬.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়।

অর্ধশতরানের পথে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

আইএসএলে আজ
প্রথম সেমিফাইনাল (প্রথম লেগ)
বেঙ্গালুরু এফসি বনাম এফসি গোয়া
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

শেষ চারে আজ বেঙ্গালুরু-গোয়া

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিল : আইএসএলে শেষ চারের লড়াই শুরু। বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি-র প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। প্লে-অফে মুম্বই সিটিকে পাঁচ গোলে হারানোর পর আত্মবিশ্বাসে ফুটছেন সুনীল ছেত্রীরা। আসলে এবার দুর্দান্ত শুরুর পরও মাঝের মরশুমে ছন্দ হারায় বেঙ্গালুরু। একটা সময় শীর্ষে থাকলেও লিগ যত গড়িয়েছে শিল্ডের সঙ্গে দূরত্বও বেড়েছে। শুধু তাই নয়, ২০১৮-'১৯ মরশুমের পর আর আইএসএলও জেতা হয়নি সুনীলদের। এবার সেই খরা কাটাতে মরিয়া জেরার্ড জারাগোজার দল। মুম্বই ম্যাচ থেকে অর্জন করা আত্মবিশ্বাসে ভর করে সেমির প্রথম লেগেই মানোলো মার্কুয়েজের গোয়াকে পিছনে ফেলতে চাইছে বেঙ্গালুরু।

গোয়াও অবশ্য তেতে রয়েছে। লিগ-শিল্ড খোয়াতে হয়েছে। আইএসএল কাপ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে চান আর্মান্দো সাদিকু, বোরহা হেরেরারা। তাছাড়া বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ধারে ও ভারে খানিক হলেও এগিয়ে থাকবে তারা। লিগপর্বে দুইবারের একবারও সুনীলদের কাছে হারেনি গোয়া। নকআউটেও সেই রেশ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর মানোলো মার্কুয়েজের দল।

বোলিং কোচ সৌরাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ এপ্রিল : বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের হাই পারফরমেন্স শিবিরে বোলিং কোচ হলেন সৌরাশিস লাহিড়ি। শিবিরটি ১৮ এপ্রিল থেকে ১২ মে বেঙ্গালুরুতে হবে। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে সৌরাশিসকে শিবিরে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

ট্রফি নিয়ে জেওয়াইএমএ-র ক্রিকেটাররা। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জেওয়াইএমএ ক্লাব। মঙ্গলবার তারা ৭২ রানে দাদাভাই ক্লাবকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ প্রথমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সন্দীপন দাস ৪৪ রান করেন। অনির্বাণ গুপ্ত ৩১ রানে নেন ২ উইকেট।

জবাবে দাদাভাই ৮৯ রানে অল আউট হয়। অনির্বাণ গুপ্ত ১৭ রান করেন। বিশাল রায় ৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

ব্যাডমিন্টনে দ্বিমুকুট প্রবালের

কোচবিহার, ১ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ব্যাডমিন্টনে দ্বিমুকুট জিতেছেন হাজরাপাড়া তরুণ দলের প্রবাল ঘোষ। ছেলেদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে ফাইনালে প্রবাল ২১-১৫, ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়েছেন এমজেএন ক্লাবের কৃষ্ণেন্দু দাসকে। শুভময় দত্তকে নিয়ে ডাবলসে প্রবাল চ্যাম্পিয়ন হলেন। ফাইনালে তাঁরা ২১-১৬, ২২-২০ পয়েন্টে মৈত্রী সংঘের ভাস্কর রায় ও দেবজিৎ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন। মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পিচেরডাঙ্গা যুব সংঘের সৃঞ্জিনী সাহা। ফাইনালে তাঁর কাছে ডিএনপি ক্লাবের পূর্বা দত্ত ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে হেরে যান। মিক্সড ডাবলসে খেতাব জিতেছেন ডিএনপি-র অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় ও পূর্বা। ফাইনালে তাঁরা তরুণ দলের প্রবাল ও সরস্বতী গুহনিয়োগীর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

জয়ী সুকান্ত, এনআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ও তন্ময় মুখোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের টি২০ ক্রিকেটে মঙ্গলবার এনআরআই ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১২ রানে হারিয়েছে আয়োজকদের। টসে জিতে এনআরআই ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করে। জয়ধন কল্যাণীর অবদান ৪০ রান। প্রিয়াংশু পাল ১৪ ও অনির্বাণ সাহা ২৯ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে দাদাভাই ৭ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। অনির্বাণ সাহা ৩৪ ও উদয় রায় ৩২ রান রেখে এসেছে। মোহিত যাদব ২৯ ও কণিষ্ক বনসল ৩২ রানে নেয় ২ উইকেট।

সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৯৫ রানে জিতেছে বাঘা যতীন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। টসে জিতে সুকান্ত ৬ উইকেটে ১৭১ রান করে। নিরুপম বর্মন করেছে ৮৫ রান। ঋদ্ধিমান শিকদার ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। জবাবে বাঘা যতীন ৬ উইকেটে ৭৬ রানে থামে। তাদের সর্বাধিক ৩৪ রান সৌরভ মণ্ডলের। জয়র্ষি দত্ত ৯ ও রাজদীপ দে ২১ রানে ২ উইকেট নেয়। বুধবার খেলবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন-এনআরআই ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ-চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

জেওয়াইএমএ-র টি২০ কাল শুরু

জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল : জেওয়াইএমএ-র দিনরাতের টি২০ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানালেন জেওয়াইএমএ সচিব কানাই দাশগুপ্ত। জলপাইগুড়ি শহরের ৭টি ও শিলিগুড়ির একটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানান তিনি। গত ১৪ বছর ধরে জেওয়াইএমএ এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। জেলা শহরের ক্রিকেট প্রতিভাকে খেলার সুযোগ করে দিতেই এই প্রতিযোগিতা বলে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

06.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44L 80943 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই স্বল্প বয়সে কোটিপতি হওয়ার ফলে এটি আমাকে জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে চলার জন্য বাড়তি উদ্দীপনা জোগাবে। এই অনন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শেখ মনিরুল ইসলাম - কে
* বিজ্ঞাপীত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।